ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি
(Matthew Henry Commentary)

থিসলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রাবলির টীকাপুস্তক

Commentary on the Letters of Paul to the Thessalonians

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রাবলির উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letters of Paul to the Thessalonians

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

ভূমিকা

থিষলনীকী ছিল মাকিদনিয়ার একটি প্রধান শহর; এখন এটিকে সালোনিচি বলা হয় এবং এটি লিভান্তের প্রধান জনবহুল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত একটি অঞ্চল। পৌল এশিয়া প্রদেশে যাওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার দিক পরিবর্তীত হয়েছিল। মাকিদনিয়াতে সুসমাচার প্রচার করার জন্য তাঁকে অস্বাভাবিকভাবে আহ্বান করা ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল (প্রেরিত ১৬: ৯,১০)। ঈশ্বরের আহ্বানের বাধ্য হওয়ার জন্য ত্রোয়া থেকে সামথ্রাকী, তারপর নিয়াপলি, তারপর ফিলিপীতে গিয়েছিলেন আর সেখানে তিনি সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছিল। তাঁকে ও তাঁর সফর সঙ্গী সীলকে জেলে বন্দি করা হয়েছিল, জেল থেকে তাঁরা আশ্চর্যভাবে মুক্ত হয়েছিলেন, মুক্ত হয়ে সেখানকার ভাইদের সান্ত্বনা দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। তারপর আম্ফিপলি ও আপল্লোনিয়া শহরের মধ্য দিয়ে থিষলনীকী শহরে গেলেন। সেখানে পৌল কিছু বিশ্বাসী যিহূদী ও পরজাতীয়দের নিয়ে একটি মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন (প্রেরিত ১৭:১-৪)। কিন্তু অবিশ্বাসী যিহূদীদের ও মন্দ লোকদের কারণে সেখানে একটি গোলমাল হয়েছিল। যার ফলে পৌল ও সীলের নিরাপত্তার জন্য রাতের বেলায় তাদের বিরয়াতে পাঠানো হল। এর ফলে সীল ও তীমথিকে রেখে পৌল আথীনী শহরে গিয়েছিলেন, আর তাদের জন্য সেখান থেকে সংবাদ পাঠালেন যেন সীল ও তীমথি দ্রুত পৌলের সাথে যোগদান করেন। সেখানে যাওয়ার পর পৌল তীমথিকে থিলষনীকীতে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাদের বিশ্বাসে স্থির রাখতে ও উৎসাহ দিতে পারেন (১ থিষলনীকীয় ৩:২), আর অথীনিতে পৌলের অপেক্ষায় থাকার সময়ে তীমথি ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর পৌল তীমথি ও সীল দু'জনকে মাকিদনিয়ার মণ্ডলী পরিদর্শনের জন্য পাঠিয়েছিলেন যেন পৌল একাই আথীনীতে থাকতে পারেন (১ থিষলনীকীয় ৩:১)। তারপর পৌল করিন্থে গেলেন এবং তীমথি ও সীল মাকিদনিয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর সেখানে অপেক্ষা করলেন (প্রেরিত ১৮:৫)। তারপর তিনি খ্রীষ্টের মণ্ডলী থিষলনীকীর কাছে তাঁর পত্র লিখলেন। যদিও এটি পুস্তকে অনেক চিঠির পরে সাজানো হয়েছে কিন্তু এটিকেই বলা হয় পৌলের লেখা প্রথম পত্র যা সম্ভবত ৫১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। এই চিঠির মূল উদ্দেশ্য হল তাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের সফলতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং শক্ত বিশ্বাসের উপর তাদের স্থাপন করা ও আচার-আচরণে পবিত্র থাকতে উৎসাহিত করা।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ১

ভূমিকার পরে (পদ-১) থিষলনীকী মণ্ডলীতে পৌল যে বীজ লাগিয়েছিলেন তার উত্তম ফলাফলের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করেছেন (পদ ২-৫)। আর তারপর তিনি তাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করার সফলতার বাস্তব প্রমাণ তুলে ধরেছেন, যা ছিল খুবই পাশ্ববর্তী অনেক অঞ্চলের জন্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও খুবই বিখ্যাত ঘটনা (পদ ৬-১০)।

১ থিষলনীকীয় ১:১ পদ

ভূমিকাতে আমরা দেখতে পাই–

(১) কোন্ ব্যক্তির কাছে থেকে চিঠি এসেছে বা চিঠিটি কে লিখেছেন। পৌলই ছিলেন সেই উৎসহিত ব্যক্তি এবং এই চিঠির লেখক; যদিও তিনি চিঠিতে তাঁর প্রৈরিতিক পদের বিষয় তিনি কোথাও উল্লেখ করেনি, এ বিষয়ে থিষলনীকীয়দের কোন সন্দেহ ছিলনা এবং মিথ্যা প্রেরিতদের কেউ এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদও জানায় নি। তিনি সীলকে ও তীমথিকে তাঁর সাথে যুক্ত করেছেন (যারা তাঁর কাছে এসেছেন মাকিদনিয়া মণ্ডলীর অগ্রগতির সংবাদ নিয়ে), যেটি এই মহান ঈশ্বরভক্ত লোকটির নম্রতা ফুটিয়ে তুলেছে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের কাজে সামান্য একজন ব্যক্তিকে বড় সম্মান দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এই চিঠিটি মণ্ডলীর দক্ষ ও সুনাম অর্জনকারীদের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(২) যাদের উদ্দেশ্য করে চিঠিটি লেখা হয়েছে তারা হল– থিষলনীকীয় মণ্ডলী, নতুন জীবনপ্রাপ্ত যিহূদী এবং থিষলনীকীয় পরজাতীয়দের প্রতি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল– এই মণ্ডলীকে বলা হয়েছে পিতা-ঈশ্বর ও পুত্র খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত; পিতা-ঈশ্বর ও পুত্র খ্রীষ্টের সাথে তাদের একটা সহভাগীতা ছিল (১ যোহন ১:৩)। তারা হল খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী কারণ, তারা পিতা-ঈশ্বর ও পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছে। তারা খ্রীষ্টের নতুন নিয়মের উপর বিশ্বাস রেখেছে, তাদের মধ্যে অন্য জাতির লোকেরা মূর্তিকে ত্যাগ করে প্রভুর দিকে ফিরেছে এবং তাদের যিহূদীরা খ্রীষ্টকে তাদের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট বলে বিশ্বাস করেছে। তারা সকলে তাদের জীবন পিতা-ঈশ্বর ও পুত্র খ্রীষ্টের উপর সমর্পন করেছে। তারা তাদের শেষ গন্তব্য হিসেবে মহান ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের সমর্পন করেছে আর পুত্র খ্রীষ্টের প্রতি সমর্পিত হয়েছে কারণ তিনি তাদের প্রভু, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। পিতা-ঈশ্বর হলেন সকল প্রাকৃতিক ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু আর খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত ধর্মের মনিব ও কেন্দ্রস্থল। আমাদের ত্রাণকর্তা বলেছেন, "তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, আমার উপরও বিশ্বাস করেছ (যোহন ১৪:১)।

অভিনন্দন বা প্রৈরিতিক অনুগ্রহ বর্ষিত করা; পিতা-ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন। ঠিক একই শুভেচ্ছা তিনি অন্যান্য চিঠিতেও দিয়েছেন। অনুগ্রহ ও শান্তি খুব যথার্থ ভাবেই একে অন্যের সাথে যুক্ত: ঈশ্বরের বিনামূল্যের অনুগ্রহ ও দয়া হল সকল শান্তি ও সফলতার উৎস যা আমরা উপভোগ করিন্থীয় এবং যেখানে আমাদের মধ্যে কোন গোলমাল রয়েছে সেখানে আমরা আমাদের হৃদয় থেকে শান্তি কমনা করতে পারি এবং শান্তি, দয়া ও সেই সাথে অন্যান্য সকল আত্মিক অনুগ্রহ যা পিতা-ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট যীশু থেকে আমাদের কাছে আসে এবং এজন্য আমাদের পিতা চুক্তি বদ্ধ, কারণ তিনি হলেন ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা। এখানে লক্ষ্য করি, সকল উত্তম বিষয় ঈশ্বর থেকে আসে, সেহেতু পাপীর ঐ বিষয়গুলোর প্রতি কোন আশা নেই কিন্তু আশা রয়েছে খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে। পিতা ঈশ্বরের কাছে আমরা সর্বোত্তমটা পাওয়ার আশা করতে পারি শুধুমাত্র খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে।

১ থিষলনীকীয় ১:২-৫ পদ

পৌল এখানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরম্ভ করেছেন। যে বিষয়গুলো তিনি উল্লেখ করেছেন তা হল তাদের আনন্দের বিষয়, তাদের জন্য সত্যিই প্রশংসার যোগ্য; বিশেষভাবে তাদের অনেক পরিশ্রমের জন্য, তিনি মহান পিতাকে ধন্যবাদ দানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন, যিনি হলেন আমাদের প্রতি সকল অনুগ্রহের মনিব, আমরা যেকোন সময়ে যেই কাজই করিন্থীয় না কেন। ঈশ্বরই হলেন সকল ধর্মীয় উপাসনা, প্রার্থনা ও প্রশংসার মূল লক্ষ্য। আর সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দেয়া হল অন্যতম দায়িত্ব, সবসময় বা যেকোন সময় এটি করা উচিৎ; যখন আমরা মুখে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ উচ্চারণ করতে পারি না তখনো উচিৎ আমাদের প্রতি তার দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধের চেতনা থাকা। ধন্যবাদ বা ধন্যবাদ শব্দটি আমাদের মুখে বার বার উচ্চারিত হওয়া উচিৎ। আমরা শুধু আমাদের সুবিধার জন্য যা কিছু লাভ করেছি তার জন্য যে ধন্যবাদ জানাবো তা নয়, উপরন্তু অন্যদের জন্যও আমরা ধন্যবাদ জানাব, যারা ঠিক আমাদের মত সহ-বিশ্বাসী। প্রেরিত পৌল শুধু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্য, বা যারা সদাপ্রভুর অনুগ্রহে গন্যমান্য হয়ে উঠেছিল তাদের জন্যই শুভেচ্ছা জানান নি, কিন্তু সকলের জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছিলেন।

পৌল তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি প্রার্থনাও যুক্ত করেছেন। যখন আমরা আমাদের চাওয়ার বিষয় বিনীত প্রার্থনার মাধ্যমে সদাপ্রভুকে জানাই তখন ধন্যবাদ সহকারে জানানো উচিৎ (ফিলিপীয় ৪:৬)। যখন আমরা যেকোন বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ জানাই তখনই আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ। আমাদের উচিৎ না থেমে থেমে প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়া; শুধু আমাদের নিজের জন্য নয় বরং অন্যদের জন্যও বটে। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুদের আমরা প্রার্থনায় স্মরণ করতে পারি এবং কোন কোন সময় আমরা তাদের নাম, সমস্যা, অবস্থার বিষয়ে উল্লেখ করে প্রার্থনা করতে পারি। লক্ষ্য করি, যেহেতু সদাপ্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য আমাদের ও আমাদের বন্ধুদের নিয়ে অনেক বিষয় রয়েছে সেহতু, বিষয়ভিত্তিক প্রার্থনার কিছু রীতিও রয়েছে যেন আমরা বিস্তারিতভাবে সেগুলো সদাপ্রভুকে

জানাতে পারি।

তিনি যে সকল বিষয়ে সদাপ্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞ তার প্রতিটি বিষয় স্পষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন; যেমন−

(১) তাদের মাঝে রোপন করা পৌলের বীজের প্রতিফল। এগুলোই ছিল তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর মূল কারণ।

(ক) তাদের বিশ্বাস ও বিশ্বাসের দরুন কাজ। তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি তাদের বলেছেন (পদ ৮) যে, তা ছিল অত্যন্ত সুনামের বিষয় এবং যে সুনাম সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এটিই হল মূল অনুগ্রহ, আর তাদের বিশ্বাস ছিল সত্য ও জীবন্ত কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল কার্যকর। লক্ষ্য করি, যেখানেই খাঁটি বিশ্বাস রয়েছে সেখানেই বিশ্বাসের কাজও রয়েছে; এই বিশ্বাসের নিজস্ব একটি শক্তি রয়েছে যা জীবন ও হৃদয়কে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাজের জন্য ও নিজেদের মুক্তি লাভের কাজে নিয়োজিত রাখে। আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও অন্যদের বিশ্বাস তখনই আমাদের সান্ত্বনা দেয় যখন আমরা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের কাজ অনুভব করি। শাস্ত্র বলে, কাজের দ্বারা তোমাদের বিশ্বাস আমাকে দেখাও (যাকোব ২:১৮)।

(খ) তাদের ভালবাসা ও ভালবাসার দরুন পরিশ্রমের দিকটিও তুলে উল্লেখ করেছেন। ভালবাসা হল প্রধান একটি অনুগ্রহ; আমাদের জীবনে এর অনেক কাজ রয়েছে এবং থাকবে, আর এই ভালবাসা আগত জীবনেও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিশ্বাস কাজ করে ভালবাসার দ্বারা; বিশ্বাস প্রকাশিত হয় সদাপ্রভু ও প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালবাসার দৈনিক চর্চার মাধ্যমে; যেমন ভালবাসা প্রকাশ পায় কাজের দ্বারা, এটি আমাদের ধর্মীয় জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করতে সহযোগিতা করে।

(গ) তাদের আশা ও আশার দরুন তাদের ধৈর্য। আশা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এই অনুগ্রহকে আমরা তুলনা করতে পারি সৈন্যের মাথার টুপি ও নাবিকের নোঙ্গরের সাথে, বিপদের সময়ে যার কোন তুলনা হয়না। যেখানেই অনন্ত জীবনের অটল আশা রয়েছে, সেটি বাস্তবায়িত হবে ধৈর্যকে অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে। ধৈর্যের মধ্য দিয়েই বর্তমান পরিস্থিতি অতিক্রম করা যায় আর ধৈর্য অনাগত গৌরবের জন্য অপেক্ষা করতে সাহায্য করে। যা কিছু পাওয়া হয়নি তার জন্য যদি আশা থাকে, তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষাও করতে পারি (রোমীয় ৮:২৫)।

(২) পৌল বিশ্বাস, আশা, ভালবাসা এই তিনটি বিষয় উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, এসবের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন।

(ক) এই সকল গুণের জন্য প্রধান ও সুদক্ষ যিনি তিনি হলেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

(খ) তাদের প্রতি আন্তরিকতার জন্যই তিনি ঈশ্বরর সামনে প্রার্থনা করে থাকেন। আন্তরিক-তার মহান প্রেরণা হল এটি উপলব্ধি করা যে, সদাপ্রভুর দৃষ্টি সর্বদা আমাদের উপর রয়েছে;

এটিই আন্তরিকতার চিহ্ন যখন আমরা সমস্ত কিছু দিয়ে নিজেদের সদাপ্রভুর যোগ্য করে তুলতে উদ্যমী হই আর তখন সেটিই খাঁটি বা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতেও একই বলে মনে হয়। তারপর হল বিশ্বাসের দরুন কাজ, ভালবাসার দরুন পরিশ্রম, আশার দরুন ধৈর্য এবং সতর্কতা দরকার যখন এটি সদাপ্রভুর সামনে করা হয়। তিনি সেই উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন যেখান থেকে এসব দয়া প্রবাহিত হয় যেমন: সদাপ্রভুর বাছাই করা, ঈশ্বরের প্রিয় আমার ভাইয়েরা (পদ ৪)। এইভাবে অনুগ্রহের প্রবাহ ধারায় দৌড়ে তিনি উৎসের কাছে গিয়েছেন আর দেখেছেন যে, এটি ছিল সদাপ্রভুর ভালবাসার শেষ বাছাই। সদাপ্রভুর বাছাইকরণ বুঝা যায় তার অস্থায়ী পৃথকীকরণ দ্বারা যেমন, থিষলনীকীতে বাছাই করার মাধ্যমে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, যিহূদী ও পরজাতীয়দের আলাদা করা হয়েছে, আর সেটি ছিল তাঁর অনন্ত উদ্দেশ্যে অনেক পূর্বে থেকেই নির্ধারণ করা (ইফিষীয় ১:১১)। তাদেরকে বাছাই করার বিষয়ে কথা বলা হয়েছে; তিনি তাদের বলেছেন, "ঈশ্বরের প্রিয় আমার ভাইয়েরা" যেন সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং যারা বাছাই করা এবং একে অপরের সাথে যুক্ত রয়েছে। আর একে অন্যকে ভালবাসার এটি হল একটি মহৎ কারণ, কেননা আমরা হলাম সদাপ্রভুর প্রিয় এবং আমরা তাঁর প্রিয় বাছাই করা লোক, আমাদের আর অন্য কিছু নেই যা সদাপ্রভুর ভালবাসার উপরে স্থান পেতে পারে। থিষলনীকীদের এভাবেই বাছাই করা হয়েছে তা পৌল বুঝেছিলেন এজন্য হয়তো তারাও জানত এবং এই কারণেই তার ফল ও তার প্রতিদান ছিল খাঁটি বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা আর এটি হয়েছিল তাদের মধ্যে পৌলের সার্থক প্রচার কাজের দ্বারা। লক্ষ্য করি,

[১] যারা ঐ সময়ে উপস্থিত ছিল তাদেরকে সরাসরি আহ্বান করা হয়েছিল যেন তারা চিরকালের জন্য পবিত্র হতে পারে এবং সদাপ্রভুর দেয়া পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

[২] সদাপ্রভুর বাছাই হল তাঁর একান্ত ইচ্ছা ও তাঁর দয়ামাত্র, যাদের বাছাই করা হয়েছে তাদের নিজস্ব কোন যোগ্যতার জন্য করা হয়নি।

[৩] যারা সদাপ্রভুর বাছাইকৃত লোক তাদের জীবনের ফল দেখেই জানা যায় যে, এরাই বাছাইকৃত।

[৪] যখনই আমরা আমাদের বা অন্যদের জন্য সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করি, তখন আমাদের সরাসরি সেই শ্রোতধারার উৎসের কাছে যাওয়া দরকার এবং যে ভালবাসার কারণে আমাদের নতুন সৃষ্টি হয়েছে সেই অতুলনীয় ভালবাসার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ।

(৩) পৌলের কৃতজ্ঞতা জানানোর আর একটি কারণ হল– থিষলনীকীয়দের মাঝে তার প্রচার কাজের অশ্চর্য সফলতা। তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন তাঁর নিজের ও সহকর্মীদের কাজ দেখে যে, তাঁর কোন শ্রমই বৃথা যায় নি। তার প্রৈরিতিক কাজের বাস্তব প্রমাণ ও চিহ্ন তাদের মাঝে রয়েছে, তাঁর শ্রম ও কষ্টভোগের মাঝে এটি হল একটি মহা উৎসাহ। পৌল যখন প্রচার করেছিলেন তা তর্ক না করে গ্রহণ করা ও সুসমাচারের প্রতি তাদের উল্লাস ছিল

বাছাই করা ও সদাপ্রভুর প্রিয় হবার পূর্বাভাস। এটা এমন ভাবেই হয়েছে যেন, পৌল সদাপ্রভুর বাছাই করাটা পূর্ব থেকেই জানতেন। এটি সত্যি যে, তিনি তৃতীয় স্বর্গে গিয়েছেন; কিন্তু তিনি অনন্ত জীবনের তালিকা বা নথি খুঁজে দেখেননি, তারা যে বাছাইকৃত তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আর তিনি জানতেন যে, এটা হয়েছে থিষলনীকীদের মাঝে তাঁর সুসমাচার প্রচারের জন্য (পদ ৫), আর এটি তিনি কৃতজ্ঞতা ভরে লক্ষ্য করেছিলেন।

(ক) সেই সুসমাচার তাদের কাছে শুধু মানুষের মুখের কথার দ্বারাই আসেনি কিন্তু এক অশ্চর্য শক্তির দ্বারা এসেছিল। তারা শুধু সেই মুখের কথাই শুনেনি কিন্তু ঐ আশ্চর্য শক্তির কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছিল। এটি শুধু তাদের কানে মধুর মত শোনায় নি, জাগতিক আনন্দ দেয়নি, তাদের শুধুমাত্র জাগতিক জ্ঞান দিয়ে মগজ ভর্তি করেনি বা অল্প সময়ে তাদের মনকে আলোড়িত করেনি কিন্তু এটি তাদের অন্তরের গভীরে প্রভাব বিস্তার করেছিল; সেইসাথে একটি আশ্চর্য শক্তি প্রবেশ করেছে যা তাদের জানাকে যুক্তি দ্বারা ভুল প্রমাণ করেছে ও তাদের জীবনকে সংশোধন করেছে। এখানে দেখি যে, এভাবে আমরা আমাদের বাছাইকরণ সম্পর্কে জানতে পারি, যদি আমরা সদাপ্রভুর কথা তোতা পাখির মত শুধু অনুকরণ না করি, কিন্তু তার প্রভাব যদি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি, আমাদের কামনাকে ধ্বংস করতে পারি, আর জগতের নেশা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি এবং স্বর্গীয় বিষয়ে নিজেদের অগ্রসর রাখতে পারি।

(খ) এটি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আসে, আর সেটি হল পবিত্র আত্মার একটি শক্তিশালী ক্ষমতা। উল্লেখ যে, যেখানেই সুসমাচার শক্তিশালীভাবে প্রচারিত হয়েছে, তখন সেটা হয়েছে পবিত্র আত্মার পরিচালনার গুণে; সেখানে বাক্যের সাথে সদাপ্রভুর শক্তি সরাসরিভাবে যুক্ত হয়নি কিন্তু তার পবিত্র আত্মা এটিকে আরও কার্যকর রূপ দিয়েছিল। এটি আমাদের কাছে আসে প্রাণহীন একটি চিঠির মত কিন্তু পবিত্র আত্মা সেই প্রাণহীন চিঠিকে চির জীবন্ত করে তোলেন।

(গ) সুসমাচার তাদের কাছে যথার্থ নিশ্চয়তা নিয়ে পৌঁছায়। আর পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা এটি তাদের কাছে আনন্দের হয়ে উঠে। তারা সম্পূর্ণভাবে সুসমাচারের সত্যের কাছে পরাজিত হয়; তাই তারা আর কোন ছলনা বা সন্দেহের বশে সহজে বিশ্বাসচ্যুত হয় না। তারা খ্রীষ্টের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে এবং সুসমাচার প্রকাশে তাদের আত্মার ও চিরন্তন অবস্থার ঝুঁকি নিতে তারা পিছপা হয়না। সুসমাচার তাদের কাছে ভাবাবেগ ও সন্দেহপূর্ণ কোন মতবাদ বা ধারণার মত প্রকাশিত হয়নি কিন্তু হয়েছে তাদের বিশ্বাস ও বিশ্বাসের নিশ্চয়তার পরশ নিয়ে। তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ চোখে দেখার মত কোন বিষয় ছিল না; এবং থিষলনীকীগণ ও জানত পৌলের আচরণ তাঁর অনুসারী ও সহকর্মীদের মধ্যে ছিল আর তারা এদের জন্য যা করেছেন তা-ই তাদের মধ্যে উত্তম ফল উৎপাদন করেছে।

১ থিষলনীকীয় ১:৬-১০ পদ

উপরের পদগুলোতে থিষলনীকীয়দের মধ্যে পৌলের প্রচারের সফলতার এমন প্রমাণ রয়েছে যা ছিল অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও আদর্শস্বরূপ।

তারা তাদের পবিত্র বাক্যের প্রতি খুবই সতর্ক ছিল এবং তারা চালচলনে সর্বোত্তম গুরু খ্রীষ্ট ও পৌলকে অনুসরণ করতো (পদ ৬)। যেমন পৌল তাদের জন্য নিজেকে নিচু করেছিলেন, শুধুমাত্র তাঁর নিজের সুনামের জন্য নয় কিন্তু অন্যদের উপকারের জন্য তাঁর মতবাদের উপযুক্ত বাক্য দ্বারা। তিনি অন্যদের নিয়ে একত্রে যা নির্মাণ করেছেন তা তিনি সম্ভবত এক হাতে উচ্ছেদ করবেন না। এমনটাই ছিল থিষলনীকীয় মণ্ডলীর লোকেরা, আর পৌল পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, তাদের লোকদের আচরণ কি রকম, কিভাবে তাদের প্রচার ও জীবন যাপন একই হয়, তাদের অনুসারীদের প্রতি কি সতর্ক সচেতন তারা ছিল বা কিভাবে তারা উত্তম দৃষ্টান্তগুলো অনুকরণ করতো। এভাবে তারা প্রভুর অনুসারী হয়েছে, আমাদের উচিৎ তাঁকে অনুসরণ করা, তাঁর মত চলা যিনি হলেন উদাহরণের মূল সত্যতা। আমরা অন্যদেরকে অনুসরণ করবো তাদের যারা খ্রীষ্টের অধীনে রয়েছে (১ করিন্থীয় ১১:১)। থিষলনীকীগণ এই আচরণই ধরে রেখেছে, শুধুমাত্র তাদের নিজেদের দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করার জন্য নয় বরং বাক্য প্রচারকদেরগণ যে যন্ত্রণা ভোগ করছিল তা প্রতিরোধ করার জন্য। তারা সকল সমস্যার মধ্যে সহভাগতিা করেছিল যা খ্রীষ্টান জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে ও বেড়ে উঠছে। তারা সকল দুঃখ-কষ্ট, পারিপার্শিক সমস্যাকে ভুলে সুসমাচার নিয়ে আনন্দিত হয়েছিল, যে বিষয়টি ছিল প্রচারক ও ধর্মগুরুদের মধ্যে বিদ্যমান। সম্ভবত এটিই বাক্যকে আরও মূল্যবান করে তুলেছিল, অন্যদের উৎসাহিত করেছিল। আর প্রেরিতদের উদাহরণগুলো যন্ত্রণার মধ্যে আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই থিষলনীকীগণ বাক্যকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিল, প্রেরিতদের কষ্টের উদাহরণগুলো তারা আনন্দে গ্রহণ করেছিল, এ আনন্দ ছিল আত্মিক আনন্দ। এমন আত্মিক, খাঁটি, চিরস্থায়ী আনন্দের মূল হল পবিত্র আত্মা, যিনি আমাদের সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্যে উপ্‌চে পড়া সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন।

তাদের প্রবল আগ্রহ তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তারা নিজেরাই অন্যদের আদর্শ হয়ে উঠেছিল (পদ ৮)। এখানে লক্ষ্য করি–

ক) তাদের দৃষ্টান্ত ছিল সবাইকে আকর্ষণ করার মত শক্তিশালী, তারা ছিল Tyopi- বা তাদের মন আকর্ষণ করার মত শক্তিশালী যন্ত্রের মত। থিষলনীকীগণ তাদের প্রচার কাজ আচার-আচরণের দ্বারা করেছে এবং তাদের কথাগুলো লোকদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। মূল বিষয় হল, খ্রীষ্টান জীবন এমনই উত্তম হওয়া উচিৎ যেন তাদের চালচলনের দৃষ্টান্ত অন্যদের জীবনকে প্রভাবেত করে।

খ) এটি ছিল খুবই বিস্তৃত যা থিষলনীকী সীমানা পেরিয়ে গিয়েছিল। এমনকি মাকিদনিয়ার বিশ্বাসীদের উপরন্তু আখায়া, ফিলিপী এবং আরও যে সকল স্থানে থিষলনীকীদের পূর্বে

সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল তারাও থিষলনীকীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। লক্ষ্য করি, আঙ্গুর ক্ষেতের কাজে যে মজুরদের দিন শেষে ডাকা হয় তারা কখনো কখনো প্রথমে ডাকা মজুরদের ছাড়িয়ে যায় এবং তাদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকে।

গ) এটি ছিল ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি বিষয়। সদাপ্রভুর বাক্য যা থিষলনীকীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, সর্বজ্ঞাত, আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বিখ্যাত। তাদের প্রভাব শুধু তাদের নিজ শহরের চারদিকেই ছড়িয়ে যায় নি বরং পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; যেন তাদের মধ্যেকার সুসমাচারের উত্তম ফল দেখে অনেক মানুষ উৎসাহিত হয়ে এটি গ্রহণ করে। আর যখন সুসমাচারের জন্য কোন নির্যাতন আসে তখন যেন তা সহজে মেনে নিতে পারে। থিষলনীকীদের বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর চারদিকে।

[১] তারা তাদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল এবং সমস্ত পৌত্তলিকতার কাজ ত্যাগ করে অনেক আগে থেকে শিক্ষা পাওয়া সমস্ত অসার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছিল।

[২] তারা নিজেদেরকে মহান ঈশ্বরের হাতে সমর্পন করেছিল। জীবন্ত ও সত্য সদাপ্রভুর কাজে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল।

[৩] তারা পিতা-ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গ থেকে ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল (পদ ১০)। আর খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় থাকার বিষয়টিই হল আমাদের পবিত্র ধর্মের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দিক। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছেন তাদের জন্য তিনি আসবেন এবং আমাদের চিরকালের আনন্দের মধ্যমণি হয়ে আগমন করবেন। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টের আগমনের অপেক্ষায় ছিল আর আমরা আজ খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষা করছি; তিনি শিঘ্রই আসছেন। আর তিনি যে নিশ্চয়ই আসবেন তার পরিষ্কার একটি কারণ হল সদাপ্রভু নিজেই তাঁকে স্বর্গে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আর এটিই সমস্ত মানুষের কাছে পূর্ণ নিশ্চিত বিষয় যে, তিনি বিচারের জন্য আসবেন (প্রেরিত ১৭:৩১)। আর আমরা যে কারণে তাঁর অপেক্ষায় থাকব তা হল; তিনি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যই পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি নিজের মূল্য দিয়ে পরিত্রাণ কিনতে এসেছিলেন। আর যখন তিনি আবার আসবেন তখন পরিত্রাণ তাঁর সাথে থাকবে। আমরা মুক্ত হব সেই অভিশাপ, পাপ, মৃত্যু ও নরক থেকে, যে অভিশাপ আজও অবিশ্বাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এই অভিশাপ যখন একবার তাদের উপর এসেছিল, আবারও আসছে আর এটি হল সেই অনন্ত আগুন যা শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে (মথি ২৪:৪১)।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের পথম পত্র

অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে পৌল থিষলনীকীয়দের মনে করিয়ে দেন কিভাবে তিনি তাদের মধ্যে প্রচারের কাজ করেছিলেন (১-৬ পদ)। তারপর তিনি বলেন কিভাবে তাদের সাথে কথোপকথন করেছিলেন (৭-১২ পদ)। এরপর তাঁর প্রচারের সফলতা এবং তাদের উপর সেই সফলতার প্রভাব (১৩-১৬ পদ) এবং সবশেষে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করে তিনি এই অধ্যায়টি শেষ করেন (১৭-২০ পদ)।

১ থিষলনীকীয় ২:১-৭ পদ

এখানে আমরা পৌলের প্রচারের পদ্ধতি এবং থিষলনীকীতে তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে রেখে আসা সান্ত্বনাদায়ক প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি তার নিজের সততা এবং ধৈর্য সম্পর্কে যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার সাক্ষ্য তিনি নিজেই। তাই তিনি থিষলনীকীয়দের কাছে আবেদন করতে পেরেছিলেন যেন তারা ভেবে দেখতে পারে যে, তাদের মধ্যে বাস করার সময় তিনি এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুসমাচারের কাজে তাঁর সহযোগী সীল ও তীমথি কেমন বিশ্বস্ত ছিলেন। "ভাইয়েরা, তোমরা নিজেরাই জান, তোমাদের কাছে আমাদের উপস্থিত হওয়াটা নিষ্ফল হয় নি"। একজন সুসমাচারের সেবক সেই সুসমাচার কিভাবে অন্যদের কাছে তুলে ধরছেন এবং সেই সুসমাচারকে অন্যেরা কিভাবে গ্রহণ করছে, সেইসাথে তিনি কিভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করছেন বা অন্যরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করছে সেই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে পারাটা ভীষণ আনন্দের। পৌলের সুসমাচার প্রচারের পদ্ধতি এবং নীতি খুবই ফলদায়ক ছিল এবং তাঁর প্রচার বৃথা যায়নি। আবার অনেকে মনে করেন, সেখানে তাঁর প্রচার কাজ খুব সহজ ছিলনা। আমরা যেভাবে অনুবাদ করেছি তাতে মনে হয় যে, পৌল এই কথা চিন্তা করে অন্তরে সুখ লাভ করেন যে, তার প্রচার করা নিষ্ফল হয়নি বা বৃথা যায়নি। এছাড়া অন্যেরা তার প্রচারের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং দায়িত্বশীলতার কথা চিন্তা করে বলে থাকেন যে, তাঁর কাজে কোন শুন্যতা ছিলনা বা ভণ্ডামী বা প্রতারণার সাহায্য নিয়ে তিনি কোন কাজ করেননি। এখানে তিনি যে বিষয় নিয়ে কথা বলছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি যে বিষয়ে প্রচার করেছেন তা দাম্ভিকতাপূর্ণ ছিলনা, তা ছিলনা কোন অলস মস্তিস্কের কল্পনাপ্রবণ কোন কাহিনী কিংবা বোকামীপূর্ণ প্রশ্নোত্তরে ভরপুর। বরং তা ছিল শান্ত এবং দৃঢ় সত্য শিক্ষা যা তার শ্রোতাদের উপযুক্ত ফল দান করে থাকে। তিনি করিন্থীয়দের যা বলেছিলেন, তেমনটি এদেরও বলতে পারতেন (২ করিন্থীয় ৪:২): "লোকে গোপনে যেসব লজ্জাপূর্ণ কাজ করে তা আমরা একেবারেই

করিনা। আমরা কোন কাজে ছলনা করিনা, ঈশ্বরের বাক্যের কোন ভুলের ভেজাল দিইনা। আমরা বরং ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করে তারই সামনে সব মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য বলে তুলে ধরি।" তার অন্তরে কোন রকম অশুভ ইচ্ছা বা জাগতিক পরিকল্পনা ছিলনা, এ বিষয়টি তিনি তাদের কাছে তুলে ধরেন।

প্রথমত, সাহস এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথেঃ "আমরা আমাদের ঈশ্বরে সাহসী হয়ে অতিশয় প্রাণপণে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা বলেছিলাম" (২ পদ)। পৌল ঈশ্বরের দেয়া পবিত্র সাহসে উদ্দীপিত হয়েছিলেন, যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখিন তিনি হয়েছিলেন বা তাঁর সামনে যেসব প্রতিকূলতা দাঁড় করানো হয়েছিল, তার জন্য কখনো নিরুৎসাহিত হননি। তার প্রতি যে ফিলিপীতে খারাপ আচরণ করা হয়েছিল তা থিষলনীকীয়েরা বেশ ভালভাবেই জানত। সেখানে তার সাথে এবং সীলের সাথে খুবই লজ্জাজনক ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে তাদেরকে দুঃখ এবং অপমান ভোগ করতে হয়েছিল। তারপরও যেইমাত্র তারা থিষলনীকীয়তে যাবার স্বাধীনতা লাভ করলেন, তখন থেকেই পূর্বের মতই সাহসের সাথে আবার সুমাচার প্রচার করতে লেগে গেলেন। লক্ষ্য করুন, কোন ভাল কারণে যদি আমাদের উপর দুঃখভোগ নেমে আসে তবে তা আমাদের পবিত্র সঙ্কল্পকে ভোঁতা না করে ধারালো করে দেয় এবং এটাই স্বাভাবিক। খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রথম দিকে প্রচুর বাধা বিপত্তির সম্মুখিন হয়েছিল। যারা সেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তারা সেই সমস্ত বাঁধা বিপত্তি ডিঙিয়ে, কষ্টভোগ করেও পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে কাজ করেছিলেন। প্রেরিতদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল সেই সব লোকদের সাথে যারা চাইত না ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষা লোকেরা পাক। আর প্রেরিত পৌলের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা এটাই যে, তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কখনো ভীত হননি বা তার থেকে ফিরে আসার কথা চিন্তা করেননি।

দ্বিতীয়তঃ বিশাল সরলতা এবং স্বর্গীয় দায়িত্বশীলতার সাথে। "আমাদের উপদেশ ভ্রান্তি থেকে বা অশুচি উদ্দেশ্য থেকে বা ছলনা থেকে আসে নি (৩ পদ)"। কোন সন্দেহ নেই যে, পৌলের জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা তার নিজের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে তাঁর আস্থা, নির্ভরতা এবং স্বচ্ছ ধারণা। নিশ্চয়ই তাঁর প্রচারের সফলতার পেছনে এটাও একটি উপযুক্ত কারণ। তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে কোন দুর্নীতি এবং দায়িত্ববোধের অভাব ছিলনা। তাইতো যাদের কাছে তিনি তা প্রচার করেছিলেন তারা তা বিশ্বাস করেছিল এবং বাধ্য হয়েছিল। কোন নতুন দল গঠন করা তার উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল পিতা ঈশ্বরের সামনে বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক ধর্মকে তুলে ধরা। তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে কোন প্রতারণা ছিলনা। এটি ছিল সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। এর মধ্যে কোন ভ্রান্তি ছিলনা কিম্বা তা খুব চালাকীর সাথে তৈরি করা কোন উপকথাও ছিলনা। তাছাড়া এতে কোন অশূচির অস্তিত্ব ছিলনা। তাঁর প্রচার করা সুসমাচার ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং পবিত্র, এর পবিত্র লেখকের যোগ্য, এটি সমস্ত অশুচি থেকে মুক্ত থাকার দিকে ইঙ্গিত করে। "ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র"। তাই এর মধ্যে কোন রকম দুর্নীতির স্থান নেই। আর সেজন্য যেহেতু প্রেরিত পৌলের প্রচারের বিষয় ছিল সত্য এবং পবিত্র, সেহেতু তাঁর বলার মধ্যে কোন ছলনা ছিলনা। এমন কখনো হয়নি যে, তিনি চাচ্ছেন এক বিষয়ে বলতে কিন্তু

বলেছেন অন্য বিষয়। তিনি যা বিশ্বাস করেছেন, তাই বলেছেন। তার কোন অসৎ বা ধর্মবিরুদ্ধ কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁকে আমরা যেভাবে পেয়েছি তিনি তেমনই ছিলেন। পৌল যে শুধু তাঁর দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জোর দিয়ে বলছিলেন তা নয়, বরং তিনি সেই সাথে এর কারণ এবং প্রমাণও যুক্ত করেছেন। সেই কারণ ৪ পদে উল্লেখ করা আছে।

১) তারা ঈশ্বরের বাক্যের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন এবং সেই বাক্যের উপর পূর্ণাঙ্গ আস্থা রেখেছিলেন। একজন তত্ত্বাবধানকারীকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হয়। পৌল যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তা তাঁর নিজের ছিলনা বরং তা ঈশ্বরের বাক্য ছিল। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের সেবকেরা বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়। তাদেরকে বড় ধরনের সম্মান প্রদান করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে যা আশা করা হয় তা হল পূর্ণ বিশ্বস্ততা। ঈশ্বরের বাক্যকে কলুষিত করার দুঃসাহস তাদের দেখানো উচিৎ নয়। তাদের উপর যেভাবে আস্থা রাখা হয়েছে সেভাবেই ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আদেশ অনুযায়ী তাদের অধ্যাবসায় চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। তাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর প্রত্যেকটি কাজের হিসাব নেবেন।

২) তাদের লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র ঈশ্বরকে খুশি করা, মানুষকে সন্তুষ্ট করা নয়। ঈশ্বর সত্যের ঈশ্বর এবং তার সব ক্ষেত্রেই সততা প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে যদি দায়িত্বশীলতার কমতি থাকে তবে আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি না। খ্রীষ্টের বাক্য মানুষের জাগতিক কামনা আর অত্যধিক চাহিদা পূরণ করার জন্য জাঁকজমক এবং লোভ লালসাকে প্রশ্রয় দেয়না, বরং উল্টো এটি মানুষের কলুষিত কামনা-বাসনাকে ধ্বংস করার এবং অস্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সাজানো হয়েছে যেন তাদেরকে বিশ্বাসের শক্তির অধীনে নিয়ে আসা হয়। "আমি যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করবার প্রচেষ্টা করি, তবে তো আমি খ্রীষ্টের দাস নই" (গালাতীয় ১:১০)।

৩) তারা সবসময় এই কথা মাথায় রেখে কাজ করতেন যে, ঈশ্বর সর্বত্র রয়েছেন। *তিনি আমাদের অন্তর দেখেন*। তারা এই উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখতেন যে, ঈশ্বর যে শুধু আমাদের করা কাজগুলোই দেখতে পান তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলোও জানেন এবং আমাদের অন্তর খুঁজে দেখেন। তিনি আমাদের কাজের সাথে সাথে আমাদের লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কেও সমানভাবে জ্ঞাত। আর আমরা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকেই পুরস্কার পেতে চাই যিনি আমাদের অন্তর পর্যন্ত জানেন। প্রেরিত তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছিলেন।

(১) তিনি কখনো তোষামোদ করে কথা বলেননি। *তোমরা তো জান, আমরা কখনও তোষামোদ করে কথা বলি নি* (৫ পদ)। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরা কখনো সেই লোকদের সাথে ছলনা করে, তোষামোদের কথা বলে বা তাদেরকে অতিরিক্ত প্রশংসা করে খুশি করতে চাননি বা তাদের আবেগ, মনোযোগ তাদের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করেননি। না তিনি এর থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি তার শ্রোতাদের পাপ নিয়ে কোন তোষামোদের কথা বলেননি, তাদেরকে এও বলেননি যে, তারা যদি তাঁর দলে যোগ দেয় তবে তারা তাদের মনমত জীবন যাপন

করতে পারবে। তিনি তাদেরকে কোন মিথ্যা আশ্বাস দেননি, কিংবা তাদেরকে নতুন জীবনের আশ্বাস দিতে গিয়ে তাদের কৃত পাপকে কোন রকমভাবে প্রশ্রয় দেননি।

(২) তিনি লোভ-লালসাকে এড়িয়ে চলেছিলেন। তিনি তাঁর সেবা কাজকে কোন রকম ছলনার চাদরে মোড়ান নি, ঈশ্বর এর সাক্ষী (৫ পদ)। তাঁর সুসমাচারের সেবাকাজে এমন কিছুই ছিলনা যা তাঁকে কোন কিছু দ্বারা জাগতিকভাবে লাভবান করতে পারে। তিনি এ রকম চিন্তা করা থেকেও দূরে থাকতেন, এমনকি তিনি তাদের কাছ থেকে সাহায্য হিসেবে খাবার প্রর্যন্ত গ্রহণ করেননি। তিনি ভণ্ড প্রেরিতদের মত ছিলেন না যারা লোকদের সাথে ভণ্ডামী করে লোকদেরকে সত্য পথের নিন্দা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে” (২ পিতর ২:৩)।

(৩) তিনি নিষ্ফল সম্মান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেও এড়িয়ে চলেছেন। *আর মানুষের কাছ থেকে সম্মান পেতে চেষ্টা করিন্থীয় নি, তোমাদের কাছ থেকেও নয়, অন্যদের থেকেও নয়* (৬ পদ), পৌল এবং তাঁর সহকারীরা লোকদের টাকার থলেও চাননি, তাদের মাথার টুপিও চাননি। অথবা তাদের এই আকাঙ্ক্ষাও ছিলনা যে, লোকেরা তাদের অতিরিক্ত সমাদর করুক, তাদের প্রশংসা করুক কিংবা তাদের প্রভু বলে ডাকুক। এই প্রেরিতই এর আগে গালাতীয়দের উপদেশ দিয়েছিলেন যেন *তারা নিস্ফল সম্মানের জন্য আকাঙ্ক্ষিত না হয়* (গালাতীয় ৫:২৬); তবে এই কাজের পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেন তারা সেই সম্মান অর্জন করতে পারে *যা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে* (যোহন ৫:৪৪)। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তিনি এবং অন্য প্রেরিতেরা নিশ্চই আরো বেশি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারতেন এবং আরো বেশি সম্মান কামনা করতে পারতেন এবং ভরণপেষণের দাবী জানাতে পারতেন। কিন্তু এতে করে তারা মণ্ডলীর জন্য বোঝা হয়ে পরতেন কারণ কেউ কেউ নিশ্চই মনে করতো যে তিনি মণ্ডলীর জন্য বড় ধরনের বোঝা হয়ে পরেছেন যা বহন করা কষ্টদায়ক।

১ থিষলনীকীয় ২:৮-১২ পদ

এই অংশে প্রেরিত পৌল থিষলনীকীয়দের মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি তাদের মধ্যে থাকাকালীন সময়ে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন। এবং–

প্রথমত, তিনি তাদের ভদ্র আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন: *আমরা..... তোমাদের মধ্যে স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম* (৭ পদ)। পৌল এবং তাঁর সঙ্গীরা থিষলনীকীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরিত হিসেবে তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেখানে তারা অনেক মৃদুতা এবং ভালবাসা দেখিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসে সে রকম ব্যবহার করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে, পাপীদের প্রতি এই ধরণের ব্যবহার ঈশ্বরের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য এবং তা সেই পাপীদের সুসমাচারের কাছে নিয়ে আসতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। মহান প্রেরিত পৌল ছলনাকে ঘৃণা করে এবং এড়িয়ে চলে সকল মানুষের প্রতি

সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। তিনি সবার মধ্যে এমনভাবে বাস করেছেন যেন সবাই তাঁকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। মা যেমন তার সন্তানকে মমতা দেখায় এবং যত্ন নেয় ঠিক তেমনি করেই তিনি সেই মণ্ডলীর লোকদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেছেন। কঠিনভাবে শাসন করার বদলে এইভাবে অন্যদের প্রতি ব্যবহার করলেই লোকদের মন জয় করা সম্ভব হয়। ঈশ্বরের বাক্য নিঃসন্দেহে খুবই শক্তিশালী এবং এটি প্রায়ই মানুষের অন্তরে ভয়ানক কর্তৃত্ব নিয়ে আসে। সেই বাক্য প্রতিটি অন্তরকে নিঁখুতভাবে বিচার করে থাকে। আর তাই যখন সেই বাক্যের বাহকস্বরূপ প্রচারকেরা লোকদের প্রতি অনুরাগ সহকারে তাদের যত্ন নেন, তখন সেই বাক্যের শক্তি খুব নরমভাবে লোকদের মধ্যে কাজ করে থাকে। যেমন করে একজন যত্নশীল মা সন্তানকে সঠিকভাবে পথ চলতে সাহায্য করেন, সেই সন্তানের জন্য ভাল ভাল জিনিসের ব্যবস্থা করেন, তাকে খাওয়ান, এবং তার অন্তরের ভালবাসা প্রদান করেন, ঠিক একই রকম মনোভাবে এবং ব্যবহার দ্বারা প্রচারকদের অন্যদের সাথে আচরণ করা উচিৎ। "যিনি প্রভুর দাস, তার ঝগড়া করা উচিৎ নয়, বরং তাকে সকলের প্রতি দয়ালু হতে হবে" (২ তীমথিয় ২:২৪)। প্রেরিত এই ভদ্রতা এবং সাধুতাকে বি-ভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন।

১) তাদের প্রতি সর্বাত্মক মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে: *আমরা তোমাদেরকে গভীরভাবে স্নেহ-মমতা করাতে* (৮ পদ)। প্রেরিত পৌলের থিষলনীকীয় মণ্ডলীর লোকদের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। তাদের যা কিছু ছিল তা নয়, তিনি তাদেরকেই জয় করতে চেয়েছিলেন, তাদের সাথে ব্যবসায় করার জন্য নয়, বা তাদের সম্পদ অর্জনের জন্য নয়, তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যেন তারা পরিত্রাণ লাভ করে এবং তাদের আত্মিক মঙ্গল সাধন হয়।

২) তাদেরকে সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকার মধ্য দিয়ে: কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, কিন্তু নিজ নিজ প্রাণও দিতে রাজী ছিলাম (৮ পদ)। এখানে দেখুন, পৌলের প্রচারের ধরণ কেমন ছিল! তিনি সেখানে তাঁকে নিয়ে কাউকে দুঃখ পেতে দেননি, তিনি শত বিপদের মধ্যেও সুসমাচার প্রচার করার জন্য কষ্ট ভোগ করতে, নিজের সমস্ত অন্তর দিয়ে অন্যদের সাহায্য করতে এমনকি নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও রাজী ছিলেন। যে সমস্ত মানুষের অন্তর আত্মিক খাবারের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল তাদেরকে তা দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং বিশেষ করে থিষলনীকীয়দের জন্য তা তিনি করতে পেরেছিলেন। এই কারণে থিষলনীকীয়েরা পৌলের বিশেষ মনোযোগের অধিকারী ছিল। তিনি তাদেরকে খুবই ভালবাসতেন।

৩) তাদের কাছ থেকে যেন খরচ নিতে না হয়, এবং মণ্ডলীর লোকদের জন্য তাঁর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাটা যেন বোঝস্বরূপ না হয়, সেজন্য তিনি শারীরিক পরিশ্রম করতেন। *হে ভাইয়েরা, আমাদের পরিশ্রম ও কষ্ট তোমাদের স্মরণে আছে; তোমাদের কারো ভারস্বরূপ যেন না হই, সেজন্য আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম* (৯ পদ)। মণ্ডলীর কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেবার যে স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রেরিত হিসেবে

তিনি যে আহ্বান পেয়েছিলেন সেই আহ্বানে সাড়া দেবার পাশাপাশি তিনি শারীরিক পরিশ-মও করেছিলেন। তিনি তাঁবু তৈরির কাজ করতেন যেন নিজের প্রয়োজন নিজে মেটাতে পারেন। আমরা খুব ভাল করেই বুঝতে পারি যে, এই জন্য তাঁকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হতো, তা না হলে নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য পর্যপ্ত সময় পেতেন না। তিনি দিনের বেলায় যেমন পরিশ্রম করতেন, রাতের একটি বড় অংশও কাজ করার পেছনে ব্যয় করতেন। তিনি তাঁর রাতের বিশ্রাম ত্যাগ করতে সাগ্রহে রাজী ছিলেন, এই ভাবেই তিনি দিনের বেলায় খ্রীষ্টের জন্য হৃদয় জয় করার জন্য সময় বের করে নিতেন। যারা ঈশ্বরের বাক্যের সেবা করার পথ বেছে নিয়েছে তাদের জন্য কত চমৎকার উদাহরণ, তাদেরকে অন্যদের হৃদয় জয় করবার জন্য ও পরিত্রাণের পথ দেখানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে, এমনটা নয় যে, তারা সেই কাজ সব সময় খুব সহজেই করতে পারবে। এই অংশ থেকে আমরা এর জন্য কোন সাধারণ নিয়ম খুঁজে পাই না, এমনও হতে পারে যে মিশনারীদের তাদের বাহ্যিক চাহিদা মেটানোর জন্য মাঝে মাঝে বা সব সময় নিজ হাতে কাজ করতে হতে পারে, তাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে।

৪) তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণের মাঝে পবিত্রতা রক্ষার মধ্য দিয়ে, তিনি এ ব্যাপারে শুধু মানুষকে নয়, ঈশ্বরকেও সাক্ষী করেছেন। তার সাক্ষী তোমরাও আছ আর ঈশ্বরের আছেন (১০ পদ)। মানুষের সাথে প্রেরিতদের বাহ্যিক আচার-আচরণ কেমন ছিল তারা শুধু তাই দেখেছে, কিন্তু ঈশ্বর শুধু তাদের গোপনে করা আচরণগুলোই প্রত্যক্ষ্য করেন নি, বরং তিনি সেই আচরণের উৎস অন্তরের নীতিরও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন। প্রেরিতদের আচরণ যেমন অন্য মানুষের সামনে নিষ্কলঙ্ক ছিল তেমনি ঈশ্বরের সামনেও তা ছিল পবিত্র। তাদের আচরণে কোন করম বিরোধিতা করার বা কলুষিত করার উপায় ছিলনা। তাদের মধ্যে কোন খারাপ উদাহরণ ছিলনা। তাদের সেখানে বসবাস এবং শিক্ষাদান উভয়ই ছিল শান্তিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে প্রেরিত বলেন, "সেজন্য আমি ঈশ্বর ও মানুষের কাছে সবসময় আমার বিবেককে পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করি।"

দ্বিতীয়ত: তিনি তাদের বিশ্বস্ততা সহকারে প্রচার কাজের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বলেছেন (১১-১২ পদ)। এই ব্যাপারে তিনি তাদেরকে সাক্ষীও করেছেন। পৌল এবং তাঁর সহকর্মীরা যে শুধু ভাল বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, সেই সাথে তারা ছিলেন বিশ্বস্ত প্রচারকদেরও। আমাদেরও শুধু সাধারণ বিশ্বস্ত খ্রীষ্টান হিসেবে জীবন যাপন করলে তা যথেষ্ট হবেনা, এর সাথে সাথে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আহ্বানকে এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। পৌল তাদেরকে বেশ উদ্দীপনা প্রদান করেন, তাঁর সেই উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য এবং যুক্তি ছিল। তিনি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শুধু জানিয়েই দিলেন না বরং তাদের তাড়া দিলেন যেন তারা সেই শিক্ষা পালন করে। আর এই শিক্ষা পালন করতে গিয়ে তারা যে প্রতিকূলতার সম্মুখিন হতে পারে এবং নিরুৎসাহিত হতে পারে তার জন্য তিনি তাদের সান্ত্বনা এবং উৎসাহ দিলেন যাতে তারা সে সময় আনন্দ করে। তিনি যে শুধু জনসম্মুখেই তাদের উৎসাহ দিতেন তা নয়, ব্যক্তিগতভাবেও দিতেন, তিনি তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উৎসাহ দিতেন, শিক্ষা

দিতেন এবং প্রচার করতেন (প্রেরিত ২০:২০)। *তিনি তাদের প্রত্যেককে আদেশ দিতেন* এ থেকে বোঝা যায় যে, থিষলনীকীয়দের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ আচরণ ছিল। এ থেকে তাদের প্রতি পৌলের অনুরাগী পরামর্শ এবং সান্ত্বনার কথাও পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। তিনি তাদের আত্মিক পিতা ছিলেন এবং একজন যত্নবান মায়ের মতই তাদের দেখভাল করতেন। কাজেই তিনি তাদের প্রতি আদেশ করতে পারতেন। পিতৃসুলভ মমতা নিয়ে, পিতার কর্তৃত্ব নিয়ে নয়। *প্রিয় সন্তান হিসেবে আমি তোমাদের সাবধান করার জন্য লিখছি...* (১ করিন্থীয় ৪:১৪)। প্রেরিত পৌল যেরূপে তাদের সাথে আচরণ করতেন এবং তাদেরকে যেভাবে উপদেশ দিতেন তা সকল প্রচারকদেরই অনুকরণীয় হওয়া উচিৎ। তাহলে নিশ্চয়ই তারা সকল স্থানে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। তাছাড়া তাদের তা করতে হবে যেন *তারা ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলে, যিনি তাঁর নিজের রাজ্যে ও প্রতাপে তাদেরকে আহ্বান করছেন* (১২ পদ)। লক্ষ্য করুন,

১) আমাদের মহান সুসমাচারের সুবিধা কি: ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর রাজ্যের এবং তাঁর মহিমার অংশীদার হবার জন্য আমাদের ডেকেছেন। সুসমাচার আমাদের এই জগতেই অনুগ্রহের রাজ্য এবং মহিমাপূর্ণ অবস্থায় বাস করতে সাহায্য করে এবং পরকালের স্বর্গীয় সুখ লাভের জন্য পবিত্র করে আর আমাদের সেই পথ দেখায় যেন আমরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারি।

২) সুসমাচারের প্রতি আমাদের মহান দায়িত্ব কি: ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলা, যেন আমাদের মানসিকতা এবং চিন্তা-ভাবনা এই মহান সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যোগ্য হয় এবং আমরা ঈশ্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। আমাদেরকে সুসমাচারের শিক্ষা অনুসারে এবং উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন কাটাতে হবে এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব এবং সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং যে ফলের আশা আমরা করিন্থীয় সে অনুসারে যোগ্যরূপে চলতে হবে। যেন আমরা যে পবিত্র রাজ্যের আহ্বান পেয়েছি সেখানে পৌঁছুতে পারি।

১ থিষলনীকীয় ২:১৩-১৬ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন, প্রথমত: প্রেরিত থিষলনীকীতে তাঁর প্রচারের সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন (১৩ পদ)। তা করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে,

১. তারা যেভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করেছিল তার মধ্য দিয়ে: "*যখন তোমরা আমাদের কাছ থেকে শুনে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছ তখন তোমরা তা মানুষের বাক্য বলে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলেই গ্রহণ করেছিলে*"। এখানে লক্ষ্য করুন,

১) ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মত লোকদের দ্বারাই, যাদের মধ্যে অন্য সবার মতই দোষ-গুণ এবং দুর্বলতা রয়েছে তাদের দ্বারা প্রচার করা হয়েছে: ঈশ্বরের বাক্য মাটির পাত্রে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের মতই। ঈশ্বরের বাক্য, যা থিষলনীকীয়েরা গ্রহণ করেছিল, তা তারা প্রেরিত

পৌলের কাছ থেকেই শুনতে পেরেছিল।

২) যাহোক, পৌল স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন, তা ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের সত্য বাক্য। সেই বাক্য লেখা হয়েছিল স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় এবং তা সেই মণ্ডলীর লোকদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিভিন্নভাবে তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। একইভাবে সেই বাক্যের শিক্ষা এখন পর্যন্ত আমরা পেয়ে থাকি, যা ঈশ্বরের সত্যকে ধারণ করে এবং আমাদের অন্তরে কাজ করে এবং গভীর ছাপ রাখে।

৩) যারা ঈশ্বরের বাক্য লোকদের সামনে উপস্থিত করবার সময় নিজেদের কল্পনা তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় তাদেরকে খুব মারাত্মকভাবে দোষারোপ করা হবে। এটা ঈশ্বরের সাথে অবিশ্বস্ততার এবং লোকদেরকে ঠকানোর সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপায়।

৪) তাদেরকেও দোষারোপ করা হবে যারা ঈশ্বরের বাক্য বুঝেছে কিন্তু তা লোকদের কাছে তুলে ধরার জন্য কোন চেষ্টাই করেনি। তারা শুধুমাত্র সস্তাভাবে নিজেদের স্টাইল, সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয় কণ্ঠে সুন্দর সুন্দর কথা দ্বারা লোকদের মুগ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং তাদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছে।

৫) আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যকে কেবল ঈশ্বরের বাক্য হিসেবেই গণ্য করতে হবে, একে আমাদর গ্রহণ করতে হবে পরিপূর্ণ পবিত্রতার সাথে প্রজ্ঞা, সত্য এবং ভাল মন নিয়ে। মানুষের শিক্ষা তাদের মতই দুর্বল এবং তেতো, মাঝে মাঝে তা মিথ্য, বোকামী এবং প্রতারণাপূর্ণ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র, জ্ঞানপূর্ণ, ন্যয্য এবং বিশ্বাসযোগ্য, ঠিক যেন এর রচয়িতা মত। তা অনন্তকাল বেঁচে থাকে এবং আমাদের পরিপূর্ণ করে রাখে। তাই আমাদের সেই বাক্য সেইভাবেই গ্রহণ করা উচিৎ এবং সম্মান করা উচিৎ।

২. তারা যে বাক্য গ্রহণ করেছে সেই বাক্যের অসাধারণ কাজের মধ্য দিয়ে। *যারা সেই বাক্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করে, সেই বাক্য তাদের মধ্যে ফলপ্রসুভাবে কাজ করে* (১৩ পদ)। যারা সেই বাক্যকে বিশ্বাসে গ্রহণ করে, তারা এক লাভজনক হিসেবে আবিষ্কার করে। যারা ন্যয়নিষ্ঠভাবে চলে, *তাদের প্রতি সেই বাক্য ভাল কাজ করে থাকে*। আর এর অসাধারণ প্রভাবই প্রমাণ করে যে তা ঈশ্বরের বাক্য। এটি তাদের আত্মাকে পরিবর্তিত করে, অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাদের হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করে তোলে (গীত ১৪)। আর এইভাবে লোকদের অন্তরে কাজ করার মধ্য দিয়ে এটি গোপন সাক্ষ্য বহণ করে এবং তা তাদের কাছে এর স্বর্গীয় পরিচয়ের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য যদিও তা বাহিরের পৃথিবীর লোকদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত: পৌল তাঁর সফল প্রচারের মাধ্যমে সেখানে যে সুফলগুলো এসেছিল তা উল্লেখ করলেন।

১) তার নিজের এবং সহকর্মীদের উপরে যেসব প্রভাব পড়েছিল। এটা ছিল ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জনানোর জন্য একটি অনন্য কারণ: তারা ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ

জানাচ্ছিলেন (১৩ পদ)। পৌল প্রয়শই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেন আর সেই ধন্যবাদ জানানো এমন হত যে, তিনি সবসময়ই মনে করতেন, তাঁর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো যথেষ্ট হয়নি। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন কারণ ঈশ্বর তাঁকে তাঁর প্রচার কাজে নিয়োগ করার জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং সেই মিশনকে তিনি ফলপ্রসু করেছিলেন।

আর এজন্য আমরাও অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছি যে, যখন তোমরা আমাদের কাছ থেকে শুনে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছ তখন তোমরা তা মানুষের বাক্য বলে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলেই গ্রহণ করেছিলে। আর সত্যিই তা ঈশ্বরের বাক্য এবং তোমরা যারা বিশ্বাসী, তোমাদের মধ্যে সেই বাক্যই কাজ করছে।

২) এই কথাগুলো বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে খাটে। শুধু অন্যদের কাছে তাদের ভাল বিশ্বাস এবং ভাল কাজের জন্য উদাহরণ হবার জন্য নয় (যে প্রসঙ্গে তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন)। এছাড়াও সুসমাচারের জন্য পরীক্ষা এবং অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ করার জন্যও "কারণ, হে ভাইয়েরা, যিহূদীয়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যেসব মণ্ডলী আছে, তোমরা তাদের অনুকারী হয়েছ; কেননা ওরা যিহূদীদের কাছ থেকে যে রকম দুঃখ পেয়েছে, তোমরাও তোমাদের স্বজাতির লোকদের কাছ থেকে সেই রকম দুঃখ পেয়েছ" (১৪ পদ), ধীরতা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, ধৈর্য এবং আশা রাখার জন্যও। লক্ষ্য করুন, ক্রুশ হল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতীক। আমরা যদি দুঃখভোগের জন্য আহুত হই, তবে আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীর অনুসারী হবার জন্যই আহুত হই। "তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিলেন, লোকেরা তাদেরও এইভাবে অত্যাচার করতো (মথি ৫:১২)।

৩) যখন আমরা দুঃখ ভোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হই তখন তা সুসমাচারের একটি ভাল প্রভাব বলে ধরে নেয়া যায়। প্রেরিত পৌল যিহূদিয়াতে অবস্থিত খ্রীষ্টের মণ্ডলীর দুখভোগের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলেন। যারা যিহূদিয়াতে ছিল তারা প্রথমে খ্রীষ্টের বাণী শুনেছি তা গ্রহণ করেছিল এবং তারাই প্রথমে খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করেছিল। এর কারণ হল যিহূদীরাই ছিল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এ পর্যন্ত সবচেয়ে তিক্ত শত্রু এবং তাদের নিজ এলাকার লোকেরা যখন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল তখন তাদের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। লক্ষ্য করুন, তিক্ত উত্তেজনা এবং তীব্র ক্রোধ দ্বারা তারা তাদের দেশীয় লোকদের বি-ভন্নভাবে অত্যাচার করেছিল এবং প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম ভেঙ্গে দিয়েছিল। যেসব জায়গায় পৌল সুসমাচার নিয়ে গিয়েছিলেন, সব স্থানেই সেখানকার যিহূদীরা তাঁর বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল। তারা ছিল অত্যাচারকারীদের নেতা। তেমনিভাবে তারা থিষলনীকীতেও অত্যাচার চালিয়েছিল বিশ্বাসীদের উপর (প্রেরিত ১৭:৫)।

তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা তারা পূর্ণ করেছিল আর তাতে করে তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে তাদের দেশ, তাদের বাসস্থান, তাদের মন্দির সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যার প্রভাব আজও আমরা দেখতে পাই।

(১) তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল এবং তারা অত্যন্ত হিংস্র ও ধৃষ্টতার সাথে বলেছিল যে,

খ্রীষ্টের রক্তের দায় যেন তাদের উপর এবং তাদের সন্তানদের উপর পড়ে।

(২) তারা তাদের নিজেদের ভাববাদীদের হত্যা করেছিল। সুতরাং তারা তাই করেছিল যা তাদের পুর্বপুরুষেরা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা একটি অত্যাচারী জাতি ছিল।

(৩) তারা প্রেরিতদের ঘৃণা করতো এবং তাদের সাথে যতরকম খারাপ ব্যবহার করা সম্ভব তাই করতো। তারা তাদের উপর অত্যাচার করতো এবং তাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়া করে বেড়াতো। কোন রকম দয়াই তারা দেখাতো না। তারা যদি খ্রীষ্টকেই অত্যাচার করে মেরে ফেলতে পারে, তবে তো তারা তাঁর শিষ্যদেরও অত্যাচার করতে পারবে।

(৪) তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতো না। তারা প্রায় সত্য ধর্মের শিক্ষা থেকে, সেই সাথে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য থেকেও দূরে সরে গিয়েছিল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল এই যে, তারা মনে করতো, তারা লোকদেরকে হত্যা করে ঈশ্বরের সেবা করছে। হত্যা এবং অত্যাচার ঈশ্বরের চোখে সবচেয়ে ঘৃণিত পাপ এবং তিনি কোনভাবেই একে এড়িয়ে যান না এবং এর প্রতিফল দিয়ে থাকেন। তারা স্বাভাবিক ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে গিয়েছিল এবং তাদের উপর যা আরোপ করা হয়েছিল তা না করে বরং অন্যান্য বিষয় পালন করার ভান করতো যে, তারা ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো পালন করছে।

(৫) তারা সমস্ত মানুষের বিপরীতে অবস্থান করতো। তাদের আত্মা ন্যায়ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। তারা ছিল প্রকৃত আলো থেকে অনক দূরে। তারা মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, তারা শুধুমাত্র গোড়ামী ছাড়া সকল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করতো।

(৬) অযিহূদীদের উপর তাদের ভীষণ ঘৃণা ছিল এবং সুসমাচারে তাদের পরিত্রাণের জন্য যে সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল, তার জন্য তারা তাদের সাথে ঈর্ষা করতো। তারা প্রেরিতদের নিষেধ করতো যেন তারা অযীহূদীদের কাছে প্রচার না করে যেন তারা পরিত্রাণ না পায়। পরিত্রাণের উপায় বহু বছর যাবৎ শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের ত্রাণকর্তা বলেছিলেন, পরিত্রাণ যিহূদীদের মধ্য থেকেই আসবে। তারা অযিহূদীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল এই কারণে যে, তাদেরকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা অযিহূদীদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এই বিষয়ে খ্রীষ্টের অযিহূদীদের সাথে আলাপচারিতা এবং মেলামেশা এই ঈর্ষাকে উস্‌কে দিয়েছিল আর তা যিরূশালেমের যিহূদীদের শত ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছিল যখন পৌল তাদের বললেন যে, *তাঁকে অযিহূদীদের কাছে পাঠানো হয়েছে* (প্রেরিত ২২:২২)। *তখন তারা আর সহ্য করতে পারল না, তারা জোরে চিৎকার করতে লাগল এবং বলল, "ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও, ও বেঁচে থাকবার যোগ্য নয়*। এইভাবেই যিহূদীরা নিজেদেরকে পাপে পূর্ণ করে তুলল; সবচেয়ে বড় কথা হল, নিজেদের পাপের ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য সুসমাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা, এর প্রসারকে বাধা দেয়া, মানুষের কাছ থেকে পরিত্রাণের সুসমাচার লুকানো এসবের চেয়ে আর কোন কিছুই বেশি হতে পারেনা। এই কারণে *পরিশেষে ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পূর্ণভাবে তাদের উপর উপস্থিত হল*; অর্থাৎ তাদের উপর যে শাস্তি পাঠানো হবে তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এবং তা যে খুব শীঘ্রই তাদের

উপরে আসবে সে কথা বলা হয়েছে। এই কারণে খুব তাড়াতাড়ি যিরূশালেম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং রোমীয়দের দ্বারা যিহূদী রাজ্য ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। লক্ষ্যণীয় যে, যখন কোন ব্যক্তির পাপাচার পূর্ণ হয়ে যায় এবং সে সর্বোচ্চ পাপ করে ফেলে তখন তার উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে এবং ক্রোধ নেমে আসে সম্পূর্ণভাবেই।

১ থিষলনীকীয় ২:১৭-২০ পদ

এই পদগুলোর মাধ্যমে প্রেরিত পৌল তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। লক্ষ্য করুন,

১) তিনি তাদের বললেন যে, তাদেরকে মণ্ডলীর লোকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আলাদা রাখা হয়েছে "শারীরিকভাবে তোমাদের কাছ থেকে অল্পকালের জন্য পৃথক" (১৭ পদ)। এটি ছিল অত্যাচারীদের তীব্র ক্রোধের বঃিপ্রকাশ। তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিরয়াতে পাঠানো হয়েছিল (প্রেরিত ১৭:২০ পদ)।

২) যদিও তিনি শারীরিকভাবে অনুপস্থিত ছিলেন, তথাপি তিনি আত্মিকভাবে তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের সব সময় স্মরণ করেছেন এবং তাদের জন্য চিন্তা করেছেন।

৩) যদিও তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে ছিলেন কিন্তু তার এই অনুপস্থিতি ছিল অল্প সময়ের জন্য। সময় প্রকৃতপক্ষেই খুব সংক্ষিপ্ত, আমাদের পৃথিবীতে সময় আসলেই খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অনিশ্চিত তা আমরা আমাদের প্রিয়জনদের কাছে থাকি বা তাদের কাছ থেকে দূরেই থাকি না কেন। এই পৃথিবী সেই আসল জায়গা নয় যেখানে আমরা আমাদের প্রিয়জনদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে বাস করতে পারব। কেবলমাত্র স্বর্গেই পরিত্রাত আত্মাগুলো একসাথে বাস করবে এবং তারা কখনো বিচ্ছিন্ন হবেনা।

৪) তিনি তাদের আর একবার দেখার জন্য মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। "*অতিশয় আকাঙ্ক্ষা সহকারে তোমাদের মুখ দেখবার জন্য আরও বেশি যত্ন করেছিলাম (১৭ পদ)*। আর তাই পৌল আশা করছিলেন অন্তত তাদের এই বিচ্ছেদ হবে স্বল্প সময়ের জন্য। তার ইচ্ছা এবং আকঙ্ক্ষা ছিল যেন তারা আবার থিষলনীকীয়াতে যেতে পারেন। কিন্তু কর্তব্যরত লোকেরা তাদের সময়ের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়, পৌল নিজেও আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কিন্তু তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। তিনি আরও বলেছিলেন, শয়তান তাকে ফিরে যেতে বাঁধা দিচ্ছে (১৪ পদ)। এর অর্থ হতে পারে এক বা একাধিক শত্রু বা মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু যে কিনা পৌলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আর তা এমনই এক সময়ে যখন পৌল থিষলনীকীয়তে যেতে চেয়েছিলেন এবং তাদের সাথে তার মিলেত হওয়াটা জরুরী বলে মনে করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, শয়তান ঈশ্বরের কাজের চিরশত্রু। ঈশ্বরের কাজের বিরোধিতা করার জন্য তার পক্ষে যা সম্ভব, তার সবই সে করে।

৬) তিনি তাদের নিশ্চিত করেন যে, যদিও তিনি তাদের সাথে তখন পর্যন্ত সাক্ষাৎ করতে পারেন নি, তথাপি তাদের জন্য তার তীব্র অনুরাগ রয়েছে। তাইতো তাদের সাথে তিনি পুনরায় দেখা করতে চান। তারা ছিল তাঁর আশা, আর আনন্দ এবং গৌরবমুকুট, তাঁর *গৌরব ও আনন্দভূমি*। এটা ছিল তাদের প্রতি তাঁর সুতীব্র ভালবাসা এবং অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ। এটা খুবই সুখকর হয়ে ওঠে যখন প্রচারক এবং বিশ্বাসীরা একই ভালবাসায় সিক্ত হয় এবং বিশেষভাবে যদি তারা একত্রে ঈশ্বরের গৌরব করে। বিশেষভাবে তাদের এই কথা মনে করে আনন্দ করা উচিৎ যে, খ্রীষ্টের আগমনের পর তাঁরই উপস্থিতিতে যারা রোপন করে এবং যারা ফসল কাটে তাদের এক সাথে আনন্দ করবে।

পৌল এখানে তাদের ভালভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের কাছে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি, তিনি তাদের সাথে দেখাও করতে পারেন নি, কিন্তু খ্রীষ্ট নিশ্চই আসবেন। এতে কোন শক্তিই বাঁধা দিতে পারবে না। আর তিনি যখন আসবেন, সকলকেই তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং নতজানু হতে হবে। সকল প্রচারক বা সাধারণ মানুষকে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে আর সেই মহান এবং গৌরবোজ্জল দিন যারা বিশ্বস্ত বিশ্বাসী থাকবেন তারা হবেন বিশ্বস্ত প্রচারকদের জন্য আনন্দ এবং গৌরবস্বরূপ।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে পৌল থিষলনীকীয়দের প্রতি ভালবাসার আরও কিছু প্রমাণ দিয়েছেন, তীমথিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন, সেই সাথে তাদেরকে প্রভুর ইচ্ছানুসারে চলার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন (৪-৫)। তীমথি ফিরে আসায় তিনি আরও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি যে সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন সেজন্য আনন্দিত হয়েছেন (৬-১০)। অবশেষে তিনি তাঁর উৎসাহমূলক প্রার্থনার দ্বারা অধ্যাটি সমাপ্ত করেছেন (১২)।

১ থিষলনীকীয় ৩:১-৫ পদ

উক্ত পদগুলোতে পৌল তীমথিকে থিষলনীকীয়তে পাঠানোর উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। যদিও তিনি নিজে সেখানে যেতে পারেননি, তবুও তাঁর ভালবাসা এতই বেশি ছিল যে তিনি তীমথিকে না পাঠিয়ে পারলেন না। যদিও তীমথির পৌলের সাথে থাকা দরকার ছিল, তিনি সহজে তাঁকে ছাড়তে চাননি, তারপরও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন আর তাদের মঙ্গলের জন্য তিনি একাই আথীনীতে রয়ে গেলেন। লক্ষ্য করি, এই প্রেরিতগণ সেই সকল লোকদের মাঝে কাজ করার জন্য, তাদের মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত সময়ে এত বেশি কিছু করেছেন যে, পরিশেষে তাদের কেউ যেন প্রেরিতদের অস্বীকার করতে না পারে। লক্ষ্য করি–

১. একটি উপাধি তিনি দিলেন (২ পদ); আমাদের ভাই তীমথিকে পাঠালাম। কোন কোন স্থানে তিনি তাঁকে সন্তান বলেও সম্বোধন করেছেন; এখানে বলেছেন ভাই। তীমথি ছিলেন পৌলের তুলনায় বয়সে অনেক ছোট, সদাপ্রভুর দয়ার দান ও অনুগ্রহ লাভেও পিছিয়ে, পৌল ছিলেন একজন প্রেরিত অন্যদিকে তীমথি মাত্র একজন প্রচারকদের; তারপরও পৌল তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। এটা ছিল পৌলের নম্রতার বহিঃপ্রকাশ, আর তিনি চেয়েছেন যেন মণ্ডলীগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তিনি তাঁকেও সদাপ্রভুর একজন প্রেরিত বলেছেন। এখানে দেখি যে, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের সহকর্মী হল ঈশ্বরেরই সহকর্মী, যেন সদাপ্রভুর রাজ্য মানুষের মধ্যে স্থাপিত হয়। তাঁকে পৌল বলেছেন– “খ্রীষ্টের কাজে আমার সহকর্মী”। লক্ষ্য করি, সুসমাচরের কর্মীগণ তাদের নিজেদের সদাপ্রভুর আঙ্গুর ক্ষেতের মজুর বলে পরিচয় দিয়েছেন; তাদের একটি সম্মানের কার্যালয় রয়েছে, তারা কঠোর পরিশ-ম করে ও উত্তম ফল উৎপাদন করে। এই কথা সত্যি যে, যদি কেউ মণ্ডলীর পরিচালক হতে চায় তাহলে সে একটা ভাল কাজই করার ইচ্ছা করে (১ তীমথিয় ৩:১)। পরিচালকগণ একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ এবং পরস্পরের হাতকে শক্তিশালী করা উচিৎ, কিন্তু একে অপরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বি হওয়া উচিৎ নয় বরং প্রতিযোগিতা থাকা উচিৎ তাদের নির্ধারিত কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য যেমন সদাপ্রভুর বাক্যকে ব্যাপকভাবে

ছড়িয়ে দিয়ে বাক্যের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষকে জয় করা, যারা বাক্যকে গ্রহণ করবে এবং বাক্যের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত জীবন-যাপন করবে।

২. পরিশেষ এবং তীমথিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য; যেন তিনি তোমাদের বিশ্বাসে স্থির রাখতে ও উৎসাহ দিতে পারেন (২ পদ)। পৌল তাদেরকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে পরিবর্তীত করেছিলেন, আর এখন তিনি চান যেন তারা সেই বিশ্বাসের প্রতি নিশ্চিত হতে পারে। লক্ষ্য করি, আমরা যত উৎসাহী হব ততই নিশ্চয়তা লাভ করবো কারণ যখন আমরা সদাপ্রভুর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাব তখনই আমরা সেখানে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারব যেন ঐ আনন্দ সবসময় আমাদের মাঝে উথলে পরে। পৌলের লক্ষ্য ছিল যেন থিষলনীকীগণ বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পারে এবং তারা তাদের বিশ্বাসের ফল চিন্তা করে উৎসাহ পায়; যেমন সুসমাচারের সত্যতা, বিশেষভাবে খ্রীষ্টই হল এই জগতের ত্রাণকর্তা, তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও উত্তম ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত, যেন তারা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারে। তাদের বিশ্বাসের প্রতিদান হিসেবে যা তারা পেয়েছিল তা ছিল তাদের ক্ষতির তুলনায় বহুগুণে লাভজনক; তাদের শ্রমের তুলনায় অনেক মূল্যবান পুরস্কার।

৩. যে বিষয়টি তীমথিকে পাঠানোর জন্য পৌলের মনকে প্রভাবিত করেছিল তা হল একটি বিষয় সমাপ্ত করা; যেমন দেবতা ভীতি বা সন্দেহ, যাতে তারা খ্রীষ্টের বিশ্বাস ত্যাগ করে আবার পুরোনো জীবনে ফিরে না যায়। তিনি আকাঙ্খা করেছিলেন যেন তাদের মধ্য থেকে একজনও হারিয়ে না যায় বা বিশ্বাস ত্যাগ না করে পরে ধর্মদ্রোহী না হয়। এবং এখনো তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট রয়েছে এবং তার ফলে তারা ভীত হয়েছে।

সেখানে বিপদজনক অবস্থা ছিল;

[১] সেই দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ছিল সুসমাচারের কারণে (৩ পদ)। এই থিষলনীকীগণ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, প্রেরিতগণ এবং সুসমাচার প্রচারকদেরগণ কত নির্যাতনের সম্মুখিন হয়েছিলেন। এটি তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারত; এবং যারা তাদের সাথে সুসমাচারে বিশ্বাস করেছে তাদের উপরও নির্যাতন এসেছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, থিষলনীকীগণও একই নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল।

[২] শয়তানের প্রলোভন দেখানো ও বিদ্বেষের কারণ। পৌল ভয় করেছিলেন যে, শয়তান যে কোন উপায়ে তাদের লোভে ফেলতে পারে (৫ পদ)। শয়তান হল চালাক এবং অক্লান্ত প্ররোচনাকারী যে সবসময় সুযোগ খোঁজে যেন আমাদেরকে প্রতারিত করে ধ্বংস করতে পারে, আমাদের সকল সুযোগ কেড়ে নিতে পারে, যখনই আমরা সফলতার দিকে এগিয়ে যাই ঠিক তখনই। আর শয়তান তাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই সফল হয় যারা খ্রীষ্টকে স্বীকার করার ফলে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। অনেক সময় মানুষের মনকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয় এই যন্ত্রণা ভোগের সময়ে। এই কারণে আমাদের উচিৎ যেন আমরা আমাদের নিজেদের জন্য ও অন্যদের জন্য আকাঙ্খিত হই যেন আমাদের একজনও শয়তানের ফাঁদে

পতিত না হয়।

পরিশেষে, পৌলের ভয় করার কারণ হল যেন তাঁর পরিশ্রম বৃথা না যায়। আর এটা এভাবেই বিফল হয় যদি শয়তান তাদের প্রলোভিত করে আর তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয় ও তাদের বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নিতে পারে। এর ফলে, তারা হারাতে পারে যা তারা বহু নির্যাতন সহ্য করে অর্জন করেছে, আর পৌল হারাতে পারে তাঁর পরিশ্রমের ফল। লক্ষ্য করি, এটি হল উত্তম ফল নষ্ট করা ও সুসমাচারের প্রভাব ধ্বংস করার জন্য শয়তানের একটি প্রক্রিয়া। শয়তান যদি প্রেরিতদের প্রচার কাজে বাঁধা দিতে সক্ষম না হয়, তখন সে ঐ কাজের ফল ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কেউই স্বেচ্ছায় শ্রম বৃথা যেতে দিতে চায় না; আর পরিচালকগণ বৃথাই তাদের শ্রম ও ঘাম ঝরায় না।

পৌলের ভাষ্যমতে, এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ও এর মন্দ প্রভাব এড়ানোর জন্যই তিনি তীমথিকে পাঠিয়েছেন।

(১) তাদেরকে স্মরণ করানো যে, দুঃখ-কষ্ট আসবেই, আর পৌল তাদের সঙ্গে থাকতেই সেটা তাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন (৪ পদ), তিনি বলেছেন (৩ পদ), "তোমরা নিজেরাই জান যে, দুঃখ-কষ্ট আমাদের জন্য ঠিক করাই আছে।" তাই সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ও ইচ্ছায় সে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে। তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট হঠাৎ করে আসে না বা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারে আসে না, শয়তানের কোন অভিশাপের ফলও নয়, এটি হল সদাপ্রভুরই নির্ধারণ করা। এসব কিছু ঘটে সদাপ্রভুর ইচ্ছায়, আর তারা জানে যে, পৌল একথা তাদের পূর্বেই অবগত করেছিলেন, যেন দুঃখ-কষ্ট আসলে পর তারা সেটাকে আশ্চর্য বা অদ্ভুত কিছু বলে মনে না করে, আর যেহেতু তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সুতরাং তারা যেন প্রতিরোধের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে পারে। এখানে লক্ষ্য করি, এখানে পৌল জাগতিকভাবে ধর্মীয় সফলতা লাভ করার জন্য সাধারণ লোকদের মাঝে কোন চাটুকারিতার আশ্রয় নেয়নি, তিনি পরিষ্কারভাবে তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা অবশ্যই নির্যাতিত হবে। আর এখানে তারা তাদের প্রধান গুরুকে অনুসরণ করেছে। এছাড়া এটি তাদের বিশ্বাসের প্রমাণও হতে পারে, যখন তারা নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে তখন তারা স্মরণ করেছে যে, এটি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

(২) পৌল তাদের বিশ্বাসের কথা জেনেছিলেন, তীমথি সম্ভবত জানিয়েছেন যে, তাদের সকল যন্ত্রণার মধ্যেও তারা এখনো বিশ্বাসে অটল রয়েছে, যেখানে তাদের বিশ্বাস দুর্বল হোক আর না-ই হোক, তাদের বিশ্বাস যদি পতিত না হত তারা শয়তান ও তার সকল প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত; তাদের বিশ্বাস হত ঢালস্বরূপ যা দ্বারা তারা শয়তানের সমস্ত জলন্ত তীর নিভিয়ে ফেলতে পারত (ইফিষীয় ৬:১৬)।

১ থিষলনীকীয় ৩:৬-১০ পদ

এখানে থিষলনীকীয়দের সুসংবাদ নিয়ে তীমথির ফিরে আসার দরুন পৌলের মনের সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, এটা আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখব–

১. শুভ সংবাদের দ্বারা তীমথি তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (৬ পদ)। প্রশ্নাতীতভাবেই তিনি একজন উত্তম বার্তাবাহক। বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে হয় যে, তারা বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল, মনের দিক তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি, অথবা সুসমাচার থেকে তারা অন্যত্র ফিরে যায়নি। তাদের ভালবাসাও সজীব ছিল, তাদের ভালবাসা ছিল সুসমাচারের প্রতি ও সুসমাচার প্রচারকদের প্রতি। এজন্য তারা ভালবাসার মনোভাব নিয়ে সব সময় তাদের স্মরণ করতো। পৌলের নামটাই ছিল তাদের কাছে প্রিয়, তাদের মনের চেতনা, আর তাদের কাছ থেকে তারা যা পেয়েছিল তা ছিল খুবই মূল্যবান, তারা আশা করেছে যে, তাদের সাথে যেন পৌলের আবার দেখা হয় আর তারা কিছু আত্মিক উপহার লাভ করতে পারে, পৌল যেরূপ আশা করেছিলেন তাদের মধ্যে সেই ভালবাসার কোন অভাব ছিল না। যখন পরিচালক ও সাধারণ লোকদের মধ্যে ভালবাসা থাকে তখন সেটি হয় অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এই ভালবাসাই ধর্মকে চালিয়ে নেয় এবং সুসমাচারকে সফল করে। যেহেতু এই জগৎ তাদের ঘৃণা করে তাই তাদের উচিৎ একে অন্যকে ভালবাসা।

২. পৌল সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের মধ্যে এই বিষয়গুলো আছে জেনে (৭,৮ পদ); "এইজন্য ভাইয়েরা, তোমাদের বিশ্বাসের কথা শুনে আমাদের সকল যন্ত্রণা কষ্টের মধ্যেও আমরা সান্ত্বনা পাচ্ছি।" পৌল নিজের ভেতর থেকে অনুভব করেছেন যে, তাদের এই সংবাদ তাঁর দুঃখের সময় সান্ত্বনা দানের জন্য যথেষ্ট। তার কাজের স্বার্থকতা এবং তিনি যাদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাদের জীবনের দৃষ্টান্ত তাঁকে সকল যন্ত্রণা সহ্য করতে, প্রতিরোধ করতে সহজ করে তুলেছিল। আর তাঁর মনে যে দুশ্চিন্তা ছিল, হয়তো তাঁর পরিশ্রম বৃথা হয়েছে সেই দুশ্চিন্তা সান্ত্বনায় পরিবর্তীত হয়েছে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাদের বিশ্বাস রয়েছে এবং বিশ্বাস অনুসারে জীবন-যাপন করছে। এটা পৌলকে নতুন জীবন ও নতুন শক্তি দিয়েছে এবং প্রভুর কাজে তাঁকে আরও শক্তিশালী ও কর্মঠো করে তুলেছে। এভাবে তিনি শুধু সান্ত্বনাই পাননি কিন্তু অনেকটা উপভোগ করেছেন। প্রভুর উপর তোমাদের বিশ্বাস স্থির থাকলেই আমাদের জীবন ধন্য (৮ পদ)। প্রেরিত পৌলের কাছে এটি একটি মরণ চ্যালেঞ্জের মত; যদি তারা বিশ্বাসে স্থির না থাকে বা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তাহলে পৌলের উৎসাহ ও সান্ত্বনা পাওয়ার আশার বাতি নিভে যায়।

৩. এর প্রভাব ছিল ধন্যবাদ করা ও তাদের পক্ষে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করার মত। লক্ষ্য করি,

(১) পৌল কতটা কৃতজ্ঞ হয়েছিল (৯ পদ)। তিনি আনন্দে পূর্ণ হয়েছিলেন, সদাপ্রভুর প্রশংসা ও ধন্যবাদ করেছিলেন, যখন আমরা অনেক আনন্দে থাকি তখন আমাদের অনেক

কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ, যে কারণে আমরা আনন্দিত হয়েছি তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ। এটি হল সদাপ্রভুর সামনে আমাদের আনন্দকে আত্মিক আনন্দে পরিণত করা। পৌল বলেছেন, থিষলনীকীয়দের নিয়ে তাঁর মনে যে আনন্দ তার বদলে কিভাবে যে সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার তার ভাষা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি সজাগ ছিলেন যে, ভাইদের কাছ থেকে যে আনন্দ ও শান্তি পৌল পেয়েছেন তার গৌরব সদাপ্রভু পাবেন। তাঁর অন্তর ভাইদের ভালবাসা ও সদাপ্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়েছিল। তিনি যতদূর সম্ভব তাঁর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন। এমন অবস্থায় সদাপ্রভুর প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট ছিলনা। কিন্তু এই জগতে বেঁচে থাকার সময়ের চেয়ে যখন আমরা স্বর্গে যাব তখন আরও উত্তমভাবে এই কাজ করতে পারব।

(২) তিনি তাদের জন্য দিন-রাত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন (১০ পদ); বিকেলে বা সকালে বা দিনে অনেক বার, তাঁর কাজের মধ্য বিরতির সময়, বা রাতের ঘুমের মাঝেও তাঁর অন্তর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনার জন্য জেগে উঠতো। এইভাবে আমাদেরও প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করা প্রয়োজন। আর পৌলের প্রার্থনা ছিল উৎসাহমূলক। তিনি আন্তরিকতার সাথে অতিমাত্রায় প্রার্থনা করতেন। লক্ষ্য করি, আমরা যখন কৃতজ্ঞ হই তখন আমাদেরকে প্রার্থনায় নিয়োজিত হওয়া উচিৎ, আমাদের যা কিছু আছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাতেও আমাদের প্রার্থনা করা দরকার। আমরা যাদের জন্য আনন্দিত হই আর যিনি আমাদের সান্ত্বনার উৎস তাঁকে কখনো ভুলে যাওয়া আমাদের উচিৎ নয়, যেহেতু এই জগৎ হল অসম্পূর্ণ এবং পরীক্ষার জগৎ। এখনো তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কিছুটা অভাব রয়েছে; পৌল আশা করেন সেই অভাব যেন পূরণ হয় এবং তাদের সাথে যেন সাক্ষাৎ করতে পারেন। লক্ষ্য করি,

[১] তাদের বিশ্বাসের মধ্যে যে এখনো কিছুটা অভাব রয়েছে এটি হল তাদের একটি ভাল দিক। যদি এমন না হত তাহলে ধারণা হত যে, তাদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে বা তারা পৌলের ধর্মীয় মতবাদ পরিষ্কারভাবে বুঝেনি বা মতবাদ বিশ্বাসযোগ্য ছিলনা, হয়তো এখনো তারা বিশ্বাসে পরিষ্কার নয় বা তাদের সন্দেহ আছে, এখনো তাদের মাঝে অন্ধকার বাস করছে, অথবা অন্তত তার এমন সন্দেহে আছে যে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস তাদের এমন সান্ত্বনা দেয়না ঠিক তারা যতটা আশা করেছিল।

১ থিষলনীকীয় ৩:১১-১৩ পদ

উপরের পদগুলোতে আমরা পৌলের সততাপূর্ণ প্রার্থনা লক্ষ্য করি; তিনি থিষলনীকীয়দের প্রতি আরও কিছু বিষয় আকাঙ্খা করেছেন; আর যখন বিশাল দূরত্ব থাকে তখন শুধু একটি উপায় থাকে তা হল তাদের জন্য প্রার্থনা করা এবং তাদের কাছে পত্র পাঠানো। তিনি আশা করেন যেন তাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণ হয়, তাঁর কারণে বা তাঁর কথায় নয়, কারণ তিনি তাদের বিশ্বাসের উপর কর্তৃত্ব করার বা ক্ষমতারোপ করার চেষ্ঠা করেননি। তাই এই অধ্যায়ের

শেষে তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। লক্ষ্য করি,

১. যাদের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখি; যেমন মহান ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট যীশু। ধর্মীয় উপাসনার একটি অংশ হল প্রার্থনা আর সকল ধর্মীয় উপাসনা হল শুধুমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার অর্থ হল একই পিতা ও প্রভু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করা। যদিও মহান ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর সেই একমাত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টই সেই ঈশ্বর। তাই খ্রীষ্ট তার শিষ্যদের প্রার্থনা করা শিক্ষা দিয়েছেন যেন পবিত্র আত্মা নিজেও তাদের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেন এবং পিতা বা আব্বা ঈশ্বর বলে চিৎকার করে ডাকেন। প্রার্থনা শুধুমাত্র খ্রীষ্টের নামে সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গ করাই শেষ নয় বরং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা হিসেবে খ্রীষ্টের কাছেই উৎসর্গ করা প্রয়োজন।

২. তিনি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নিজের জন্য, তাঁর সহকর্মীদের জন্যও থিষলনীকীয়দের পক্ষে প্রার্থনা করেছেন–

(১) তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন পৌল ও তাঁর সহকর্মীগণ সুস্থভাবে সদাপ্রভুর ইচ্ছায় তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন, যেন তাদের সমস্ত পথে তিনি পরিচালনা দেন (১১ পদ)। এখানে-সেখানে একটি ভ্রমণে যাওয়ার জন্য কেউ কেউ মনে করতে পারে এটি পুরোটাই নির্ভর করে তার ইচ্ছার উপর যে ভ্রমণে যাবে। ঠিক যেন পৌলের সেখানে থিষলনীকীতে যাওয়ার জন্য সদাপ্রভুর কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করার দরকার নেই। কিন্তু পৌল জানতেন যে, সদাপ্রভুর মধ্যে আমরা বাস করি, চলাচল করি, তাঁর মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকি, ঐ আশ্চর্য তদারককারী আমাদের সকল বিষয়ে নির্দেশনা দেন, আর আমরা সফল হয়ে তাঁরই কাছে ফিরে যাই। আমরা যেখানেই যাই বা যে কাজই করিষ্থীয় না কেন সেখানেই পিতা-ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু যিনি অনন্য চরিত্রের অধিকারী তিনিই তাঁর বিশ্বস্ত দাসদের কাজের পরিচালনা দেন; তিনি তারাগুলোকে ডান হাতে ধরে আছেন, আসুন আমরাও স্বীকার করিষ্থীয় যে, সদাপ্রভু সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সমস্ত পথে পরিচালনা দিবেন।

(২) তিনি থিষলনীকীয়দের সফলতা লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। তাদের কাছে যাওয়ার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে আসুক বা নাই আসুক, তবুও তিনি তাদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন। তিনি দু'টি বিষয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন, যে বিষয় দু'টি নিয়ে আমাদের নিজেদের জন্য ও আমাদের বন্ধুদের জীবনেও আমরা আকাঙ্খা করতে পারি;-

[১] যেন তারা ভালবাসায় উপচে পড়ে (১২ পদ), তাদের নিজেদের পারষ্পারিক ভালবাসা এবং সকলের প্রতি ভালবাসা। লক্ষ্য করি, একে অন্যের প্রতি ভালবাসা প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবনেও থাকা দরকার। একে অন্যকে ভালবাসবে এখানেই শেষ নয়, যেন তারা সেবার জন্য ও সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালবাসতে পারে। ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে আর এটি খ্রীষ্টের সুসমাচার ও আইন-কানুনের পূর্ণতা দেয়। তীমথি

তাদের বিশ্বাসের বিষয়ে ভাল সংবাদই এনেছিলেন, যদিও সেখানে কিছু বিষয়ের অভাব ছিল। আর এ বিষয়টি হল 'ভালবাসা' এবং পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যেন তা বৃদ্ধি পেয়ে উপচে পড়ে। লক্ষ্য করি, সমস্ত অনুগ্রহে আমাদের বেড়ে উঠার কারণ রয়েছে, এবং সবকিছুতে বেড়ে উঠার জন্য আত্মিক প্রভাব প্রয়োজন আর তা লাভ করার একমাত্র উপায় হল প্রার্থনা। আমরা সদাপ্রভুর হাতে ধরা, আমাদের জীবনের জন্য যা তিনি প্রথমে দিয়েছেন শুধু তার জন্য নয়, কিন্তু সেগুলো নিত্য-দৈনন্দিন বৃদ্ধির জন্যই তিনি আমাদের ধরে রাখেন। আর আমাদের প্রার্থনায় আমাদের শ্রম দিতে হবে এই বিষয়ে থিষলনীকীগণকে জাগিয়ে তুলতে পৌল তাদের প্রতি ভালবাসায় উপচে পড়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমরা যতই তাঁর কাছে প্রিয় হব, আমাদের ততই নম্র হওয়া উচিৎ।

[২] যেন তারা পিতা-ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ ও পবিত্র হতে পারে (১৩ পদ)। এই আত্মিক লাভের উল্লেখ করা হয়েছে একটি ক্রমবৃদ্ধিমান ও উপচে পড়া ভালবাসার প্রভাব হিসেবে; বিশেষভাবে ভালবাসার দান হিসেবে, ঠিক যতই আমরা এই ভালবাসাকে বুঝব ও এর মধ্যে বাস করবো। এই বিষয়টিও লক্ষ্য করি, যারা স্বর্গে যাবে তাদের সকলের জন্যই পবিত্রতা প্রয়োজন, একই সাথে নিখুঁত হওয়াও দরকার; সেহেতু সকল বিষয়ে আমাদের এমন আচরণ করা উচিৎ যেন কেউ আমাদের দেখে খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের নিন্দা করতে না পারে, যেন নিজেদেরকে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত করতে পারি। সদাপ্রভুর সামনে আমরা যেন নিঁখুত হতে পারি, এমনকি পিতার সামনে এখন এবং সেই সময় তাঁর গৌরবময় সিংহাসনের সামনে যেন নিঁখুত হয়ে উপস্থিত হতে পারি যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্র লোকদের নিয়ে মহা প্রতাপে আবার এই পৃথিবীতে আসবেন। লক্ষ্য করি,

(১) খ্রীষ্ট যীশু হঠাৎ করেই আসবেন এবং তিনি মহিমার সাথে আসবেন।

(২) যখন তিনি আসবেন তখন তার পবিত্র লোকেরাও তাঁর সাথে আসবেন; তারা তাঁর সাথে মহিমার সাথে আসবেন।

(৩) তারপর তাঁর মহত্ব ও পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হবে, কারণ তাছাড়া কোন আত্মাই সেখানে স্থায়ী হতে পারবে না, কেউই সেই অবস্থায় সময় নির্দোষ হওয়ার সুযোগ পাবেনা এবং সদাপ্রভুর চিরকালের চূড়ান্ত বিচার থেকে রেহাই পাবে না।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়ে পবিত্রতায় প্রাচুর্যপূর্ণ হয়ে থাকবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়েছে। অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সাবধান করার জন্য পৌল বেশ কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেন (১-৮ পদ)। তারপর তিনি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসায় যে দায়িত্ব রয়েছে তা উল্লেখ করেন এবং আমাদের আহ্বানের প্রতি পরিশ্রমী এবং স্থির থাকতে বলেন (৯-১২ পদ)। পরিশেষে যেসব ভাইয়েরা ঈশ্বরের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের যে আত্মীয়-স্বজন ও ভাইয়েরা শোক করছেন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি এই অধ্যায়ের সমাপ্ত করেন (১৩-১৮)।

১ থিষলনীকীয় ৪:১-৮ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই,

প্রথমত, পবিত্রতায় পরিপূর্ণ থাকবার জন্য উপদেশ, যা ভাল সেই পথে আরও বেশি করে সেইভাবে চলবার উপদেশ (১,২ পদ)। এখানে আমরা লক্ষ্য করি,

১. যে প্রক্রিয়ায় পৌল সেই উৎসাহ দিয়েছিলেন– খুবই আন্তরিকভাবে। প্রেরিত তাদেরকে ভাই হিসেবে অনুরোধ করেছেন, তিনি তাদের সম্বোধন করেছেন *ভাইয়েরা* বলে এবং তাদের সেইভাবেই অত্যন্ত ভালবেসেছেন। কারণ, তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা খুবই মহান ছিল, তিনি তাদের আন্তরিকভাবে বলেন: "*আমরা তোমাদেরকে বিনয় করছি, উৎসাহ দিয়ে বলছি*", পৌল একেবারেই প্রত্যাখাত হতে চাননি, তাই তিনি বারবার এই উদ্দোমে তাদের উৎসাহ প্রদান করলেন, বিরত হলেন না।

তাঁর উৎসাহের বিষয়বস্তু– যেন তারা তাদের পবিত্র যাত্রা পথে পবিত্রতাকে আরো বেশি বেশি করে আকড়ে ধরে এবং ভাল কাজে, সমস্ত ভাল বিষয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। তাদের সুনাম এরই মধ্যে বাইড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। থিষলনীকী মণ্ডলী অন্যান্য মণ্ডলীর জন্য অনুকরণীয় ছিল। তারপরও পৌল তাদেরকে আরো পবিত্র হতে বলেন এবং অন্যদেরকে আরো ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করেন। লক্ষ্য করুন,

১) যারা অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যায়, তাদের উৎকর্ষতায় শীঘ্রই ঘাটতি পরে। আমাদের এক্ষেত্রে যা করতে হবে তা হল *পেছনের সব কিছু ভুলে গিয়ে সামনে যা আছে তার দিকে এগিয়ে যেতে হবে*।

২) শুধু সুসমাচারের শিক্ষায় পরিপূর্ণ থাকলেই চলবেনা, বরং আমাদেরকে সেই সাথে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথ কাজেও পরিপূর্ণ হতে হবে। নিজেদেরকে শেষ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে

রাখাটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, সেই সাথে আমাদের বেড়ে উঠতে হবে, ঈশ্বরের সাথে আরও ঘনিষ্টভাবে চলাফেরা করতে হবে।

৩) যেসব যুক্তি ও যেসব মাধ্যমে প্রেরিত তাঁর উপদেশগুলোকে আরও জোরদার করলেন:

ক) তাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। তারা তাদের সদাপ্রভুর ইচ্ছা জানত এবং তা এড়ানোর মত কোন অযুহাতই তাদের ছিলনা। এখন চর্চার অভাবে জ্ঞানের সাথে সাথে বিশ্বাসেরও মৃত্যু ঘটেছে। যারা প্রথমে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের পথে এসেছিল তাদের কাছ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং শিখেছিল *কিভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে চলতে হয়*। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের শিক্ষা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে সাজানো হয়নি, যার দ্বারা মানুষ শুধু কিসের উপরে বিশ্বাস করতে হবে তা শিখতে পারে, কিভাবে তাদের জীবন যাপন করা উচিৎ সে সম্পর্কেও সুসমাচার শিক্ষা দেয়। মানুষের জীবন শুধুমাত্র তাদের চিন্তা এবং ভাবাবেগ দিয়ে পরিচালিত করলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। কিভাবে ভাল করে কথা বলতে হয় পৌল তা তাদের শেখান নি। তিনি তাদের শিখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয়। ভাল জীবন যাপন না করে শুধু ভাল কথা বললেই আমরা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবো না। যারা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন কাটায় তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– *তারা পাপ-স্বভাবের পেছনে চলেনা, পবিত্র আত্মার পেছনে চলে*।

খ) খ্রীষ্ট যীশুর নাম এবং কর্তৃত্ব নিয়ে তিনি আরেকটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের প্রচারক এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সকলের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা এবং আদেশ ঘোষণা করেছেন।

গ) আরেকটি যুক্তি হল– যেন তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। যেন তারা পবিত্রতায়, মহিমান্বিত এবং পবিত্র ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে ঈশ্বরের পথে চলতে পারে। প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরই এই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর গ্রহণযোগ্য হওয়া। আমাদের জগৎকে এবং জগতের মানুষকে সন্তুষ্ট করলে চলবে না। আমাদের অবশ্যই এমনভাবে চলতে হবে যেন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

ঘ) যে নিয়ম অনুসারে তাদেরকে চলতে হবে এবং কাজ করতে হবে– *প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে তাদেরকে যে সব আদেশ দেয়া হয়েছে সেই অনুসারে*। প্রভু যীশু নিজে যে আদেশগুলো দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছ থেকে দেয়া দিক নির্দেশনা এবং কর্তৃত্ব তাঁর নিজের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টে প্রেরিতদের তিনিই নিযুক্ত করেছিলেন যেন তাঁরা শুধু লোকদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, খ্রীষ্ট যীশু তাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা যেন তারা অনুসরণ করে (মথি ২৮:২০)। খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রেরিতেরা দায়িত্ব পেয়েছিলেন আর সেই দায়িত্ব ছিল খ্রীষ্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন তা লোকদের শিক্ষা দেয়া, কোন নতুন শিক্ষা তৈরি করা নয়, বা তাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা উপস্থাপন করা নয়। তারা তাদের অধীনস্ত লোকদের সাথে মনিবের মত আচরণ করেননি (১ পিতর ৫:৩)। কাজেই পৌল থিষলনীকীয়দের কাছে অনুরোধ করতেই পারতেন, কারণ তারা এটা জানতো যে, তিনি

তাদের যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা তিনি অন্য কারো কাছ থেকে নয় বরং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, পৌল আমাদেরকে সমস্ত রকম অশুচি থেকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। অশুচিতা থেকে পবিত্রীকরণ হওয়ার ক্ষেত্রে পৌল তাদেরকে পবিত্র পথে অগ্রসর হবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সতর্কতার কথা বলেছেন এবং তা বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা বেশ দৃঢ়ভাবে জোরদার করেছেন।

১. বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ *কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমরা পবিত্র হও, অর্থাৎ তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাক (৩ পদ)*, এই পদের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি সমস্ত রকম অশুচিতা, তা যাই হোক না কেন, তা হোক বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থায়। এর মধ্যে অবশ্যই ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত কারণ এর বিষয়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। সেইসাথে অন্যান্য অশুচিতা যদিও নিষিদ্ধ কিন্তু ব্যভিচার খুবই লজ্জার বিষয় যা মুখেও আনা যায়না, কিন্তু এই পাপটি আমাদের মধ্যে অনেকেই গোপনে করে থাকে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল এই পাপটি আমাদের অন্তর, কথা ও আচরণের কৌমার্য, মোশির দশ আজ্ঞা এবং যে পবিত্রতা সুসমাচার প্রত্যাশা করে তার সাথে বিরোধপূর্ণ।

২. এই সতর্কতার পেছনে নানা রকম যুক্তি রয়েছে যেমন প্রথমতঃ এই বিশেষ পবিত্রকরণ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা (৩ পদ)। ঈশ্বর ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন সবাই পবিত্র হই, কারণ– যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তিনি পবিত্র এবং আমরা পবিত্র আত্মার পবিত্রকরণের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়েছি; এবং ঈশ্বর শুধু আমাদের অন্তরের পবিত্রতা চাননা, তিনি আমাদের শরীরকেও পবিত্র দেখতে চান, আর তাই আমাদেরকে আমাদের শরীর এবং মনের সব রকম অশুচি থেকে পরিষ্কৃত হত হবে (২ করিন্থীয় ৭:১)। যেহেতু শরীর ঈশ্বরের কাজের দিকে নিবিষ্ট করে রাখার কথা, সেই শরীর যখন তার জন্য আলাদা করে রাখা হয়, তখন একে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য পরিষ্কার ও পবিত্র রাখা উচিৎ। আর যেহেতু শারীরিক পবিত্রতাও পবিত্রতার একটি অন্যতম ক্ষেত্র এবং তা মোশির ব্যবস্থার জোর দিয়ে বলা আছে, সেটিও বিশ্বাসীদের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

৩. এটা বিশেষভাবে আমাদের সম্মানের জন্যঃ আমাদেরকে তা মেনে চলতে হবে (৪ পদ)। তা না করলে আমাদেরকে ভীষণ অসম্মানের সম্মুখিন হতে হবে। "তার দুর্নাম কখনো মুছে যাবেনা (হিতোপদেশ ৬:৩৩)। শরীরকে এখানে বলা হয়েছে আত্মার পাত্র। আমাদের আত্মা সেখানে বাস করে এবং তাকে অবশ্যই কামনা-বাসনা থেকে দূরে রাখতে হবে (১ শমূয়েল ২১:৫)। প্রত্যেককেই এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে কারণ সবাই তার নিজ সম্মানের মর্ম বোঝে এবং অবজ্ঞার পাত্র হতে চায়না। তাই তাকে সাবধান থাকতে হবে, তার নিকৃষ্ট ক্ষুধাকে বৃদ্ধি পেতে দেয়া যাবেনা, সেই অবদমিত ক্ষুধা যেন তার বিচারবুদ্ধি এবং জ্ঞানের উপর অত্যাচার চালাতে না পারে এবং তার আত্মাকে সেই ক্ষুধার দাসে পরিণত না করতে পারে। একটি আত্মা যখন দৈহিক কামনা এবং পাশবিক ক্ষুধার দাস হয়ে পড়ে তখন তার চাইতে আর বেশি অসম্মানের কিইবা হতে পারে?

৪. অবিশ্বাসীদের মত করে জীবন যাপন করাকে প্রশ্রয় দেয়া। “কিন্তু যারা ঈশ্বরকে জানে না, সেই অযিহূদীদের মত কামাভিলাষে নয়” অবিশ্বাসীরা, এবং বিশেষভাবে গ্রীকরা অপবিত্রতার মত কিছু সাধারণ পাপে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং তা তখনকার নিয়ম অনুসারে নিষিদ্ধ ছিলনা। কিন্তু তারা ঈশ্বরকে জানতো না, তাঁর অন্তর এবং ইচ্ছাও তারা জানতো না যেমনটি জানতো খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা, সেই ইচ্ছা হল আমরা যেন পবিত্র হই। এত তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি অবিশ্বাসীরা তাদের লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে পাপে পতিত হয়; কিন্তু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সেই অবিশ্বাসীদের অনুকরণ করে লম্পটতা করে, খারাপ কামনা-বাসনার মধ্যে থেকে, মাতলামি করে, হই-হল্লা করে এবং প্রতিমাপূজা করে চলা উচিৎ নয় (১ পিতর ৪:৩), কারণ যারা খ্রীষ্টের পেছনে এসেছে তারা তাদের পুরাতন আমিকে খারাপ কামনা-বাসনাসহ ক্রুশে দিয়ে এসেছে।

৫. অপবিত্রতার পাপ, বিশেষ করে ব্যভিচারের পাপ। এটা এমন একটা পাপ যা ঈশ্বরকে প্রতিশোধোন্মুখ করে রাখে “যেন কেউ অন্যায় করে এই ব্যাপারে কোন ভাইকে না ঠকায়” (৬ পদ) *en to pragmati*; এই ব্যপারে পৌল আগে-পরে আরো শিক্ষা দিয়েছেন। অপবিত্রতার পাপ বলতে অনেকে কেননা প্রভু এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিফল দিয়ে থাকেন; এই কথা তো আমরা আগে তোমাদেরকে বলেছি ও সাবধান করে দিয়েছি। কেউ কেউ এই পদগুলো দ্বারা মনে করে থাকেন যে, তা অন্য লোকদের প্রতি প্রতারণা, অন্যায় এবং অত্যাচারের বিষয়ে সতর্কতাস্বরূপ বা সাবধানবাণী। এই ধরনের আচরণ সম্পূর্ণভাবে সুসমাচার বিরোধী। বিশ্বাসীদের কখনোই উচিৎ নয় যাদের সাথে তারা যোগাযোগ রাখে তাদেরকে কোন বিষয়ে অন্ধকারে রাখা বা কোন কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা কিংবা মিথ্যা বলা এবং যদিও অনেকে এর চর্চা করে এবং তা গোপনই থেকে যায় এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার থেকে বেঁচেও যান কিন্তু ন্যায়পরায়ন ঈশ্বর এদের বিচার করবেন অবশ্যই। কিন্তু এর অর্থ এও বোঝা যায় যে, অপবিত্রতার পাপ আরো অনেক অন্যায় এবং ভুলের কারণ হয়ে থাকে। এটি শুধুমাত্র ব্যভিচারকে নির্দেশ করেনা (১ করিন্থীয় ৬:১৮), নিজ শরীরের বিরুদ্ধে করা অন্যান্য পাপকে নির্দেশ করে। এটি শুধুমাত্র যে পাপী ব্যক্তির শরীর এবং মনের জন্য ক্ষতিকারক তা নয়, কখনো কখনো তা মারাত্মক ধরনের ক্ষতি সাধন করে যা অন্যদের উপর অন্যায়, অত্যাচার বা ঠকানোর চেয়ে কম না এবং তা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের উপরও প্রভাব ফেলে। এই ধরণের পাপ খুবই ভয়ংকর প্রকৃতির। তাই ঈশ্বর অবশ্যই এর শোধ নিবেন। “যারা সেই দোষে দোষী, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন (ইব্রীয় ১৩:৪)”। এই কারণেই পৌল তাদেরকে আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন। এর বিষয়ে ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা রয়েছে। “মানুষ ঈশ্বরের সত্যকে অন্যায় দিয়ে চেপে রাখে, আর তাই তাঁর প্রতি ভক্তির অভাব ও সমস্ত অন্যায় কাজের জন্য স্বর্গ থেকে মানুষের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পেয়ে থাকে” (রোমীয় ১:১৮)।

৬. আমাদের খ্রীষ্টীয় আহ্বানের ক্ষেত্রে যে রকম চলার বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অপবিত্রতার পাপ তার বিপরীতে অবস্থান করে। কারণ ঈশ্বর *আমাদেরকে অশুচিতার জন্য নয়, কিন্তু পবিত্রতায় আহ্বান করেছেন* (৭ পদ)। ঈশ্বর নিয়ম সমস্ত রকম অপবিত্রতাকে

নিষিদ্ধ করে এবং সুসমাচারের চাওয়া হল সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা; এটি আমাদেরকে অবিশুদ্ধতা থেকে পবিত্রতা দিকে আহ্বান করে।

৭. ঈশ্বরের অনুশাসনকে অবজ্ঞা করা মানে স্বয়ং ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা: যে ঈশ্বরের লোকদের হেয় জ্ঞান করে সে ঈশ্বরকেও হেয় জ্ঞান করে। তারা পূর্বে হয়তো বিশুদ্ধতা অথবা পবিত্রতাকে হালকা করে দেখে থাকতে পারে কারণ তারা এর বিষয়ে তাদেরই মত লোকদের কাছ থেকে শুনেছিল। কিন্তু পৌল তাদের জানিয়েছিলেন যে, সেই শিক্ষা কোন মানুষের শিক্ষা নয়, তা সরাসরি ঈশ্বরেরই নির্দেশ এবং তা অমান্য করা মানে ঈশ্বরকে অবহেলা করা। তিনি আরো যোগ করেন, ঈশ্বর নিজের পবিত্র আত্মা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে দান করেন, সেই আত্মা কষ্টে পতিত হয় যখন আমাদের দেহ অবিশুদ্ধ হয় এবং আমাদেরকে সেই সব অশুচি থেকে দূরে সরে আসার জন্য উৎসাহিত করে। আমাদেরকে পবিত্র আত্মাকে এসব পাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে দেয়া হয়েছে যেন সেই সব পাপকে ধ্বংস করতে পারি এবং জীবন লাভ করতে পারি (রোমীয় ৮:১৩)।

১ থিষলনীকীয় ৪:৯-১২ পদ

এই পদগুলো দ্বারা প্রেরিত আমাদেরকে মহান দায়িত্বগুলোর প্রতি নির্দেশ করেন।

প্রথমত, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসার। এখানে তিনি তাদের উৎসাহ দেন যাতে তাদের ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই উৎসাহ প্রদান তিনি তাদের সৌজন্যপূর্ণ বাক্যে দেননি, বরং তিনি তাদের প্রশংসার প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন কারণ তারা আগে থেকেই তাঁর শিক্ষা পালন করার জন্য পরিচিত ছিল (৯ পদ)। কাজেই তাদেরকে সেই শিক্ষা সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন ছিলনা। কাজেই তিনি প্রথমে তাঁর ভাল মন্তব্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের অনুগ্রহভাজন হয়ে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। লক্ষ্যণীয়, অন্যদের ভাল সবকিছুই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যাতে করে আমরা তাদের প্রশংসা করতে পারি এবং এর মাধ্যমে তাদের সেই ভাল গুণাবলির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারি। লক্ষ্য করুন,

১) প্রেরিত পৌল তাদের কি বলে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তারা শুধুমাত্র নিজেদের দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের বিশেষ দয়ায় সেই শিক্ষা লাভ করেছে। তিনি এটিও পরিষ্কার করেছেন যে, তারা ঈশ্বরকে এর জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছে।

ক) এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের প্রতি বিশেভাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং এ কারণে তিনি তাদেরকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করেছিলেন; *কারণ তোমরা নিজেরা পরস্পর ভালবাসার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছ* (৯ পদ)। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনটি ভাল সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে তাদের অবশ্যই তা পালন করা উচিৎ এবং

ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা উচিৎ। আর যারাই ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে তাদের অবশ্যই অপরকে সেই শিক্ষা জানানো প্রয়োজন। এটাই ঈশ্বরের পরিবারের পোশাকস্বরূপ। আরো লক্ষ্যণীয়, আত্মার শিক্ষা মানুষের শিক্ষাকে অতিক্রম করে থাকে, আর যেহেতু ঈশ্বরের শিক্ষার বিপরীতে কোন মানুষেরই শিক্ষা দেয়া উচিৎ নয়, সেহেতু কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় ঈশ্বরের মত এত স্বার্থকভাবে শিক্ষা দেয়া। সর্বোপরি মানুষের দেয়া শিক্ষা ঈশ্বরের শিক্ষা ছাড়া সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে পরে।

খ) থিষলনীকীয়েরা যে ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল তার উপযুক্ত প্রমাণ তারা দেখাতে পেরেছিল মাকিদনিয়ার ভাইদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করার মাধ্যমে (১০ পদ)। তারা শুধু নিজেদের সমাজ, শহর এবং নিজেদের চাওয়া-পাওয়াকেই ভালবাসত না, তাদের ভালবাসা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। একইভাবে সব খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরও উচিৎ তাদের কাছের বা দূরের সকল ভাইদের প্রতি সমান ভালবাসা প্রদর্শন করা তা তারা ভিন্ন মত, ভিন্ন অঞ্চল কিংবা ভিন্ন রীতিনীতির হোক না কেন।

২) উৎসাহ প্রদান খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসার মহত্ব এবং দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে থিষলনীকীয়দের ভালবাসা সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ছিলনা, যদি তাদের তা প্রয়োজন হতো, তবে তাদেরকে অবশ্যই উৎসাহিত করার হতো এর জন্য আরো বেশি করে প্রার্থনা করতে। কেউই পুরোপুরিভাবে ভালবাসাকে ধারণ করতে পারেনা, তাদের শুধুমাত্র যা প্রয়োজন ছিল তা হল তাদের ভালবাসার বৃদ্ধি ঘটানো। যারা ভালবাসাকে ধারণ করে, তাদের তা বৃদ্ধি করা এবং শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখা জরুরী। দ্বিতীয়ত: ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি তাদের ধীরতা এবং অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে। লক্ষ্য করুন,

(১) পৌল তাদের এই দায়িত্বগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তারা যেন শান্ত থাকে (১১ পদ)। শান্তিপূর্ণ এবং শান্ত ব্যবহার সম্পন্ন হওয়া এবং ঠাণ্ডা ও ধীর মেজাজের অধিকারী হওয়া সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। এটি আমাদের এবং অন্যদের মধ্যে শান্তি আনে। কিভাবে শান্ত থাকতে হয় তা অবশ্যই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের শেখা উচিৎ। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ধৈর্যশীল হতে হবে যাতে আমরা শিখতে পারি কিভাবে আমরা শান্ত থাকতে পারি এবং আমাদের অন্তরকে স্থির রাখতে পারি, আমাদের আত্মাকে সংযত রাখার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে পারি, অন্যদের সাথে আরো শান্ত ব্যবহার করতে পারি, অথবা আমাদের ব্যবহারে যাতে নম্রতা এবং মৃদুতা থাকে, যাতে আমাদের মেজাজ শান্তিপূর্ণ থাকে, যাতে আমাদের মধ্যে বিবাদ, দ্বন্দ এবং ঝগড়া না লাগে। শয়তান আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ভীষণভাবে ব্যস্ত; সে সব সময় চইছে যাতে আমাদের অন্তর অশান্ত হয়। তাই চলুন আমরা শিখি কিভাবে শান্ত থাকতে হয়। এর পরের শিক্ষাটি হল *'নিজ নিজ কাজ করতে যত্নবান হও*। যখন আমরা এর বাইরে চলে যাই তখন আমরা নিজেদেরকে একটি অসামঞ্জস্য পরিবেশের মধ্যে নিজেদেরকে আবিষ্কার করি। যারা অন্যদের মধ্যেকার দন্দ্ব বা অশান্তি দূর করতে সব সময় ব্যস্ত থাকে তারা নিজেদের অন্তরে খুব কমই শান্তি খুঁজে পায় এবং সাধারণত প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে থাকে। এ ধরণের লোক প্রায়ই অন্যদের প্রেরণাকে অবহেলা করে থাকে তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন

করতে গিয়ে। লেখা আছে 'নিজের হাতে পরিশ্রম করতে হবে' পৌল তাদের এই নির্দেশ দেন এবং সেই একই শিক্ষা আমাদের বেলায়ও খাটে। খ্রীষ্টত্ব আমাদেরকে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয়না, বরং তাতে একাগ্র থাকতে বলে।

(২) এই উপদেশের পেছনে দু'টি যুক্তি রয়েছে, যথা:

ক) আমাদেরকে প্রশংসনীয় জীবন যাপন করতে হবে। এর মানে যারা অবিশ্বাসী তাদের সম্মুখে আমাদের সততার সাথে, শোভনভাবে এবং প্রশংসনীয়ভাবে জীবন যাপন করতে হবে (১২ পদ)। এইভাবে চললে আমরা প্রভুর বাক্য অনুসারে চলতে পারবো এবং অন্যদের সামনে তা আমাদের সম্পর্কে ভাল ফল নিয়ে আসবে এমনকি আমাদের শত্রুদের জন্যও তা ভাল ফল আনবে। লক্ষ্য করুন, যখন একটি ধর্মের বাহকেরা নম্র এবং শান্ত আত্মার অধিকারী হন এবং নিজেদের কাজে নিমগ্ন থাকেন এবং অন্যদের বাজে বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে না পরেন তখন তা সেই ধর্মের জন্য অলংকারস্বরূপ হয়।

খ) আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে হবে যেন কারো উপর নির্ভরশীল হতে না হয়। লোকেরা প্রায়ই তাদের আলস্যের কারণে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে দারিদ্রপূর্ণ করে তোলে। এরপর তারা নানাভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পরে। যখন কেউ তার নিজের কাজ নিবিষ্ট চিত্তে করে তখন তার কোন কিছুর অভাব থাকেনা এবং আরামদায়ক পরিবেশে থাকতে পারে। তারা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়না বা অবিশ্বাসীদের সমালোচনার পাত্র হয়না। তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মেটায় এবং তাদের নিজেদের কাজ করতে আনন্দ লাভ করে। এভাবে কাজ করলেই তা সুসমাচার অনুযায়ী করা হবে এবং অবিশ্বাসীদের কাছে, এমনকি শত্রুদের কাছেও তা ভাল উদাহরণ তৈরি করবে। লক্ষ্যণীয়: যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রচারকেরা নম্র এবং শান্ত হৃদয়ের অধিকারী হন, তারা যখন তাদের নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং অন্যদের ব্যক্তিগত বিষ-য়াবলী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হন, তখন তারা এই ধর্মের অলঙ্কারস্বরূপ হন।

(৩) আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে জীবন যাপন করা উচিৎ এবং আমাদের কোন অভাববোধ থাকা উচিৎ নয় (১২ পদ)। লোকেরা প্রায়ই তাদের শ্লথগতির জন্য নিজেদেরকে সংকীর্ণ পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয় এবং অভাব ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু তারা যদি নিজেদের কাজ ঠিকঠাকভাবে করে তবে তারা অবশ্যই আরামদায়কভাবে জীবন যাপন করতে পারে এবং তাদের কোন কিছুরই অভাব হয় না। তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারে এবং তা করে অনেক আনন্দও পায়।

১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৮ পদ

থিষলনীকীয়দের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকে ছিল যারা তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব প্রভুর কাছে চলে গেলে অর্থাৎ মারা গেলে শোক করতো। পৌল এই পদগুলোর মধ্য দিয়ে সেই লোকদের সান্ত্বনা দিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যেন তারা অতিমাত্রায় শোকে

কাতর এবং অত্যাধিক দুঃখে যেন ভেঙ্গে না পড়ে। মৃত ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত শোক প্রকাশ অনাবশ্যক কারণ এতে করে মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয়না, তার চেয়ে বরং আমরা আমাদের নিজেদের জন্য নূন্যতম শোক করতে পারি কারণ আমরা যে ব্যক্তিকে হারিয়েছি তাকে আমাদের মাঝে এই পৃথিবীতে আর পাবো না। কাজেই মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করার প্রয়োজন নেই কারণ সে হয়তো সানন্দেই প্রভুর কাছে চলে গেছে। এই কারণে আমরা কিছুতেই আমাদের শোককে অপরিমিতভাবে প্রকাশ করতে পারিনা, কারণ: প্রথমত, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের কোন আশা নেই (১৩ পদ)। এটা প্রায় অযিহূদীদের মত আচরণ যাদের এই জীবনের পর পরবর্তী জীবনে কোন আশাই নেই। অপরদিকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, এই জীবনের পরে একটি অনন্ত জীবনের নিশ্চিত আশা রয়েছে। সেই জীবনের আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি কখনো মিথ্য বলেন না। এই আশাই পৃথিবীতে আমাদের সমস্ত সুখ-দুঃখের বিষয়গুলোকে প্রভাবিত এবং পরিচালিত করতে পারে। আমাদের জাগতিক দুঃখ-কষ্ট কিংবা ক্রুশভোগের যন্ত্রণাকে মোছার জন্য প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের বিষয়ে যে আমরা কিছু জানিনা এটা তারই প্রতিফলন (১৩ পদ)। যারা মৃত অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কিছু কিছু বিষয় আছে যা আমরা কিছুতেই অবহেলা করতে পারি না। কারণ তাদেরকে যে স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা আমাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন, আমরা তার সম্পর্কে খুব কমই জানি এবং তাদের সাথে আমরা যোগাযোগও করতে পারিনা। মৃত্যু একটি অজানা বিষয় এবং মৃত্যুকালীন বিষয় বা মৃত্যুর পরের বিষয়াদিও বিষয়ে আমরা একটু বেশিই অন্ধকারে আছি। কিন্তু তার পরেও বিশেষভাবে যারা প্রভুতে মৃত্যুবরণ করে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন যা আমাদের কোনমতেই অবহেলা করার প্রয়োজন নেই বা উচিৎ নয়। যদি আমরা সেই বিষয়গুলো ভালমত বুঝে যাই এবং গ্রহণ করিন্থীয় তবে আমাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য তা সহায়ক হবে। সেই বিষয়গুলো হল:

১) যারা খ্রীষ্টে মৃত্যুবরণ করেছে, তারা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। তারা খ্রীষ্টের সাথে মারা গেছে (১ করিন্থীয় ১৫:১৮)। কিন্তু মৃত্যু তাদের ধ্বংস করতে পারেনা। এই মৃত্যু তাদের জন্য ঘুমের নামান্তর। মৃত্যু তাদের জন্য একটি নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের বিষয়। তাদেরকে এই সমস্যাসংকুল পৃথিবী থেকে সমস্ত পরিশ্রম এবং দুঃখ থেকে অবসর দেয়া হয়েছে এবং তারা খ্রীষ্টে মৃত অবস্থায় আছে (১৪ পদ)। খ্রীষ্টের সাথে অবস্থান করে তাঁরই বাহুতে এবং তাঁর যত্ন এবং নিরাপত্তার মাঝে তারা বিশ্রাম নিচ্ছে। তাদের আত্মা তাঁর সাথে আছে এবং তাদের দেহ তার যত্ন এবং শক্তির মাঝে আছে। সুতরাং তারা হারিয়ে যায়নি কিংবা তারা মৃত্যুর কাছে পরাজিতও নয়, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারা লাভবান হয়েছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর চেয়েও তারা অনেক ভাল স্থানে আছে।

২) তাদের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হবে কারণ প্রভু আসার সময় তাদেরকে তাঁর সঙ্গে আনয়ন করবেন (১৪ পদ)। অর্থাৎ তারা এখন যে উত্তম স্থানে প্রভুর সহভাগিতায় রয়েছে, যখন প্রভু দ্বিতীয়বার আগমন করবেন, তখন তিনি

তাদেরও নিয়ে আসবেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং দ্বিতীয় আগমনের মতবাদ বিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যুর ভয় এবং তাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর অপূরণীয় শোকের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিষেধক। এই মতবাদে আমরা নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা পাই কারণ আমরা বিশ্বাস করিন্থীয় যে, যীশু মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন (১৪ পদ)। এই মতবাদ সকল বিশ্বাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং তারা সেটি জানে ও বিশ্বাস করে। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের একটি মৌলিক অংশ এবং এই মতবাদ আমাদেরকে একটি আনন্দপূর্ণ পুনরুত্থানের আশ্বাস দেয় কারণ– "শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তবে আমরা সকল মানুষের মধ্যে বেশি দুর্ভাগা। কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তিনি তাদের অগ্রিমাংশ" (১ করিন্থীয় ১৫: ১৮,২০)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সুসমাচারে বা ঈশ্বরের বাক্যে উল্লিখিত একটি পূর্ণ নিশ্চয়তা যা আমাদেরকে অনন্ত আলো এবং জীবনের দিকে আমাদের নিয়ে আসে।

৩) খ্রীষ্টের সাথে তাদের দ্বিতীয় আগমন হবে অত্যন্ত মহিমাময় এবং আনন্দপূর্ণ। প্রেরিত পৌল তা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টের গোপন শিক্ষার মধ্য দিয়ে থিষলনীকীয়দের ঘোষণা করেন (১৫ পদ)। যদিও মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠা এবং শেষকালের স্বর্গীয় অনুগ্রহ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মতবাদের মধ্যেও ছিল, তথাপি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের এই বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পাই–

(১) প্রভু যীশু স্বর্গ থেকে স্বর্গীয়-রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা সহ জোর আওয়াজের সাথে আসবেন (১৬ পদ): *কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান স্বর্গদূতের স্বর সহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন*, তাঁর আগমন হবে আনন্দধ্বনি এবং ক্ষমতার সাথে, জোরে ঘোষণার মাধ্যমে, একজন মহান রাজার আগমন হবে ঘোষণার মাধ্যমে, তাঁর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব হবে সর্বময় রাজার ন্যায়, মহান রাজ্য বিজেতার ক্ষমতার ন্যায়। তাঁর সাথে থাকবে প্রধান স্বর্গদূতের স্বর, অসংখ্য স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গী হবে। সম্ভবত খ্রীষ্টের সঙ্গী স্বর্গদূতদের মধ্যে একজন প্রধান স্বর্গদূত খ্রীষ্টের আগমনের ঘোষণা করবেন। তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পরে স্বর্গে আরোহণ করলেন, এই জাগতিক পৃথিবী ছেড়ে তৃতীয় আর একটি জগতে গেলেন যে জগত তাঁকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ধরে রাখবে এবং তিনি আবারো আসবেন এবং তাঁর নিজ মহিমায় প্রকাশিত হবেন। তিনি সেই স্বর্গ থেকে মেঘের ভেলায় চড়ে আমাদের মাঝে অবতরণ করবেন (১৭ পদ)। আর এই মহান ত্রাণকর্তা এবং বিচারকের মহিমান্বিত আগমন ঈশ্বরের তূরীবাদ্য এবং অনেক শোরগোলের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হবে। আর সেই উচ্চ আওয়াজের মাধ্যমে যারা মৃত অবস্থায় আছে, তাদের মাটি থেকে তোলা হবে এবং পুরো পৃথিবীকে জানানো হবে যে খ্রীষ্ট এসেছেন। কারণ,

(২) মৃতদেরকে জীবিত করা হবেঃ যারা যারা সেই সময় বেঁচে থাকবে তারা পরিবর্তিত হবে কিন্তু তার আগে যারা খ্রীষ্টে মারা গিয়েছিল, প্রথমে তাদের বাঁচিয়ে তোলা হবে (১৬ পদ), যারা বেঁচে থাকবে তারা কোন মতেই প্রথমে মারা যাওয়া লোকদের আগে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে বাধা দিতে পারবেনা (১৫ পদ)।

ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট প্রথমে মনোযোগ দেবেন মৃত বিশ্বাসীদের প্রতি। যাদেরকে সে সময় জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে তাদের পরিবর্তনের আগেই তাদের মৃতদের স্থান থেকে তোলা হবে যেন যারা জীবিত অবস্থায় আছে তারা যেন আগেই যারা মারা গেছে তাদের তুলনায় কোনভাবেই অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করে।

(৩) এরপর যাদেরকে জীবিত অবস্থায় পায়ো যাবে তাদেরকে পরিবর্তিত করা হবে এবং তারপরে সবাইকে একযোগে প্রভুর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মেঘের মধ্য দিয়ে তুলে নেওয়া হবে। মেঘের মধ্যে তুলে নেবার আগ মুহূর্তে যারা জীবিত আছে তারা একটি মহান পরিবর্তনের অনুভুতির অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এই অনুভুতি অনেকটা মৃত্যুর অনুভূতির মত হবে। সেই পরিবর্তনটি খুবই রহস্যময় এবং আমরা এর সম্পর্কে খুব কমই জানি বা আসলে কিছুই জানিনা, আমরা ঠিক বুঝতেও পারিনা (১ করিন্থীয় ১৫:৫১)। শুধু এটুকু বুঝতে পারি যে, আমাদের মৃত্যুর অধীন শরীরকে অমরত্ব দান করা হবে এবং সেই শরীর ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবে যা আমাদের বর্তমান রক্ত-মাংসের শরীরের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই পরিবর্তন হবে এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকেই (১ করিন্থীয় ১৫:৫২)। এই পরিবর্তন হবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রায় সাথে সাথে এবং মৃতদের জীবিত হবে ওঠার পরপরই। এর পরে যাদেরকে মৃতদের স্থান থেকে তোল হয়েছে এবং যারা পরিবর্তিত হয়েছে সবাই একসাথে মেঘের মধ্যে মিলিত হবে এবং সেখান তারা প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে এবং সেই মিলন হবে প্রভুর দ্বিতীয়বার আগমনের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা প্রদানের জন্য, পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতার উপরে এবং পাপের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর রাজত্বের প্রতি অভিনন্দন করার জন্য এবং অনুমোদন দেবার জন্য। এই রাজা শয়তান এবং তার অধীনস্ত দূতদের চিরতরে ধ্বংস করবেন।

(৪) সেই দিনটি হবে পবিত্র লোকদের আনন্দের দিন। তারা প্রভুর সাথে থাকবে (১৭ পদ)। সকল পবিত্র লোক এক সাথে থাকবে এব চিরকাল ধরে তারা একত্রে বসবাস করবে। এটা হচ্ছে তাদের প্রাপ্য সুখের একটি অংশ। তবে তাদের প্রধান সুখের বিষয় হল যে, তারা চিরকালের জন্য প্রভুর সাথে থাকবে, তাঁকে দেখতে পারবে এবং তাঁর সাথে আনন্দ করতে পারবে। ভাল লোকদের বন্ধু-বান্ধবের বিয়োগের সময় সান্ত্বনা দিতে পারে এই বিষয়গুলো যে, যদিও মৃত্যু তাদের আলাদা করেছে, তবুও তারা আত্মায় আবারো মিলিত হবে, আমরা এবং তারা আবার মিলিত হব, আমরা সবাই প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবো এবং চিরকাল তাঁর সাথে থাকব। কোন শক্তিই আমাদেরকে আর আলাদা করতে পারবেনা। পৌলের এই শিক্ষা আমাদের যথার্থই সান্ত্বনা দেয়।

আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ যেন আমরা কঠিন সময়গুলোতে একে অন্যক সাহায্য করতে পারি, কারও অনুভুতিতে আঘাত দিয়ে নয় কিংবা করো ক্ষতি করে নয়, বরং আমাদের একে অন্যকে সাহায্য করতে হবে। আর আমরা তা করতে পারি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের, তার দ্বিতীয় আগমনের এবং সেই দিন সাধুদের যেভাবে গৌরবান্বিত করা হবে সে বিষয়ে আমরা যেসব চমৎকার শিক্ষা জানি তা অন্যদের সাথে আলোচনা এবং ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ৫

আগের অধ্যায়ে পৌল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলে সমাপ্ত করেছেন এবং তার দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি পরিষ্কার বুঝাতে চেয়েছেন যে, নিরুপিত সময়ে খ্রীষ্ট আসার পর কারো কোন চেষ্টাই কাজে লাগবে না। এই আগমন হবে অন্ধকারে থাকা লোকদের জন্য খুবই আকস্মিক ও ভয়ংকর, কিন্তু আলোর লোকদের জন্য হবে আনন্দের (১-৫ পদ)। আর তিনি তাদের অসতর্কভাবে না চলা, মাতাল না হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিশ্বাস, ভালবাসা চর্চায় তারা যেন স্থির থাকে (৬-১০ পদ)। তার-পর তিনি তাদের আরও কিছু দায়-দায়িত্ব দিয়েছেন যা তাদের একে অপরের জন্য ও অন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক (১১-১৩ পদ), অবশেষে খ্রীষ্টান হিসেবে আরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে (১৬-২২), তারপর তিনি তার পত্র সমাপ্ত করেছেন (২-২৪ পদ)।

১ থিষলনীকীয় ৫:১-৫ পদ

পদগুলোতে লক্ষ্য করি–

পৌল থিষলনীকীয়দের বলেছেন যে, খ্রীষ্ট কখন আসবে তার নির্ধারিত সময় জানা তাদের কোন জরুরী বিষয় নয়; ভাইয়েরা সেই সময় আর সেই দিন সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কিছু লিখবার দরকার নেই (৫আয়াত)। এখানে মৌলিক বিষয় হল, খ্রীষ্ট আসবেন এবং তাঁর আসার নির্ধারিত একটি সময় আছে; কিন্তু সেই সম্বন্ধে পৌল তাদের কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করেননি; এ বিষয়ে তাঁর কাছে কিছু প্রকাশিতও হয়নি; আমরা বা তারা কারো সেই গুপ্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের দরকার নেই। এটা পিতা নিজের অধীনে রেখেছেন, সেই দিন, সেই সময় কেউ জানে না। খ্রীষ্ট নিজেই এই পৃথিবীতে থাকার সময় সে বিষয়ে বেশি কিছু উল্লেখ করেননি। মণ্ডলীর প্রধান পুরোহিত হলেও এটি তাঁর কাছে প্রকাশিত ছিলনা; তিনি এটি প্রেরিতদের কাছেও প্রকাশ করেননি, এটা তিনি জানানো দরকার বলেও মনে করেননি। এই কাজের জন্য নির্ধারিত সময় ও সুযোগ রয়েছে, এগুলো উৎঘাটন করা হল আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও আমাদের আগ্রহ; কিন্তু সময় আসছে যখন আমাদের জানা অজানা সবই ছেড়ে দিতে হবে, এ জন্যই বলা হয়েছে, "সেটা জানানো দরকার বলে মনে করিষ্থীয় না"। জানার প্রয়োজন হল যে, আমাদের কৌতুহলের মধ্যে অনেক অসার কৌতুহল রয়েছে যেগুলো জানা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, যে বিষয়গুলো জানা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

১. তিনি বলেছেন, খ্রীষ্টের আসা হবে আকস্মিক এবং সব মানুষ আশ্চর্য হবে (২ পদ)। এ

বিষয়টি তাঁর জানা ছিল। বিষয়টি শিষ্যরা জানতের কারণ আমাদের প্রভু নিজেই তা বলেছেন; মনুষ্যপুত্র কখন আসবেন সেই সময় বা সেই দিন কেউ জানেনা (মথি ২৪:৪৪; মার্ক ১৩:০৫)। সেজন্য তোমরা জেগে থাক কারণ প্রভু কখন আসবেন তা তোমরা জাননা; যেন হঠাৎ এসে তিনি তোমাদের ঘুমানো দেখতে না পান। এতে সন্দেহ নেই যে, পৌল তাদেরকে খ্রীষ্টের হঠাৎ আসার বিষয়ে বলেননি, আর এটি হল তাঁর আসা হবে চোরের ন্যায় (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৫)। যেমন চোর মধ্যরাতে হঠাৎ আসে, যখন কেউ ভাবে না সে আসবে, প্রভুর আসার দিন ও ঠিক এভাবে হবে, তাঁর আগমন হবে হঠাৎ ও আশ্চর্য নির্ধারিত সময় জানার চেয়ে এই বিষয়ে জানা থাকলে আরও বেশি উপকার হবে ও কার্যকর হবে কারণ এটি আমাদের সতর্কভাবে জাগিয়ে রাখবে, যেন যখনই আসুক আমরা প্রস্তুত থাকি।

২. খ্রীষ্টের হঠাৎ আসা কত কঠিন হবে সে বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন (৩ পদ)। খ্রীষ্টের সেই আগমন হবে অবিশ্বাসীদের জন্য ধ্বংস। ন্যায়বিচারক সদাপ্রভু তাঁর লোকদের শত্রুদের উপর ধ্বংস আনবেন, এভাবেই তারা ধ্বংস হবে আর এটা হবে সম্পূর্ণ ও সর্বশেষ। তাই,

১) এটি হবে আকস্মিক। এটি তাদের সামনে, তাদের উপরে পড়বে, আর তাদের কঠিন নিরাপত্তা ও বিলাসিতার মধ্যে যখন তারা মনে মনে বলবে কত নির্ভয় ও কত শান্তি, যখন তারা উল্লাস করবে, অসার জিনিসে আনন্দ করবে এবং সে বিষয়টি তারা ভুলেই যাবে, যেমন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের বেদনা, সেই দিন ঠিক করা আছে সত্যিই কিন্তু তারা যখন আশা করবে তখন তা পূর্ণ হবে না, যেমন ধারণা করবে তেমন ভয়ংকর হবে না।

২) এটা হবে অনিবার্য ধ্বংস; তারা কোন ভাবেই রক্ষা পাবে না, কোন জ্ঞান তাদের রক্ষা করবে না। সেই ভয়ংকর যন্ত্রণা ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার শত প্রচেষ্টাই হবে বৃথা প্রচেষ্টা। এমন কোন স্থান থাকবে না যেখানে শয়তানের অনুসারীগণ লুকিয়েে থাকতে পারবে, পালানোর কোন আশ্রয় থাকবে না, জলন্ত উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য পাপীদের কোন ছায়া দেয়া হবে না।

৩. যারা ন্যায়বান তাদের জন্য দিনটি কত আনন্দের হবে সে বিষয়েও তিনি বলেছেন (৪,৫ পদ)। এখানে আমরা পর্যবেক্ষণ করবো,

১) তাদের চরিত্র ও তাদের সুযোগ; তারা অন্ধকারের লোক নয়, তারা আলোর সন্তান। তারা যে সত্যিকারের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এটিই ছিল তাদের জন্য খুশির সংবাদ। তারা পাপের মধ্যে ডুবে ছিলনা এবং এই জগতের ধর্মগুলো সম্পর্কেও তারা জানত। তারা কোন এক সময় অন্ধকারে থাকলেও, তাদের প্রভুর আলাতে আলোকিত করা হয়েছে। তারা আশ্চর্য অবস্থা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল, যে অবস্থা তখনো তারা ভাবেনি এবং যা অনন্তকালের, বিশেষভাবে খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে এবং তাঁর আগমনে তাদের যে লাভ হবে সে বিষয়ে সচেতন ছিল। তারা দিনের সন্তান, কারণ দিনের আলো তাদের আলোকিত করেছে। হ্যাঁ,

ন্যায্যতার সূর্য আরোগ্যদায়ী ডানা নিয়ে তাদের উপর উদয় হয়েছে। তারা আর কোন ভিন্ন ধর্মের অন্ধকারের মধ্যে নেই, ব্যবস্থার অধীনেও নয়, কিন্তু সুসমাচারের অধীনে যা ধ্বংসহীন জীবনের অধীনে এনেছে এবং আলোতে এনেছে (২ তীমথিয় ১:১০)।

২) এক্ষেত্রে তাদের মহা সুযোগ হল যে, ঐ দিন তাদের কাছে চোরের ন্যায় আসবে না (৮ পদ)। যদি তারা ঐ দিনের বিষয়ে শুনে অবাক হত তাহলে এতে তাদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ পেত। তাদের ভালভাবেই সতর্ক করা হয়েছিল, এবং ঐ দিনের বিরুদ্ধে তার যথেষ্ট প্রস্তুতির সাহায্য দেয়া হয়েছিল, যেন তারা মনুষ্যপুত্রের সামনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা হবে তাদের জন্য সদাপ্রভুর উপস্থিতিতে তাদের নতুন উদ্যম লাভ করা, যারা তাঁর জন্য নিঁখুত হয়ে অপেক্ষা করছিল তারা পরিত্রাণের জন্য আসবে ও তাদের কাছে বন্ধুর মত প্রকাশিত হবেন, রাতের অন্ধকারের কোন চোরের মত নয়।

১ থিষলনীকীয় ৫:৬-১১ পদ

এখানে তিনি যা বলেছিলেন তা হল, তাদেরকে সৎকাজে উৎসহিত করার জন্য প্রয়োজনী কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

১. জেগে থাক ও নিজেদের দমনে রাখ (৬ পদ)। এই কাজটি হল একান্ত স্বতন্ত্র যদিও তারা পরস্পর বন্ধুর মত। যখন আমরা এ বিষয়ে সঠিক দিক নির্ধারণ করিষ্টীয় তখন অনেক প্রলোভন আমাদের অসংযত করে ফেলে, আমরা আমাদের প্রহরী না হয়ে মাতাল হয়ে যাই, আর আমরা যদি দমন করতে না পারি তাহলে সতর্ক থাকতেও ব্যর্থ হই।

১) আমরা যেন অন্যদের মত ঘুমিয়ে না পড়ে জেগে থাকি; আমাদের অচেতন বা অসতর্ক থাকা উচিৎ নয়, আত্মিকভাবে অসার বা অলস যেন না হই। আমাদের অসতর্ক থাকাটা অনুচিত, পাপের ও শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বদা জেগে থাকতে হবে। সাধারণ মানুষেরা তাদের আত্মিক শত্রুশক্তিকে অবহেলা করে অসতর্কভাবে থাকে। তারা মহা বিপদের মধ্যেও নিজেদের মনে করে শক্তি ও সুরক্ষায় রয়েছে। আর এভাবে তারা তাদের আনন্দের মহামূল্যবান সময়কে হারিয়ে ফেলে। এটা হয় শুধু বৃথা স্বপ্নকে প্রশ্রয় দেয়ার মাধ্যমে, তারা আর কোন চিন্তা করে না, সতর্ক থাকে না, এই ঘুমের মধ্যে তারা অনন্তকালের জগৎকে ভুলে যায়। শুধু এটা নয় যে, তারা অন্য জগৎ নিয়ে ভাবে না, কারণ তারা অচেতন থাকে অথবা তারা অন্য জগৎকে সঠিক বলে মনে করে না, কারণ তারা বিভিন্ন স্বপ্নে বিভোর থাকে। কিন্তু আসুন আমরা সজাগ হই, জেগে জীবিত মানুষের মত আচরণ করি, যারা সতর্ক প্রহরী তাদের মত করি।

২) আমরা যেন মাতাল বা উদ্বিগ্ন না হই। আসুন এই পৃথিবীর বিষয়ের প্রতি আমাদের যে আকাঙ্খা ও লোভ তা দমনে রাখি। সতর্কতা সব সময় অতিরিক্ত পানীয় ও মাংসকে বাঁধা দেয়, আর বিশেষভাবে বাঁধা দেয় মাতাল হতে; কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে আমাদের বিস্তৃত

করে তোলে। যেমন– আমাদের ত্রাণকর্তা তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, তোমরা সাবধান থেকো যেন তোমাদের অন্তর উচ্ছৃঙ্খলাতায়, মাতলামীতে ও সংসারের চিন্তার ভারে নুয়ে না পড়ে, তা না হলে সেই দিন হঠাৎ তোমাদের উপর এসে পড়বে (লূক ২১:৩৪)। জাগতিক সাজ-সজ্জায় সেজে আমাদের কি হবে? সকলের জানা থাকা দরকার যে, খ্রীষ্টের ফিরে আসাটা খুবই সন্নিকট। এছাড়াও আলোর সন্তান হিসেবে সতর্ক থাকা ও মাতল না হওয়া আমাদের একটি উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কারণ যারা ঘুমায় তারা রাতে ঘুমায়, যারা মাতাল হয় তারা রাতেই মাতাল হয় (৯ পদ)। মানুষের পক্ষে দিনের বেলায় ঘুমানোটা হল খুবই নিন্দনীয় বিষয় কারণ, দিনের বেলার সময়টা হল কাজের সময়, ঘুমানোর সময় নয়, যখন মানুষ তাদের এ অবস্থায় দেখবে তখন তাদের দেখে নিন্দা করবে। যারা শয়তানের নিরাপত্তার জালে সুখে ঘুমিয়ে আছে তাদের জন্য খ্রীষ্টের আকস্মিক আগমন হবে ভয়ংকর ও অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু যদি তারা তাদের জাগতিক কামনা ও বাসনায় লাগাম দিত, সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও মন্দতাকে প্রশ্রয় না দিত তাহলে ভাল হত কারণ সেটা ছিল তাদের জন্য অন্ধ্যকারের সময়। তারা তাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক ছিলনা, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল; তারা তাদের কাজে দায়িত্বশীল ছিল না বলে তারা মাতাল হয়েছে; কিন্তু খ্রীষ্টের লোকদের জীবনে এমন ঘটনা আরও জঘন্য ব্যাপার। বিশ্বাসীগণ কী করেছিল? তাদের মুখমণ্ডলে অনুগ্রহের সুসমাচারের উজ্জ্বলতা ছিল কি? কিন্তু তারা তাদের আত্মার যত্ন নিয়ে ছিল? পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তারা অন্যমনস্ক ছিল? যাদের দৃষ্টি এইসব লোকদের উপর পড়েছে তারা যেন নিজেদেরকে উপযুক্তভাবে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করে।

৩) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জেগে থাকা: সদাপ্রভুর দেয়া সকল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া। এই অস্ত্র আমাদের মাতাল না হওয়া ও সদাপ্রভুর দিনের জন্য প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন। কারণ আমাদের আক্রমনকারী শয়তান হল সংখ্যায় অনেক, হিংস্র ও শক্তিশালী। তারা এজন্য অনেক ধরণের প্রলোভন তৈরি করে ও লোকদেরকে অসতর্ক, অচেতন ও আত্মশক্তিশালী করে ঐ প্রলোভনে ধরে রাখে। তাদের মাতাল করে, যন্ত্রণায়, অস্থিরতায় ও আত্মগর্ভের দ্বারা তারা মদ্যপান করায় ও নিজেদের পরিকল্পনা চরিতার্থ করাতে চায়। তাই তাদের সমস্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তুলে নেওয়া জরুরী। বুক রক্ষার জন্য বিশ্বাস ও ভালবাসা, মাথা রক্ষার জন্য পরিত্রাণের নিশ্চয়তা পরিধান করা প্রয়োজন। আর এই ৩টি অস্ত্র খ্রীষ্টের তিনটি মহান দানের মধ্য দিয়ে আসে আর তা হল বিশ্বাস, ভালবাসা ও আশা (৮ পদ)।

১) আমাদের অবশ্যই আশার মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। আর এটি আমাদেরকে সজাগ সচেতন রাখবে। যদি আমরা আমাদের উপর সর্বদা সদাপ্রভুর আত্মিক দৃষ্টিকে বিশ্বাস করি, তাহলে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের ধ্বংসাকারী আত্মিক শয়তানও রয়েছে। আত্মিক জগৎ রয়েছে আর এজন্য আমাদের সতর্ক ও জেগে থাকতে হবে। আমাদের শত্রু শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশ্বাসই হল আমাদের মৌলিক অস্ত্র।

২) আমাদের অন্তরকে ভালবাসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে; এটা কাজ করবে প্রলোভনের প্রতিরোধক রূপে। প্রভুতে সত্যিকারের ও অন্তরের ভালবাসা তাঁর বিষয়ে

আমাদের জাগিয়ে রাখবে এবং বিপদে ও পরীক্ষার মধ্যে পড়ার সকল বিষয়ে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

৩) আমার আশা হবে পরিত্রাণ, আর তা হবে একটি জীবন্ত আশা। চিরকালের জীবনের মধ্যে এই সুন্দর আশা হবে আমাদের মাথা রক্ষার শিরস্ত্রাণের মত, এটি পাপের আনন্দে মেতে থাকতে আমাদের বাধা দিবে যে আনন্দের প্রলোভন প্রায়ই আমাদের কাছে আসে। যদি আমাদের পরিত্রাণের উপর আশা থাকে, তাহলে আমাদের উচিৎ হবে এমন কিছু না করা যে, আমরা যে পরিত্রাণের জন্য আশায় বুক বেধে আছি সে পরিত্রাণের সন্নিকটে গিয়ে আমরা যেন অনুপযুক্ত হয়ে না পড়ি। পরিত্রাণের বিষয় এবং পরিত্রাণের প্রতি আশা রাখার বিষয় উল্লেখ করে পৌল দেখিয়েছেন যে, পরিত্রাণের প্রতি আশা রাখার ভিত্তি ও মূল কারণ কি তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, তাদের কোন ভাল কাজের জন্য তা হয়নি। আমাদের ভাল কাজ ও যোগ্যতার বিষয় সব মিলিয়ে এক করলে তা উল্লেখ করার অনুপযুক্ত। আর এমন যোগ্যতার ভিত্তিতে কোন ভাল বিষয় আশা করার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমাদের আশার ভিত্তি হল খুবই গভীর।

(১) ঈশ্বরের নির্ধরিত বিষয়: কারণ কোন গজব ভোগ করার জন্য নয় কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভ করার জন্যই তিনি আমাদের ঠিক করে রেখেছেন (৯ পদ)। যদি আমরা আমাদের পরিত্রাণের মূল কারণ অনুসন্ধান করিষ্থীয় তাহলে দেখব এটি সম্পূর্ণ সদাপ্রভুর পূর্ব পরিকল্পনা। কিন্তু যারা অন্ধকারের মধ্যে বাস করে ও অজ্ঞতায় দিন কাটায়, যারা রাতে সজাগ না থেকে মাতাল অবস্থায় থাকে তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ধ্বংস। কিন্তু যারা দিনের লোক তারা জেগে থাকবে, মাতাল হবে না আর চিরকালের পরিত্রাণই হবে তার প্রমাণ। এটি হল নিশ্চয়তা আর যে পরিত্রাণে আমাদের আশা সেই আশার প্রতি এটি উৎসাহ ও সাহযোগিতা। আমরা কি নিজেদের যোগ্যতায় বা ক্ষমতায় পরিত্রাণ পেতে পারতাম? হয়তো কেউ বলবে পেতেও পারতাম বা আমাদের কোন আশাই ছিল না, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এটা হয়েছে সদাপ্রভুর মহৎ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে, যা নিশ্চিত এবং যা কোনভাবেই ফেরত নেয়া হবে না (তার উদ্দেশ্যের জন্য, যে উদ্দেশে তিনি বাছাই করেছেন)। এজন্য আমরা অটল আশার উপর নির্মিত, বিশেষভাবে যখন আমরা মনে করি,

(২) খ্রীষ্টের যোগ্যতা ও দয়ায়, খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্যের মধ্য দিয়ে ও মহান পিতার পরিকল্পনায় এ পরিত্রাণ আমি লাভ করেছি। আমাদের সদাপ্রভুর মহৎ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে, খ্রীষ্টের মৃত্যু ও দুঃখভোগ ও এই অধ্যায়ের শেষটাও ভাবতে হবে, এমনকি আমরা জেগে থাকি বা নিদ্রা যাই (মরি বা বাঁচি; আর বিশ্বাসীদের মৃত্যু হল একটা ঘুমমাত্র, যা পৌল উল্লেখ করেছেন)। আমাদের উচিৎ তাঁর মধ্যে থাকা, তাঁর সহযোগীতায় ও তাঁর গৌরবের মধ্যে চিরকাল বাস করা। আর আমাদের বিশ্বাসীদের আশা যেহেতু পরিত্রাণ আর এই পরিত্রাণ হবে চিরকালের জন্য সদাপ্রভুর সাথে থাকা, তাই আশার একটি মূল ভিত্তি হল সদাপ্রভুর সাথে যুক্ত থাকা। যদি তারা প্রভুর সাথে যুক্ত থাকে, তাঁর মধ্যে বাস করে তাহলে মরণ ঘুম তাদের আত্মিক জীবনের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। উপরন্তু, তারা গৌরবের নতুন জীবনে জেগে উঠবে। অপর দিকে, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মারা

গেলেন তাই বেঁচে থাকি বা মরি আমরা তাঁরই, যেন একালে ও আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানেও আমরা তাঁরই সাথে থাকতে পারি।

১ থিষলনীকীয় ৫:১২-১৫ পদ

এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে পৌল তাদের কিছু দায়িত্ব পালন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন।

১. বিশেষভাবে তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তাদেরকে একে অন্যকে উৎসাহ দিতে ও একে অন্যকে গড়ে তুলতে থাক (১১ পদ)।

১) তাদের অবশ্যই অন্যদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে, এটিই হয়তো তার মূল বাক্য। আর আমরা লক্ষ্য করি, যেহেতু সেগুলো অন্যদের উপদেশ দেয়া ও গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত, কে তাদের সেই সান্ত্বনা দিতে পারবে? তাই আমরা নিজেদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বা পরিচারককে অন্যদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সেই উপদেশের বাধ্য থাকা দরকার। লক্ষ্য করি, আমাদের শুধু নিজেদের সান্ত্বনা বা উৎসাহ দেয়ার জন্যই সচেতন হলে হবে না কিন্তু অপরের জন্য উৎসাহ ও সান্ত্বনার ব্যবস্থা করতে হবে। কয়িন বলেছিল, *আমার ভাইয়ের দেখাশুনার ভার কি আমার?* আমাদের অবশ্যই একে অন্যের ভার বহন করতে হবে, আর এভাবে খ্রীষ্টের নিয়ম পরিপূর্ণ করতে হবে।

২) তাদেরকে অবশ্যই একে অন্যকে গড়ে তুলতে হবে; *যার দ্বারা আমরা একে অন্যকে গড়ে তুলতে পারি, এসো, আমরা তারই চেষ্টা করিন্থীয় (রোমীয় ১৪:১৯)।* যেহেতু বিশ্বাসীগণ হলেন আত্মিক গৃহ নির্মাণের জন্য এক-একটি জীবন্ত পাথর, তাই তাদের উচিৎ দয়ার কাজের দ্বারা সমগ্র মণ্ডলীর অগ্রগতির জন্য নিয়োজিত থাকা। আর এটি প্রত্যেকের দায়িত্ব যে, আমরা যাদের সাথে কথা বলি তাদের যে বিষয়ে গঠন করা দরকার তা খুঁজে বের করা, যেন সব লোকেরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে লাভবান হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিয়ে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমেও একত্রিত হওয়া ও একত্রে তাঁর গৌরব করা উচিৎ। আমাদের পরস্পরের সামনে উত্তম উদাহরণ হওয়া উচিৎ। আর এটি সেই সকল লোকদের জন্য প্রযোজ্য যারা একই সান্নিধ্যে ও পরিবারে থাকে এবং একে অন্যকে উৎসহিত করে ও তাদের গঠন করে চলছে। এটি হল উত্তম প্রতিবেশীসূলভ আচরণ এবং এই উত্তমতা হল সমাজের চূড়ান্ত সমাধান। এগুলো প্রায়ই সম্পর্কযুক্ত এবং এর অন্যের প্রতি মমত্ববোধ রয়েছে, যেন তারা খুব ভাল সুযোগ পেয়েছে, তাই তারা মহৎ বাধ্য বাধকতার মধ্যে আছে যেন তারা এ কাজগুলো একে অন্যের প্রতি করতে পারে। এটি থিষলনীকীয়গণ করেছেন (আপনারাও করছেন), আর তা নিয়মিত করার জন্য ও বেশি করে করার জন্যই তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে। লক্ষ্য করি, যারা এই ভাল কাজগুলো করেছে, তাদের আরও কিছু উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন যেন তারা আরও উৎসাহিত হয়, আরও ভাল কাজ করে, আর ঐ ভাল কাজগুলো চালিয়ে যেতে

পারে।

২. অতঃপর তিনি পরিচারকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (১২,১৩ পদ)। যদিও পৌল নিজেই তাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এখন তাদের মাঝে পরিশ্রম করার অন্য লোকও রয়েছে যাদের প্রতি তাদের কর্তব্য করা দরকার। পৌল তাদের যে উপদেশ দিয়েছেন তা আমরা লক্ষ্য করি,

৩. সুসমাচারের একজন পরিচালক কিভাবে তাদের অফিসিয়াল কাজের বর্ণনা দেন; যেন তারা তাদের কাজ ও দায়িত্ব মনে রাখে এবং এই প্রভাবকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করে ও ঐ নামকে সম্মানিত করে, আর ঐ নামেই তাদের ডাকা হবে। তাদের কাজ হল খুব সম্মানের, ওজনের এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১) পরিচালক অবশ্যই তার লোকদের সাথে পরিশ্রম করবে, পরিশ্রম করবে আনন্দের সাথে নিরলসভাবে (কথায় ও কাজে যেন এক হয়); তারা অবশ্যই কথায় ও মতবাদের সাথে পরিশ্রম করবে (১ তীমথিয় ৫:১৭)। তাদেরকে কর্মী বলা হয়, সুতরাং তাদের আর বিলম্ব করার কোন অবকাশ নেই। তাদেরকে অবশ্যই তাদের লোকদের সাথে পরিশ্রম করতে হবে, তাদের নির্দেশনা দিতে হবে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে (১ তীমথিয় ৫:১৭)। তাদের অবশ্যই নিয়ম নীতি থাকবে কিন্তু তা কঠোর নয় বরং ভালবাসায় পূর্ণ। এই জগতের ক্ষণস্থায়ী প্রভুদের মত তাদের অবশ্যই শাসকের মত হওয়া উচিৎ নয়, কিন্তু তাদের হতে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে মেষদের মধ্যে আত্মিক পথ প্রদর্শক। তারা প্রভুর মধ্য দিয়ে মানুষের উর্ধ্বে, তাদেরকে বেসামরিক বিচারকদের অধীন থেকে মুক্ত করে তাদের নিজেদেরকেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিচালক হতে হবে। তারা খ্রীষ্টের দ্বারাই নিয়োজিত, তাই খ্রীষ্টের আইনের দ্বারাই তাদেরকে শাসন করতে হবে নিজেদের মনগড়া নিয়মে নয়। তাদের অবশ্যই তাদের কাজের সমাপ্তির প্রতি, শ্রমের প্রতি আন্তরিক হতে হবে যেমন, উপাসনা ও প্রভুর সম্মান রক্ষা করা।

২) তাদের অবশ্যই লোকদেরকে প্রকাশ্যে সতর্ক করতে হবে, শুধু তাই নয় কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবেও করতে হবে যেন একটি এক প্রকার নিয়ম বা প্রথার অনুরূপ। তাদেরকে অবশ্যই ভাল কাজের নির্দেশনা দিতে হবে এবং যখন কোন অন্যায় কাজে নিয়োজিত হয় তখন তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। তাদের দায়িত্ব শুধু ভাল উপদেশ দেয়া নয় কিন্তু বিপদের মুহূর্তে মেষদের সতর্ক করা ও সাবধান করাও তাদের দায়িত্ব। মন্দ কাজ ও ভুলভ্রান্তি থেকে তাদের বিরত রাখার জন্য তারা দায়বদ্ধ।

৩. পরিচারকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব-কার্তব্য। পরিচারক ও সাধারণ লোকদের মাঝে একটি সাধারণ দায়িত্ব রয়েছে। যদি একজন পরিচারককে লোকদের জন্য শ্রমিক হতে হয়, তাহলে–

১) জনগণ অবশ্যই তাদের চিনতে পারবে। যেমন রাখাল তার মেষদের চেনা উচিত তেমনি মেষগুলোকে অবশ্যই রাখালকে চেনা দরকার। তাদের অবশ্যই নিজের লোক, তাঁর ডাক,

তাঁর শিক্ষা, শাসন ও সতর্কবাণীতে সাড়া দিতে হবে।

২) তাদের পরিচারকদেরকে ভালবাসার সাথে অনেক সম্মান জানাতে হবে, তাদের অবশ্যই তাদের পদের কাজকে মূল্য দিতে হবে, সকল উত্তম প্রক্রিয়ার দ্বারা তাদের সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে, আর এটি হল তাদের সেবার উদ্দেশ্য, কারণ তাদের সেবা হল খ্রীষ্টের সম্মান উর্ধ্বে তোলা এবং লোকদের আত্মার মঙ্গল করা। লক্ষ্য করি,

একজন বিশ্বস্ত বিশ্বাসী পরিচালক তাদের কাজের জন্য কখনো সাধারণ বিষয় নয়, তাদের এ কাজের ফলে তারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। সুসমাচারের কার্যক্রমে যারা যুক্ত তারা কখনো অনুগ্রহ বঞ্চিত হবে না, হতে পারে অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচারের কাজে নয়। যারা উৎসর্গীকৃত বিশ্বাসী তাদের জন্য এটা হল সম্মান, হতে পারে অন্য কোন ক্ষেত্রে তার এ সম্মান অর্জন করতে পারত না, তারা ভাল লোকদের মাঝে যে মর্যাদা, সম্মান ও ভালবাসা পেয়েছে হতে পারে এই শ্রদ্ধা অন্য কোনভাবে আশা করা যায় না।

৪. বিশ্বাসীদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্বের বিষয় উল্লেখ করে পৌল তাদের অন্যদিকেও তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

১) যেন তারা নিজেদের মধ্যে শান্তিতে থাকে (১৩ পদ)। অনেকে (কিছু লেখা পড়ার পর) মনে করে এই উপদেশগুলো পরিচালকদের প্রতি লোকদের দায়িত্ব সম্পর্কে তুলে ধরে, যেন তারা ও পরিচালকগণ শান্তিতে বাস করতে পারে এবং জনসাধারণ ও পরিচালকদের মাঝে যেন কোন বিবাদ সৃষ্টি না হয়, যেন সেই বিবাদ কোন সময়ে পরিচালকের সফল হতে ও লোকদের গড়ে তুলতে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। এই বিষয়গুলো পরিচালক ও সকলের এড়িয়ে যাওয়া দরকার কারণ এগুলো পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে আর লোকদের উচিৎ সমস্ত বিবাদ ও বাঁধাকে উচ্ছেদ করে তাদের শান্তি ধরে রাখা, সমস্ত উত্তম পন্থাগুলো ব্যবহার করে তাদের পারস্পারিক সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

২) অদম্য উপদেশ (১৪ পদ)। প্রত্যেকটি সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা অন্যায়ভাবে পথ চলে, তারা তাদের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে। এটা সংশোধনের জন্য ও তাদের গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধুমাত্র পরিচালকের নয় বরং একজন ব্যক্তি বিশ্বাসীরও একই দায়িত্ব। তাদেরকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা দরকার, আসন্ন বিপদের বিষয়ে সাবধান করা দরকার এবং তারা নিজেদের আত্মার ও অন্যদের অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি করছে তা পরিষ্কারভাবে তাদের জানানো দরকার। যে বিষয়গুলো তাদের করা দরকার সেগুলো তাদের অন্তরকে জানিয়ে দিতে হবে এবং তাছাড়া অন্য যেকোন কাজের জন্য প্রকাশ্যে নিন্দা জানাতে হবে।

৩) দুর্বল অন্তরের লোকদের সান্ত্বনা দেওয়া (১৪ পদ)। এই উপদেশ হল যারা ভীতু হৃদয়ের, বিষন্ন চিত্তের তাদের বিষয়ে। অনেকে রয়েছে যারা সমস্যার সামনে ভীতু ও কাপুষ, যারা যে কোন সমস্যায় ও না পাওয়ার চিন্তায় হতাশ হয়ে পড়ে ও কষ্ট পায় তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে হবে। আমরা তাদেরকে এড়িয়ে যাব না কিন্তু তাদের পাশে থেকে সান্ত্বনা দিব, কারণ একটা সান্ত্বনা ও উপদেশ তাদেরকে জীবনে কতটুকু পরিবর্তন এনে

দিতে পারে তা পরিষ্কার কে বলতে পারবে?

৪) যারা দুর্বল তাদের সাহায্য করো (১৪ পদ)। অনেকে তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না, তাদের নিজের বোঝা নিজে বহন করতে পারে না; আমাদের উচিত তাদের সহায়তা করা ও তাদের দুর্বলতায় এগিয়ে আসা এবং তাদের বোঝার একপ্রান্তে ধরে তোলা, আর বহনে সাহায্য করা উচিৎ। এটি হল সদাপ্রভুর অনুগ্রহ, সত্যিকার অর্থে এভাবে অন্যকে সাহায্য ও শক্তিশালী করা যায়; কিন্তু আমাদের উচিৎ এই অনুগ্রহের বিষয়টি তাদের কাছে উল্লেখ করা এবং তাদের জন্য এই অনুগ্রহ হল পরিচারদের চেষ্টার ফল।

৫) সকলকে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করো (১৪ পদ)। আমাদের অবশ্যই সহ্য করতে হবে ও পরিহার করতে হবে। আমরা অবশ্যই যন্ত্রণা পাব, এবং আমাদের রাগকে দমন করবো, আর যদি আমাদের রাগ অসহায় থাকা লোকদের উপর সরাসরি প্রকাশ করি, তাহলে আমাদের রাগকে আমরা দমন করতে ব্যর্থ হই। আর আমাদের এই অনুশীলন হবে ভাল-মন্দ, উঁচু-নিচু সকল মানুষের প্রতি। আমাদের উচ্চাকাঙ্খা ও অতিমাত্র চাহিদা থাকা, যা আছে তা নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকা, বতর্মান পদে কঠোর হওয়া উচিৎ নয়, বরং সবকিছুতে ভাল করার ও সব মানুষের জন্য মঙ্গল করার উত্তম প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

৬) সে যেন অন্যায়ের বদলে অন্যায় না করে (১৫ পদ)। এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে যেন আমরা যেকোন বিষয়ে প্রতিশোধ নিতে বিরত থাকি। যদি কেউ আমাদের আঘাত করে, প্রতিবাদে তাদেরকে একই আঘাত দেয়া, এই আচরণ করা আমাদের নৈতিক কাজ নয়। এটা আমাদের কাছে ক্ষমার জন্য আবির্ভূত হয়, যারা এমন করে, আশা করবো যেন তাদের সদাপ্রভুর ক্ষমা দেখানো হয়।

৭) অন্য সকলের উপকার করার চেষ্ঠা করো (১৫ পদ)। সাধারণ ভাবে, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার, মানুষ আমাদের মঙ্গল করুক আর মন্দ করুক, সকল অবস্থায় সদাপ্রভুকে খুশি করা, সকলের সাথে ভাল আচরণ করা আমাদের দায়িত্ব। অন্যদের মঙ্গলের জন্য আমাদের অবশ্যই উপকারী উপকরণস্বরূপ হতে হবে, এমনকি আমাদের নিজেদের মধ্যেও এটি ব্যতিক্রম নয় (প্রথম স্থান হল যারা বিশ্বাসী), আমরা যেন বিশেষভাবে ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের উপকার করিষ্ঠীয় তারপর অন্য সকলেরও উপকার করিষ্ঠীয় (গালাতীয় ৬:১০)।

১ থিষলনীকীয় ৫:১৬-২২ পদ

এখানে বৈচিত্রময় কিছু সংক্ষিপ্ত উপদেশ লক্ষ্য করা যায়, যা আমাদের স্মৃতির জন্য কোন বোঝা হবে না কিন্তু তা আমাদের অন্তর ও হৃদয়কে পরিচালনার জন্য মহৎভাবে কার্যকরী। এইজন্য দায়িত্বটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখব উপদেশগুলো একটি অপরটির সাথে কতটা সম্পৃক্ত ও নির্ভরশীল।

১. সব সময় আনন্দিত থাক (১৬ পদ)। বুঝতে হবে এই আনন্দ হল আত্মিক আনন্দ; আমাদের অবশ্যই প্রতটি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও আনন্দ করতে হবে; যদি আমরা এ আনন্দ এখন পর্যন্ত না করে থাকি। প্রতিটি বিষয়েই আনন্দিত থাকতে হবে কিন্তু সেটা এ জগতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার আশা নিয়ে নয়; কিন্তু যদি আমরা প্রভুতে আনন্দিত থাকি তাহলে আমরা আরও বেশি কিছু করতে পারব। আমাদের আনন্দ তার মধ্যেই পূর্ণ হবে; কিন্তু আমাদের ভুল হবে যদি আমরা নিয়মিত তার আমন্ত্রণে সাড়া না দিই। জাগতিক কোন বিষয়ে কষ্ট থাকতে পারে তবুও আনন্দিত থাকতে হবে (২ করিন্থীয় ৬:১০)। লক্ষ্য করি; আত্মিক জীবন হল প্রশান্তির জীবন। চিরস্থায়ী আনন্দের জীবন।

২. অবিরত প্রার্থনা কর (১৭ পদ), আমরা যদি বেশি প্রার্থনা করিন্থীয় তাহলে আমাদের আনন্দ আরও বেশি হওয়া উচিৎ, আমাদের প্রার্থনার একটি নির্ধারিত সময় থাকা দরকার এবং স্থায়ীভাবে প্রার্থনা করা দরকার। আমাদের হতাশ না হয়ে অবিরত প্রার্থনা করা উচিৎ, যে দেশে গেলে প্রার্থনা প্রশংসায় পরিণত হবে সেই দেশে পৌঁছানো পর্যন্ত অক্লান্তভাবে প্রার্থনা করা উচিৎ। আর যাই কিছু করিন্থীয় না কেন তার মধ্যেও যথা সময়ে প্রার্থনা থাকতে হবে। প্রার্থনা আমাদের সামনের দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, কখনো নৈতিক কাজের বা চাকরীর বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না।

৩. সকল অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও (১৮ পদ); যদি আমরা অবিরত প্রার্থনা করি, তাহলে সর্ব বিষয়ে ধন্যবাদ দিতে আমাদের কোন অভাব হবে না। যেহেতু আমাদের সকল চাওয়ার বিষয় আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে তার কাছে জানাই সুতরাং ধন্যবাদের বিষয়টি বাদ দেওয়া আমাদের উচিৎ নয় (ফিলিপীয় ৪:৬)। দুঃখের সময় হোক আর সফলতা লাভের সময় হোক; সবসময় আমাদের উচিৎ সন্তুষ্ট থাকা। আমাদের অবস্থা খারপ নয় কিন্তু আরও খারাপ হতে পারে। আমাদের সদাপ্রভুকে বিনম্র গৌরব দেওয়ার জন্য আমরা হাজার অনুষ্ঠান করতে পারি কিন্তু আমরা সদাপ্রভুর কাছ থেকে গৌরব পাবার মত একটি মাত্র কারণও খুঁজে পেতে পারি না। তাঁর প্রশংসা ও ধন্যবাদ করার অনেক কারণই রয়েছেঃ পৌল বলেছেন, খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা হল– আমরা যেন সর্বদা ধন্যবাদ করি। তিনি খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেছেন তার জন্য যেন ধন্যবাদ জানাই। তাঁরই মধ্যে, তাঁর মাধ্যমে, তাঁর কারণে সদাপ্রভু আমাদের অসীম আনন্দিত করার যোগ্য করেছেন ও সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ করার জন্য নিয়োগ করেছেন। এতেই আমাদের সদাপ্রভু আনন্দিত হন।

৪. পবিত্র আত্মাকে নিভিয়ে ফেলোনা (১৯ পদ); এটি হল অনুগ্রহ ও নম্রতার আত্মা যা আমাদের আরোগ্যদান করে, যা আমাদের প্রার্থনা ও ধন্যবাদ উৎসর্গে সাহায্য করে। খ্রীষ্টানদের পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম নিতে বলা হয়েছে। এই আত্মা আলোকিত করতে, জীবন্ত রাখতে ও আত্মাকে খাঁটি করতে আগুনের ন্যায় কাজ করে। আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা আত্মাকে নিভিয়ে না ফেলি। যেমন তেল সরিয়ে ফেললে আগুন নিভে যায়, তেমনি যদি আমরা আত্মাকে উজ্জীবিত না রাখি তাহলে পবিত্র আত্মা নিভে যায়। আর আমরা পবিত্র আত্মার কাজের সাথে তুলনা করতে পারি। আবার

আগুনের উপর জল বা ময়লা আবর্জনার স্তুপ ঢেলে দিলে আগুন নিভে যায়। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন জগতের কামনা, বাসনা দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মাকে নিভিয়ে না ফেলি।

৫. ভাববাদীদের বাণী তুচ্ছ করোনা (২০ পদ); এজন্য যদি আমরা অনুগ্রহের বিষয়কে অবহেলা করি, তাহলে আমরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব। ভবিষ্যদ্বাণী বলতে বুঝি বাক্য বলা, বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা ও প্রয়োগ করা; আর এটিকে অবহেলা করা উচিৎ নয় বরং আরও গুরুত্ব দেয়া উচিৎ কারণ, তা হল সদাপ্রভুর প্রত্যাদেশ; তাকে নিয়োগ করা হয়েছে আমাদের পবিত্রতায় ও শান্তিতে বেড়ে উঠার জন্য। অবশ্যই বাক্য প্রচার করাকে তুচ্ছ কাজ মনে করা যাবে না। যদিও এটি সরল পথে চলে এবং মানুষের জ্ঞানের সাথে আপোষ করে না, যদিও এটা বলে যে, আমাদের পূর্বের জানা থেকে এটি নতুন কিছু নয়। তা আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করার জন্য, আমাদের আবেগকে উত্তেজিত করার জন্য, যা আমরা পূর্বে জানি সে বিষয়ে আগ্রহী ও দায়িত্বশীল করতে খুবই প্রয়োজনীয় ও বহুগুণে কার্যকরী।

৬. যা ভাল তা ধরে রেখ (২১ পদ)। সর্ব বিষয়ে প্রামণিত হওয়ার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় সতর্কবাণী যদিও প্রচারের কাজে আমাদের অনেক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আমরা প্রচারকদের কাছ থেকে বিশ্বাস দিয়ে কিছু গ্রহণ করার আশা করবো না কিন্তু তাদেরকে আমরা ব্যবস্থা ও তাদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ করতে পারি। আমাদের অবশ্যই শাস্ত্র পাঠ করতে হবে, যখন তারা কিছু বলে সেটি সত্য না মিথ্যা তা আমরা বাক্যের দ্বারা জানতে পারি। আমাদের সকল আত্মাকে বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, কিন্তু তাদের প্রমাণ করা উচিৎ। কিন্তু আমাদের সর্বদাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিৎ নয়, কারণ সর্বদা অস্থির থাকা উচিৎ নয়, একটি সময় অবশ্যই আমাদের স্থির হতে হবে এবং যা ভাল তা ধরে রাখতে হবে। যখন আমরা কোন বিষয় সঠিক, সত্য এবং ভাল বলে জেনে সন্তুষ্ট হই তখন তা আমাদের শক্তভাবে ধরে রাখা উচিৎ, ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়, বিপরীতে আমাদের যাই হোক বা এর জন্য আমাদের যে যন্ত্রণাই আসুক না কেন। লক্ষ্য করি, মানুষের নির্ভুলতার তত্ত্ব, দৃঢ় বিশ্বাস, অন্ধ বাধ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো কিতাবুল মোকাদ্দসের তত্ত্ব নয়। বিচার করার বিচক্ষণতা, ভাল-মন্দ ও সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের জ্ঞান প্রত্যেকটি বিশ্বাসীদের আছে এবং থাকতে হবে (ইব্রীয় ৫:১৩,১৪)। এই প্রমাণ করার অর্থ হল ভালকে শক্তভাবে ধরে রাখা। আমরা অবশ্যই সারা জীবন ধরে খোঁজ করতে থাকব না বা আমাদের মনকে চঞ্চল রাখব না, যেমন শিশুরা যে কোন বিষয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে থাকে।

৭. আর সব রকম খারাপী থেকে দূরে থেকো (২২ পদ)। মন্দ মতবাদ থেকে আমাদের দূরে থাকার, বিশ্বাসকে স্থির রাখার এটি একটি উত্তম উপায়; আমাদের ত্রাণকর্তা বলেছেন (যোহন ৭:১৭ পদ), “যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায় তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি।” মন্দ আবেগ বিবেককে কলুষিত করে তোলে এবং জীবনে খারাপ বিষয় চার্চার রায় দেয়, যা ব্যাপকভাবে অন্তরের মারাত্মক ক্ষতি করতে এগিয়ে নিয়ে যাবে; যেখানে হৃদয়ের শুচিতা, জীবনের

আত্মমর্যাদা ও সত্যিকারের ভালবাসাকে গ্রহণ করতে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য আমাদের উচিৎ শয়তান ও শয়তানের সকল কর্মকাণ্ড, পাপ, আরও যা কিছু পাপ সদৃশ, যা পাপের দিকে নিয়ে যায় ও এর শেষ সীমায় পৌঁছে দেয় সে বিষয়গুলো থেকে নিজেদের দূরে রাখতে হবে। যারা পাপের সামনে লজ্জিত নয়, যারা পাপ সম্পর্কীত অনুষ্ঠানগুলো পরিহার করে না, যারা শয়তানের প্রলোভন ও পাপের উপস্থিতিকে এড়িয়ে চলে না তারা কখনো পাপের সত্যিকারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না।

১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৮ পদ

এই কথাগুলো দিয়ে পৌল তাঁর চিঠি সমাপ্ত করেছেন; লক্ষ্য করি–

১. তাদের জন্য পৌলের আশীর্বাদ (২৩ পদ)। চিঠির শুরুতে তিনি তাদের বিষয় বলেছেন, যেন তিনি সবসময় তাদেরকে প্রার্থনায় স্মরণ রাখেন; আর এখন তিনি তাদের কাছে লিখছেন, তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে অন্তর দিয়ে তাদের বিষয় সদাপ্রভুকে জানান। একটু মনযোগ দিই,

১) পৌল তাদের জন্য যে বিষয়ে প্রার্থনা করেন; যেমন সদাপ্রভুর শান্তির জন্য, তিনি হলেন অনুগ্রহের মালিক, শান্তিদাতা ও ভালবাসার ঈশ্বর। তিনি হলেন শান্তিরাজ ও ভালবাসার উৎস, আর তাদের শান্তি ও ঐক্যের জন্য ঈশ্বরই হলেন মালিক আর তিনি প্রার্থনার বিষয় অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

২) থিষলনীকীয়দের জন্য তিনি যে বিষয় প্রার্থনা করেছেন তা হল তাদের পবিত্রকরণ; যেন ঈশ্বর তাদের সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করেন, রক্ষা করেন, যেন তারা দেহ, মন ও আত্মায় নির্দোষ থাকে। অন্য কথায়, তিনি প্রার্থনা করেছেন সম্পূর্ণ পবিত্র রাখার জন্য, এটিই সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয় কারণ, এই জগতে আংশিক পবিত্র থাকাটা সাধারণ বিষয়। তাই আমাদেরও প্রার্থনা করা দরকার সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার বিষয়ে। যেখানে ঈশ্বরের উত্তম কাজ শুরু হয়েছিল সেটা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ, রক্ষা ও সংরক্ষণ করা দরকার, আর যারা খ্রীষ্টের দ্বারা পবিত্র হয়েছে তাদের খ্রীষ্টের খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত পবিত্র রাখা হবে। তার কারণ হল, যদি ঈশ্বও তাঁর উত্তম কাজ হৃদয়ে বহন না করেন তাহলে সেই কাজ অসার হতে পারে। তাই সদাপ্রভুর কাছে আমাদের প্রার্থনা হবে যেন তিনি তাঁর কাজ ধরে রাখেন। আমাদের সকল পাপ ও মন্দতা থেকে নির্দোষ রাখেন যেন আমরা সদাপ্রভুর গৌরবময় সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ থাকতে পারি।

২. তাঁর সান্ত্বনার নিশ্চয়তা হল যে, সদাপ্রভু তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন: মনে রেখ যিনি তোমাদের ডেকেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য (২৪ পদ)। ঈশ্বর দয়ার ভালবাসা তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের আহ্বান করেছে সত্যের জ্ঞানে, বিশ্বস্ত সদাপ্রভু হল তাদের রক্ষাকারী, আর তারা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে। এজন্য পৌল তাদের নিশ্চিত করেছেন যে,

তিনি যা আকাঙ্খা করেছেন তা সদাপ্রভু পূর্ণ করবেন, তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা ফলপ্রসু হবে; তিনি তাদের প্রতি তাঁর সকল মঙ্গল পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করবেন। লক্ষ্য করি, সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের অনুগত্য তার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করতে শেখায়।

৩. তাদের প্রার্থনা পৌলের অনুরোধ: ভাইয়েরা আমাদের জন্যও প্রার্থনা করো (২৫ পদ)। আমাদের একে অন্যেও জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ; আর ভাইদের উচিৎ ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা প্রকাশ করা। এই মহান সাধু থিষলনীকীয়দের ভাই বলে ডাকতে ও প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করতে কিছু মনে করেননি। একজন পরিচালক তার লোকদের প্রার্থনা কামনা করেন। যত মানুষ তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি সদাপ্রভুর কাছে থেকে ততই ভাল বৃদ্ধি লাভ করেন। আরও উপকার হল, লোকেরা তাদেও পরিচালকের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু লাভ করতে পারে।

৪. তাঁর অভিবাদন: পবিত্র চুম্বন দিয়ে সকল ভাইকে শুভেচ্ছা জানায়ো (২৬ পদ)। এভাবে পৌল নিজে, তীমথি ও সীল তাদের বন্ধত্বপূর্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এভাবে তারা এক অন্যেও নামে শুভেচ্ছা জানিয়েছে; এভাবে তারা তাদের অসীম ভালবাসা, আবেগ চুম্বন দ্বারা প্রকাশ করেছেন (১ পিতর ৫:১৪) যাকে এখানে পবিত্র চুম্বন বলে উল্লেখ করেছেন, যেন এ থেকে বুঝানো যায় যে, মন্দতা থেকে দূরে থাকার জন্য যেকোন অনুষ্ঠানে তাদের কতটা সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এই চুম্বন এমন কোন প্রতাপপূর্ণ চুম্বন নয় যা যিহূদা করেছিল, এই চুম্বন যেন ব্যভিচারীর বেহায়া চুম্বন না হয় (হিতোপদেশ ৭:১৩)।

৫. এই চিঠি পাঠ করা সম্পর্কে তাঁর শপথপূর্বক আদেশ: (২৭ পদ)। এটি শুধুমাত্র একটি উপদেশ নয়, সদাপ্রভুর নামে শপথও বটে। আর এই চিঠি সকল পবিত্র ভাইদের মাঝে পড়ে শুনানো হয়েছিল। এই চিঠি শুধু সাধারণ লোকদের মধ্যে পাঠ করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি, তাদের কোন বিষয়েই বারণ করা হয়নি কিন্তু এটা ছিল তাদের অপরিহার্য দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন করতে তারা বাধ্য ছিল। এই হেতু এই পবিত্র কথাগুলো অজানা মুখে লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়, সাধারণ ভাষায় এটি অনুদিত হয়েছে যেন সকল মানুষ এটি জানার জন্য আকর্ষিত হয়, যেন পাঠ করতে পারে ও বাক্যের সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারে। আইন-কানুন জনসম্মুখে পাঠ করা যিহূদীদের বিশ্রামবারের উপাসনার একটা অংশ ছিল, একইভাবে এই লেখা খ্রীষ্টের লোকদের মাঝে পাঠ করা উচিৎ।

৬. অন্যান্য পত্রের ন্যায় পৌলের আশীর্বাদের বাণী উচ্চারণ: আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শান্তি যুগে যুগে তোমাদের সাথে থাকুক (২৮ পদ)। খ্রীষ্ট যীশু আমাদের জন্য যা কিছু করেছেন তা জানা ব্যতীত আমাদের সুখী করার জন্য আর কোন কিছুর দরকার নেই, তিনি যে অনুগ্রহ ক্রয় করেছেন এবং যা মণ্ডলীর মস্তকরূপে খ্রীষ্টের উপর বাস করছে তার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। এটি হল চিরন্তন ও উপচে পড়া অনুগ্রহের ঝরণা যা, আমাদের সকল চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারে।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর কাছে প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

ভূমিকা

থিষলনীকীয়দের কাছে এই দ্বিতীয় পত্রটি প্রথমে পত্র লেখা পত্রটির অল্প সময়ের মধ্যেই লেখা হয়েছিল এবং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বের পত্রটি পাঠ করার পর তাদের মধ্যে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তা প্রতিরোধ করার জন্যই এটি লেখা হয়েছে। এখানে *শীঘ্রই খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের* বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রেরিত পৌল এই পত্রে কোন ধরণের দ্বান্দ্বিক বিষয় তুলে না ধরার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, যেন তাঁর লেখাগুলো কোন কোন লোক পুরানো ভাববাদীদের সাথে তুলনা করে বিশ্বাসীদের বলতে না পারে যে, খ্রীষ্টের আসার পূর্বে এখনো অনেক ধাপ পার হতে হবে ও অনেক মধ্যস্থতাকারীর আগমন ঘটবে, যদিও তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীষ্টের আগমন সন্নিকট। এই চিঠিতে উল্লেখিত অন্য বিষয়টি হল দুঃখের সময়ে তাদের সান্ত্বনা দান ও দায়িত্ব পালনে তাদের অনুপ্রাণিত করা।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

অধ্যায়ের শুরুতেই একটি ভূমিকা রয়েছে (১, ২ পদ), ভূমিকার পরবর্তী অংশে পৌল থিষলনীকীয়দেরকে অনেক বড় সম্মান দেখিয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু করলেন (৩,৪ পদ), তার-পর তিনি তাদের নির্যাতন ও যন্ত্রণার ব্যাপারে সান্ত্বনা দিয়েছেন (৫-১০ পদ), আর তিনি তাদের অবগত করেছেন যে, ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য তিনি কি কি বিষয়ে প্রার্থনা করছেন।

২ থিষলনীকীয় ১:১-৪ পদ

এখানে আমরা বুঝতে পারি–

প্রথমত: ভূমিকাতে (১,২ পদ) আমরা প্রথম চিঠির মত একই কথাগুলো দেখতে পাই, যেখানে আমরা লক্ষ্য করিন্থীয় যে, তিনি বলেছেন তোমাদের কাছে একই কথা লিখতে আমার কষ্ট হচ্ছে না (ফিলিপীয় ৩:১), যেন তিনি তাদের কাছে প্রচার করছেন, তাই এক মণ্ডলীর বলা কথাগুলো তিনি ইচ্ছা করেই অন্য মণ্ডলীর লোকদের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছেন। তার অন্যান্য পত্রের উদ্বৃতির পুনরাবৃত্তি করার বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, পরিচালক যে সত্যের মতবাদ তাদের কাছে প্রচার করেছেন সেই সত্যকে জানাতে তিনি তার ভাব প্রকাশের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে প্রয়োজন মনে করেন নি। সবচেয়ে সতর্ক যত্ন নেওয়া হয়েছে নতুন ধারণা, আবেগ, পদ্ধতি ও ভাব প্রকাশের বিপরীতে, যাতে আমরা প্রকাশিত মতবাদ, নতুন ধারণা ও ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরে না যাই; যে ধর্ম বিশ্বাসের উপর থিষলনীকীয় মণ্ডলী সহ, সকল সত্য মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে মহান ঈশ্বরই পিতা এবং খ্রীষ্ট যীশুই আমাদের প্রভু।

দ্বিতীয়ত: পৌল তাদের প্রতি খুবই সম্মান দেখিয়েছেন। তাদের প্রতি পৌলের শুধু চরম আবেগই ছিল না (যেমনটা তিনি পূর্বের চিঠিতে প্রকাশ করেছেন এবং আবার এখানেও তাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহ ও শান্তির ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে) কিন্তু এখানে অনেক বড় শ্রদ্ধা তাদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়গুলো লক্ষ্য করি–

১. তাদের প্রতি যেভাবে সম্মান দেখানো হয়েছে:

(১) তাদের জন্য তিনি সদাপ্রভুর গৌরব করেছেন: ভাইয়েরা তোমাদের জন্য সব সময়ই ঈশ্বরকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ (৩ পদ)। প্রশংসাসূচক বাক্য দিয়ে তাদেরকে উর্ধ্বে উঠানোর পরিবর্তে তিনি সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রশংসা করেছেন। আর তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা ছিল তাঁর আনন্দের বিষয় তাই ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেছেন এবং তা এইভাবেই হওয়া উচিৎ কারণ, আমরা

বাধ্য, আর আমাদের ও অন্যদের মঙ্গলের জন্য সদাপ্রভু যা কিছু করেছেন আমাদের উচিৎ তা নিয়ে সদাপ্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো; এটা আমাদের সহ-বিশ্বাসীদের প্রতি দয়া দেখানো নয় কিন্তু তাদের পক্ষে সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের কর্তব্য।

(২) তিনি ঈশ্বরর মণ্ডলীগুলোর সামনে তাদের নিয়ে গর্ববোধ করেছেন (৪ পদ)। পৌল কখনো তাঁর বন্ধুদের সাথে তোষামুদে আচরণ করেননি বরং তিনি তাদের প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আনন্দিত ছিলেন, তাদের বিষয়ে ভাল বলে সদাপ্রভুকে গৌরব দিয়েছেন ও অন্যান্য মণ্ডলীগুলোকে জাগ্রত ও উৎসাহিত করেছেন। পৌল তাঁর নিজের দান নিয়ে কখনো গর্ববোধ করেননি, তাদের প্রতি পৌলের করা পরিশ্রম নিয়েও নয় কিন্তু গর্ববোধ করেছেন তাদের উপর সদাপ্রভুর দয়া ও অনুগ্রহের জন্য, তাঁর গৌরব করা ভাল ছিল, কারণ সকল প্রশংসার কথা তিনি তাদেরকে বলেছেন এবং তিনি নিজে যে আনন্দ লাভ করেছেন তা ছিল সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য তাঁর করা গৌরব ও প্রশংসা।

২. যার কারণে তিনি তাদের সম্মান দিয়েছেন ও সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন; তাদের বিশ্বাস, ভালবাসা ও সহ্যগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর প্রথম পত্রে (১:৩) তিনি তাদের বিশ্বাস, ভালবাসা ও সহ্যগুণের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন আর এখানে ঐ সকল গুণের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কারণ, তারা যে শুধু সত্যিকারের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তা নয় কিন্তু তারা হল ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশ্বাসী। লক্ষ্য করি, যেখানে সত্যিকারের অনুগ্রহ আছে সেখানে এটা বৃদ্ধি লাভ করবে। ন্যায্যতার পথ হল উজ্জ্বল আলোর ন্যায়, সে আলো নির্ধারিত দিবসে আরো উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। যেখানে অনুগ্রহ ক্রমবৃদ্ধি লাভ করবে সেখান থেকে সদাপ্রভু আরও গৌরবান্বিত হবেন। আমরাও আমাদের জীবনে তাঁর ভাল কাজের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য তাঁর কাছে ঋণী, কারণ আমরাই তাঁর অনুগ্রহের প্রথম সূচনা এবং প্রথম ফল। আমরা হয়তো একটি বিষয় চিন্তা করে পরীক্ষায় পড়তে পারি যে, যখন আমরা মন্দ ছিলাম তখন যদিও নিজেদের ফিরিয়ে আনতে পারতাম না, কিন্তু এখন আমরা যেহেতু ভাল আছি, সেহেতু আমরা সহজেই নিজেদের আরও ভাল পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু আমরা তার দয়ার উপর আরও নির্ভর করিন্থীয় কারণ, যে অনুগ্রহ চারার মত করে আমাদের মাঝে বৃদ্ধি লাভ করে তা কোন এক সময় আমাদের মধ্যে ছিল না। থিষলনীকীয়দের পক্ষে সদাপ্রভুর গৌরব করা ও ধন্যবাদ জানানোর মূল বিষয় ছিল–

(১) তাদের বিশ্বাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে (৩ পদ)। তারা সুসমাচারের সত্য আলোড়নের প্রতি খুবই নিশ্চিত ছিল, বাক্যের প্রতিজ্ঞার বিষয়ে দৃঢ় ছিল এবং সত্যিকারের জগৎ সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি তাদের বিশ্বাসের কাজ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে এবং যেখানে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় সেখানে অন্যান্য সকল অনুগ্রহও সমপর্যায়ে বাড়তে থাকে।

(২) একে অন্যের প্রতি তাদের ভালবাসা উপচে পড়ছে। মানুষের ও সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসা। লক্ষ্য করি, যেখানে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, ভালবাসা সেই বিশ্বাসকে ঘিরে রাখে, বলা যায় বিশ্বাস ভালবাসার দ্বারা কাজ করে। তাদের কয়েক জনের ভালবাসা বৃদ্ধির

কথা নয় কিন্তু প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি উপচে পড়েছে। অন্য কোন মণ্ডলীগুলোর মধ্যে তাদের মত কোন সংগঠন ছিল না।

(৩) তাদের সহ্যগুণ ও সহ্যগুণের সাথে ভালবাসা শত নির্যাতন ও ক্লেশ যাপনের মধ্যেও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সকল ক্ষেত্রে সহ্যগুণ তাদের সঠিকভাবে কাজে লেগেছে। ন্যায্যতার জন্য থিষলনীকীয়দের অনেক নির্যাতনের সম্মুখিন হতে হয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে, আর এ সবই সহ্য করেছেন বিশ্বাসের দ্বারা যা ছিল অদৃশ্য এবং দৃষ্টি ছিল শেষ পুরস্কারের দিকে; ধৈর্যের সাথে তাদের সহ্য করেছেন কিন্তু তাদের প্রতি অধৈর্য হয়ে নয়, এই ধৈর্য জাগ্রত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের নৈতিকতা থেকে; যা তাদেরকে শান্ত ও সমর্পিত রেখেছিল এবং এটি তাদের অন্তরে আশা ও সহায়তা যুগিয়ে ছিল।

২ থিষলনীকীয় ১:৫-১০ পদ

এই মণ্ডলীর লোকেরা খ্রীষ্টের জন্য যে নির্যাতন ভোগ করেছে তাদের সেই নির্যাতন ও ক্লেশের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এই নির্যাতনের মাঝে সান্ত্বনার জন্য তিনি কতগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেমন−

প্রথমত: তিনি তাদেরকে নির্যাতনের মাঝে বর্তমান সুখ ও সুযোগের বিষয় বলেছেন (৫ পদ)। এভাবে তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ও ধৈর্যের চর্চা হচ্ছে, নির্যাতনের মধ্যে তাদেরও এমন বৃদ্ধি ঘটছে যে, পৌল বলেছেন− তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত বলে ধরা হবে। তাদের নির্যাতিত হওয়া হল এর একটি প্রকাশ্য টিকিটস্বরূপ যেন তাদের উপযুক্ত ও সত্যিকারের বিশ্বাসী বলে ধরা হয়; যেহেতু তারা খ্রীষ্টের বিশ্বাসের জন্যই নির্যাতিত হচ্ছে। আর সত্যটা হল, ধর্মের কাছে যদি কোন কিছু যোগ্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সেটা সব বিষয়েই যোগ্য। আর যাদের এই ধর্ম নেই, তাদের এই যোগ্যতাও নেই বা তারা জানেনা কিভাবে এর মূল্য দিতে হয়, আর তাদের অন্তর কখনো এ বিষয়ে নির্যাতনের সম্মুখিনও হবে না। এছাড়া তাদের ভোগ করা নির্যাতন ন্যায়বিচারক ঈশ্বরের কাছে তাদের যোগ্য বলে উপস্থিত করবে: তাদের সাধারণ যোগ্যতায় নয় কিন্তু ঐক্যের জন্য, এমন নয় যে তারা নিজেরদের চেষ্টায় স্বর্গ জয় করবে কিন্তু তাদের স্বর্গের জন্যই যোগ্য করা হয়েছে। আমরা নয় কিন্তু আমাদের ভোগ করা নির্যাতন, বা আরও যদি উল্লেখ করার মত কিছু থাকে তা হল আমাদের উপাসনা। স্বর্গের জন্য আমরা অযোগ্য কিন্তু নির্যাতনের দ্বারা আমাদের ধৈর্যই আমাদের সেই আনন্দ লাভের জন্য যোগ্য করে তুলেছে। সেই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সদাপ্রভুর জন্য নির্যাতন সহ্যকারীদের উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়ত: নির্যাতিতদের জন্য যে প্রতিদান ভবিষ্যতে সদাপ্রভু দিবেন সেই বিষয়ে তিনি তুলে ধরেছেন।

১. ভবিষ্যতে এই সব প্রতিদানের মাধ্যে থাকবে:

(১) নির্যাতনকারীদের জন্য ভয়ানক শাস্তি; যারা তোমাদের কষ্ট দেয়, ঈশ্বর তাদের কষ্ট দিবেন (৬ পদ)। তাদের পক্ষে চিরকালের ধ্বংসের উপর আর কোন কঠোর শাস্তি থাকতে পারে না এবং তারা ঈশ্বরর লোকদের শত্রু বলে আখ্যায়িত হবে। যখন বিশ্বাস, সহ্যগুণ ও বিশ্বাসীদের স্থিরতা তাদের খাঁটি চিরকালের আনন্দ এবং বিশ্রাম দিবে আর নির্যাতনকারীদের অহংকার, মন্দতা, খারাপ আচরণ তাদের চিরকালের ঈশ্বরের ক্রোধে নিয়ে যাবে। সব মানুষকে তার সাথে বের হতে হবে, বেরিয়ে যেতে হবে পৃথিবীর বাইরে যেখানে থাকবে চিরকালের জন্য স্বর্গ বা নরক। সদাপ্রভু নিজেই প্রতিশোধ নিবেন, যারা তাদের কষ্ট দিবে, তিনি তাদেরও কষ্ট দিবেন। তিনি এই জগতেও অনেকবার এই কাজটি করেছেন যেখানে নির্যাতনকারীদের লজ্জাজনক পতনই তার সাক্ষী হয়ে আছে। কিন্তু বিশেষভাবে তিনি এ কাজটি করবেন পরজগতে, যেখানে মন্দ লোকেরা চোখের জল ফেলবে ও বিলাপ করবে এবং দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

(২) নির্যাতিতদের জন্য রয়েছে পুরস্কার: সদাপ্রভু তাদের যন্ত্রণার বিনিময়ে তাদের বিশ্রাম দিবেন (৭ পদ)। সদাপ্রভুর লোকদের জন্য এক বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে সে বিশ্রাম হল পাপ ও কষ্টমুক্ত বিশ্রাম। হতে পারে অনেকেই এমন ন্যায্যতার জন্য নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে কিন্তু সদাপ্রভু সকলকেই এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন। সেই অনাগত বিশ্রাম বর্তমানের নির্যাতনকে বহুগুণে অতিক্রম করবে। যে গৌরব আসছে তার সাথে বর্তমানের নির্যাতনের কোন তুলনা হতে পারে না। এই জগতে আমরা যা কিছু হারিয়েছি ও যে নির্যাতন ভোগ করেছি তার প্রতিদান স্বর্গে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। পৌল বলেছেন, তোমরা যারা নির্যাতিত হচ্ছ তারা আমাদের সাথে একই বিশ্রামে যাবে। স্বর্গে পরিচালক ও সাধারণ অনুসারীগণ একই সাথে বিশ্রাম গ্রহণ করবে, একই আনন্দ ভোগ করবে, কারণ তারা একই নির্যাতন সহ্য করেছেন। আমরা যদি খ্রীষ্টের জন্য নির্যাতন ভোগ করি, আমরা খ্রীষ্টের সাথে রাজত্বও করবো (২ তীমথিয় ২:১২)।

২. ভবিষ্যৎ পুরস্কার সম্পর্কে আমরা আরও কিছু বিষয় পর্যবেক্ষণ করবো :–

(১) এর নিশ্চয়তা প্রদান করবে ন্যায়বান ও ন্যায়বিচারক ঈশ্বর: এটা হল ঈশ্বরর ন্যায় বিচার (৬ পদ), যেন প্রত্যেক মানুষ তার কাজ অনুসারে তার ফল পায়। এই নীতি জগতের নির্যাতনকারী ও মন্দ লোকদের জন্য খুবই ভয়ংকরভাবে প্রমাণিত হবে, আর যারা খাঁটি ও নির্যাতনের স্বীকার তাদের জন্য এটি হল একটি আনন্দের সংবাদ। কারণ আমাদের ঈশ্বর হলেন ন্যায়বিচারক সুতরাং ন্যায্য পুরস্কার দিতে তার কোন ভুল হবে না। সদাপ্রভুর জন্য নির্যাতিত বিশ্বাসী নির্যাতনের কারণে কিছুই হারাবে না, অন্যদিকে নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে ঐ মন্দ লোকেরা কিছুই লাভবান হতে পারবে না।

(২) একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে যখন ন্যায্যতার প্রতিদান দেওয়া হবে: যখন খ্রীষ্ট যীশু স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হবেন (৭ পদ)। সেই দিনই হবে ঈশ্বরর ন্যায় বিচারের জাগরণের দিন। সদাপ্রভুর পূর্ব নির্ধারণ করা সেই দিনই হবে ঈশ্বরর ন্যায় বিচারের আবির্ভাবের দিন। সদাপ্রভুর পূর্ব নির্ধারণ করা সেই ব্যক্তির মাধ্যমে সদাপ্রভু তাঁর ন্যায়বিচারের কাজ শুরু

করবেন, আর সেই ন্যায়বিচারক হলেন যীশু খ্রীষ্ট। মহান ঈশ্বরের এই রাজ্যের কাজ চলাকালে তার ন্যায্যতা সকল মানুষের দৃষ্টিগোচর হবেনা, কারণ তখন কেবল সদাপ্রভুর রাজ্যের মহা বিচার প্রক্রিয়াকরণের লগ্ন শুরু। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের সত্যিই বলে– বিচারের সময় আসবে এবং আমরা কেউই তা এড়িয়ে যেতে পারব না এবং পুস্তকে বিভিন্নভাবে খ্রীষ্টের আগমনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণও করা হয়েছে। কারণ–

[১] সেই দিনে খ্রীষ্ট যীশু স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হবেন। এখন স্বর্গ তাঁকে ধরে রেখেছে, তাঁকে ঘিরে রেখেছে কিন্তু সেই সময় তিনি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হবেন। যখন আমরা ত্রাণকর্তাকে খুঁজতে থাকব। তখন তিনি স্বর্গ থেকে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হবেন।

[২] তিনি প্রকাশিত হবেন তাঁর শক্তিশালী স্বর্গদূতদের সাথে (৭ পদ), অন্য কথায় তাঁর ক্ষমতার স্বর্গদূতদের নিয়ে: তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে সেই মহান দিনে তাঁর উপস্থিতিকে ভাবগম্ভীর করতে ও অনুগ্রহ করতে উপস্থিত হবেন। তাঁরা পাপীদের তাঁর বিচারের অধীন করবে, বাছাই করার জন্য একত্রিত করবে, আর তাঁর রায় পালন করে পাপীদের নির্ধারিত স্থানে নিক্ষেপ করবেন।

[৩] তিনি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে প্রকাশিত হবেন (৮ পদ)। একটি আগুন তাঁর সামনে ধাবিত হবে যা তার শত্রুদের গ্রাস করবে, পৃথিবীর মাঝে যত কার্যক্রম রয়েছে সব পুড়িয়ে দিবে। আর অপরিসীম উত্তাপে সব কিছু গলতে থাকবে। এই আগুন হল পরীক্ষার আগুন, এই আগুনের দ্বারা মানুষের কাজকে যাচাই করে দেখা হবে। এটি হল পরিশোধনের আগুন যা সাধুদের কাজকে পবিত্র করবে। যারা এই পরীক্ষায় খাঁটি বলে প্রমাণিত হবে তার নতুন জগৎ ও নতুন স্বর্গে সুখ লাভ করবে। অন্যদিকে মন্দ লোকদের জন্য থাকবে ধ্বংসের আগুন। সেদিন যাদের তুষ হিসেবে পাওয়া যাবে তার জ্যোতি তাদের ভেদ করবে, তার শক্তি সেদিন তাদের ধ্বংস করবে।

[৪] এই আগমনের ফল কিছু লোকদের জন্য হবে ভয়ংকর আর কিছু লোকদের জন্য হবে মহা আনন্দের বিষয়।

প্রথমত, কিছু লোকের জন্য এর এর ফল হবে ভয়ংকর: কারণ তিনি মন্দ লোকদের উপর তার প্রতিশোধ নিবেন।

১. যারা ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে পাপ করেছে ও প্রকৃত আলোর বিরোধিতা করেছে, যারা ঈশ্বরকে জানেনা (৮ পদ),

২. অভিশাপ তাদের জন্য যারা প্রত্যাদেশকৃত আলোর বিরোধিতা করেছে, যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারে বিশ্বাস করেন নি। আর এটাই হল শেষ বিচার, সেই আলো জগতে এসে পড়েছে, আর জগতের মানুষ আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে বেছে নিয়েছে। বেশিরভাগ মানুষের জন্য এটিই হল সবচেয়ে বড় অপরাধ– সুসমাচার তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তারা সুসমাচারকে অগ্রাহ্য করেছে, যদিও তারা বিশ্বাস করার ভান করবে কিন্তু তারা

সুসমাচারকে সম্মান করবে না। এখানে অবশ্যই বাধ্যতাপূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। এখানে সে বৈশিষ্ট্যের লোকদের কথা বলা হয়েছে ৯ পদে। লক্ষ্য করি,

(১) তখন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। যদিও দীর্ঘ সময় তারা শাস্তি হতে বঞ্চিত ছিল কিন্তু শেষে তাদের শাস্তি পেতেই হবে। তাদের দূর্দশা হবে তাদের অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি, এটাই তাদের যোগ্য পাওনা। তারা পাপের কাজ করেছে সুতরাং তারা পাপের বেতন পাবে।

(২) তাদের শাস্তি ধ্বংস যজ্ঞের চেয়ে কোন অংশেই কম হবে না, তাদের অস্তিত্বের নয় কিন্তু পরম অস্তিত্বের, দেহ ও আত্মা উভয়েরই ধ্বংস।

(৩) এই ধ্বংস হবে চিরকালের জন্য। তারা সব সময় মৃত্যুকে খুঁজবে কিন্তু তারা মারা যাবে না। চিরকাল ধরে যন্ত্রণা তাদের চারদিক থেকে আক্রমণ করতে থাকবে। অন্ধকার হবে তাদের জন্য চিরকালের অন্ধকার আর আগুন হবে তাদের জন্য চির জলন্ত আগুন। এটি এমনই হওয়া প্রয়োজন যেহেতু শাস্তিটি জীবন্ত ঈশ্বর নিজেই নির্ধারণ করেছেন। মৃত্যুহীন এক আত্মায় তারা বাঁধা থাকবে আর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের সীমানার বাইরে তাদের স্থাপন করা হবে।

(৪) এই ধ্বংস আসবে প্রভুর উপস্থিতিতে, যা হবে হঠাৎ, সরাসরি ঈশ্বরের কাছে থেকে। এই জগতে তিনি শাস্তি দেওয়ার সময় তারই সৃষ্টিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন, কিন্তু সেখানে তাঁর কাজ তিনি নিজের হাতেই করবেন। এটা হবে সর্বশক্তিমানের নিজের কাছ থেকে আসা ধ্বংস, যে আগুন নাদব ও অবিহূর উপর আসা আগুনের তুলনায় বহুগুণে ভয়ংকর।

(৫) এর আগমন ঘটবে তাঁর ক্ষমতার গৌরবে বা তাঁর গৌরবময় শক্তি থেকে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের ন্যায়বিচার নয় কিন্তু এই অসীম ক্ষমতা পাপীদের ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হবে। যিনি অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করতে পারেন কে বলতে পারবে তাঁর রোষানলের ক্ষমতা কতটুকু?

দ্বিতীয়ত, সেই দিন কিন্তু লোকদের জন্য খুব আনন্দের দিনে পরিণত হবে, সাধুগণ এবং যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করেছে ও বাধ্য থেকেছে। প্রেরিত পৌল ঐ দিনের আবির্ভাবের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন ও নিশ্চিত বিশ্বাস করেন (১০ পদ); সেই উজ্জ্বল ও আশীর্বাদের দিনে–

১. খ্রীষ্ট যীশু তাঁর সাধুদের দ্বারা মহা গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হবেন। তারা তাঁর গৌরব ধরে রাখবে, আনন্দের সাথে সম্মান দিবে; তারা তাঁর দয়ার গৌরব করবে, তাদের প্রতি আশ্চর্য ক্ষমতা ও মঙ্গলের জন্য সম্মান দিবে এবং ঐ দিনের তুরি-ধ্বনির সাথে তাঁরা হাল্লেলুইয়া গান গাবে, তাদের সম্পূর্ণ বিজয়ও আনন্দের জন্য।

২. তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হবেন। তখন তাঁর দয়া ও শক্তির পূর্ণ প্রকাশ

হবে, যখন এটি প্রকাশিত হবে তখন তিনি যা ক্রয় করেছেন, গড়ে তুলেছেন, বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন, আর যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছে তারা এর অধীন হবে। যেহেতু তার অভিশাপ, ক্রোধ ও শক্তি তাঁর শত্রুদের ধ্বংসের জন্য ঠিক করা, সেহতু তাঁর দয়ার ক্ষমতা তাঁর সাধুদের পরিত্রাণের জন্য বিশালাকার ধারণ করবে। লক্ষ্য করি, খ্রীষ্ট তাদের বিষয়ে বলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করেছে, জগতের অবস্থা একদিন কি আশ্চর্য হবে! এখন কথা হল, তারা এই জগতে অনেক ভাবেই বিস্মিত, কিন্তু সেই মহান ও গৌরবময় দিনে তারা আরও কতটুকু আশ্চর্যরূপ ধারণ করতে পারে? অন্যদিকে যখন ঈশ্বরের রহস্যের ঘন্টা শেষ হবে তখন খ্রীষ্ট বা যার নাম আশ্চর্যমন্ত্রী তিনি কিভাবে সম্মানিত হবেন?

সেইদিন খ্রীষ্ট স্বর্গদূতদের দ্বারা বহুগুণে সম্মানিত হবে না, কিন্তু তাঁকে তাদের সাথে স্বর্গ থেকে নিয়ে আসা হবে, অনেক পবিত্র লোক ও অনেক পুত্রগণের সাথে তাঁকে গৌরবে নিয়ে আসা হবে।

২ থিষলনীকীয় ১:১১-১২ পদ

উক্ত পদগুলোতে পৌল থিষলনীকীয়দের কাছে আবার তাঁর আন্তরিক ও নিয়মিত প্রার্থনার বিষয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি তাদের মধ্যে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর অন্তরে থিষলনীকীয়বাসী স্থায়ীভাবে আছেন; তারা সব সময় তাঁর চিন্তা-চেতনায় রয়েছে, তিনি তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করেন, পৌল তাদের জন্য আন্তরিক ও অটল প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা ও শুভ কামনাকে প্রকাশ করেছেন: তাই আমরা সব সময় তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি। লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রতি বিশ্বাস ও আশা আমাদেরকে নিজের ও অন্যদের জন্য প্রার্থনার প্রেরণা দেয়। আমাদের উচিৎ জেগে থাকা ও প্রার্থনা করা যেমনটা আমাদের ত্রাণকর্তা তার শিষ্যদের প্রতি আদেশ করেছিলেন (লূক ২১:৩৬), সজাগ থেকো ও সব সময় প্রার্থনা করো যেন যা কিছু ঘটবে তা পার হয়ে যেতে এবং মনুষ্যপুত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তোমরা শক্তি লাভ কর।

১. প্রেরিত পৌল যে বিষয়ে তাদের জন্য আশীর্বাদ করেছেন (১১ পদ): কি বিষয়ে প্রার্থনা করা দরকার তা স্পষ্ট নির্দেশনা দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু স্বর্গীয় নির্দেশনা ব্যতীত আমরা সঠিকভাবে জানতে পারিনা যে, কি বিষয়ে প্রার্থনা করতে হবে, আর স্বর্গীয় সহযোগিতা ছাড়া উপযুক্তভাবে আমরা প্রার্থনা করতে পারি না। আমাদের প্রার্থনা আমাদের আশার অনুরূপ হওয়া দরকার। পৌল তাদের জন্য এভাবে প্রার্থনা করেছেন—

১) যেন ঈশ্বর তাঁর দয়ার ভাল কাজ তাদের মধ্যে শুরু করেন; তাই আমরা তার এই প্রকাশ ভঙ্গী দেখতে পাই: যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদের তাঁর ডাকের যোগ্য বলে মনে করেন। আমাদের আহ্বান করা হয়েছে খুব উচ্চ এবং পবিত্র আহ্বানের দ্বারা; আমাদের আহ্বান করা হয়েছে সদাপ্রভুর রাজ্য ও তাঁর গৌরবের জন্য; পবিত্র লোকেরা যে অধিকার লাভ করবে তাঁর তুলনায় আমাদের আহ্বান কোন অংশেই ক্ষুদ্র নয়, খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে যেদিনে

প্রকাশিত হবেন সেই দিনের আনন্দ, সুখও কোন দিক থেকে কম নয়। এখন বিষয় হল যদি এ আহ্বান আমাদের জন্য হয়, তাহলে আমাদের লক্ষ্য থাকবে ঐ আহ্বানের জন্য যোগ্য হওয়া, অথবা এই গৌরবে সাড়া দেওয়া ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা: কারণ হল এ বিষয়ে আমাদের নিজস্ব কোন যোগ্যতা নেই কিন্তু আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ যেন সেই আহ্বানের জন্য তিনি আমাদের যোগ্য করে তোলেন বা আলোর রাজ্যে সাধুগণ যে অধিকার লাভ করবে তার অংশীদার হওয়ার জন্য যেন যোগ্য করে তোলেন (কলসীয় ১:১২)।

২) যে ভাল কাজ শুরু হয়েছে সদাপ্রভু যেন তা চালিয়ে নিয়ে যান এবং সমস্ত ভাল কাজ করার ইচ্ছা পূরণ করেন। ঈশ্বরের আনন্দ তাঁর লোকদের জন্য দয়াপূর্ণ পরিকল্পনাকে বুঝায়, যা তাঁর মহত্ব থেকে প্রবাহিত হয় এবং সম্পূর্ণ তাদের জন্য প্রবাহিত হয় ও আমাদের কাছে পৌঁছায়। যদি আমাদের জীবনে মঙ্গল কিছু ঘটে তাহলে সেটি হয় সদাপ্রভুর শুভ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তার কারণ হল, তাঁর সন্তুষ্টি যাকে বলা যায় তাঁর দয়ার ফল। এখন বিষয় হল, তাঁর লোকদের প্রতি ঈশ্বরের দয়ার বিভিন্ন ধরণের বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে; আর পৌল প্রার্থনা করেছেন যেন সব দিকগুলোই থিষলনীকীয়দের প্রতি পূর্ণতা লাভ করে। ঈশ্বরের লোকদের হৃদয়ে তাঁর দয়ার কিছু ভাল কাজ শুরু হয়েছে, যা গতিশীল হয়েছে মাবুদেরই ভাল কাজ করার মঙ্গল ইচ্ছার দ্বারা। আর আমাদের আশা রাখা দরকার যেন সেই কাজগুলো শুভ সমাপ্ত হয় ও আমাদের মাঝে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এক কথায় বললে, পৌল প্রার্থনা করেছেন যেন বিশ্বাস করবার ফলে তারা যে কাজ করছে তাহা যেন পূর্ণতা পায়। লক্ষ্য করি,

(১) অন্যান্য সকল ভাল কাজের পূর্ণতা থেকেই বিশ্বাসের সকল কাজের পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব।

(২) এটি হল ঈশ্বরের ক্ষমতা যা শুধু করেই থেমে যাননি, কিন্তু বিশ্বাসের কাজের পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত করেছে।

২. পৌল এ বিষয়গুলো নিয়ে কেন প্রার্থনা করেছেন (১২ পদ): যেন খ্রীষ্ট যীশুর নামের গৌরব প্রকাশিত হয়; এটিই আমাদের সকল আকাঙ্খা ও কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, যেন আমাদের সকল কাজের দ্বারা সদাপ্রভু ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের গৌরব হয়। এই চূড়ান্ত পরিসমাপ্তির জন্য আমাদের নিজের সুখ-শান্তি এবং অন্য সকল বিষয় যেন মূল্যহীন হয়ে পরে। আমাদের ভাল কাজ লোকদের সামনে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন যেন তারা আমাদের ভাল কাজ দেখে আমাদের স্বর্গীয় পিতার গৌরব করতে পারে, যেন আমাদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যীশু গৌরবান্বিত হন, আর তাঁর সাথে আমরাও গৌরবান্বিত হতে পারি। এটাই হল উত্তম পরিসমাপ্তি, এবং খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দয়ার চূড়ান্ত পর্যায়, যা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে ও এটা আমাদের করণীয়। অন্যভাবে এটি হল ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ও আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, যেন আমরা সরাসরি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পরিত্রাণকর্তার গৌরব করতে পারি।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ২

এই পত্রে পৌল প্রথমেই খুব যত্নের সাথে এমন কিছু লোকের কাছে শিক্ষাদান করেছিলেন যারা খ্রীষ্টের আগমন একদম সন্নিকট ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদের সেই গুজব ছড়িয়ে দিতে বারণ করেছিলেন (১-৩ পদ)। তারপর তাদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করেছেন তার পক্ষে যুক্তি প্রদান করলেন এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যে দু'টি ঘটনা ঘটবে তার সম্পর্কে তাদের বললেন। সে দু'টি বিষয় হল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মহা বিদ্রোহ এবং ভণ্ড খ্রীষ্টের (পাপ-পুরুষ) আগমন। এই ভণ্ড খ্রীষ্টের বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন, তার নাম, তার চরিত্র, তার উত্থান, তার পতন প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি তাদের ধারণা দেন (৪-১২ পদ)। অতঃপর তিনি তাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে ভয়ের বিরুদ্ধে সান্ত্বনা দেন এবং তাদের দৃঢ় থাকতে উৎসাহ প্রদান করেন (১৩-১৫)। পরিশেষে তাদের জন্য প্রার্থনা করে শেষ করেন (১৬,১৭)।

২ থিষলনীকীয় ২:১-৩ পদ

তাঁর এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে এটা বোঝা যায় যে, থিষলনীকীয়দের মধ্যে কেউ কেউ প্রেরিত পৌলের পূর্বের পত্রে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেনি। তারা মনে করেছিল খ্রীষ্টের আগমন অত্যন্ত নিকটেই, যেন খ্রীষ্ট পুনরায় আসবার জন্য এবং বিচার শুরু করবার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে আছেন। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে কেউ কউ ভান করতে শুরু করেছিল যে, তারা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে বিশেষ দান পেয়েছিল অথবা তিনি তাদের মাঝে যখন ছিলেন তখন তার কিছু বিশেষ শিক্ষার অংশবিশেষ তারা শুনেছিল, পুরোপুরি নয়। এ সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান করার জন্য এবং ভুল শোধরাবার জন্য তদুপোরি এই ভুল শিক্ষার ছড়িয়ে পরা প্রতিহত করবার জন্য পৌল এই শিক্ষাটি লিখলেন। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসীদের মধ্যে যখনই কোন ভুল শিক্ষার উদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তা শোধরানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ এবং তা সেখানেই নিঃশেষ করে দেয়া উচিৎ। একজন ভাল মানুষ সবসময় তার বলা কোন কথা বা শিক্ষা থেকে উদ্ভুত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর জন্য সচেষ্ট থাকেন তা সেই কথা যতই ভাল এবং সততাপূর্ণ হোক না কেন। আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, আমাদের আশেপাশে অনেক প্রতিপক্ষ আছে যারা আমাদের সামান্যতম অসাবধানতার সুযোগের সন্ধান করে যেন তার নেতিবাচক ব্যবহার করতে পারে, এমনকি, তারা ঈশ্বরের বাক্যেরও অসৎ ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করে না।

এখানে লক্ষণীয় যে,

প্রথমত: পৌল তাদের ভুল শোধরাবার জন্য কি আন্তরিক এবং উদ্বিগ্নই না ছিলেন! তোমাদেরকে বিনতি করছি (১ পদ)। যেখানে তিনি তাদের সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করতে পারতেন এবং তাদের ভুলের জন্য দোষারোপ করতে পারতেন, সেখানে তিনি তাদের সাথে সেই রকম ব্যবহার করলেন যেমনটি ভাইয়েরা করে থাকে। তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়া এবং সৌজন্য প্রকাশ করলেন এবং খুব ধীরে ধীরে তাদের অনুগ্রহভাজন হলেন। আর কেউ যদি কোন ভুল করে থাকে, তবে তার ভুল শোধরাবার জন্য এবং ভাল পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য এটাই হল সবচেয়ে ভাল উপায়: তাদের সাথে ভদ্র এবং ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা। রুক্ষ এবং কঠোর ব্যবহার তাদের আত্মাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে এবং আমরা তাদেরকে যে যৌক্তিক বিষয় সম্পর্কে জানাবো সেই সম্পর্কে আগে থেকেই তারা ভুল ধারণা নিয়ে থাকতে পারে। তিনি তাদের কাছে মিনতি করে বলেন: আমাদের যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর কাছে আমাদের সংগৃহীত হবার বিষয়ে তোমাদেরকে এই বিনতি করছি; এই বাক্য উৎসরিত হয়েছে একটি কসম থেকে যার অর্থ হচ্ছে আমাদের এই কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, খ্রীষ্ট যীশু আসবেন, আর তারা যদি এই কথা বিশ্বাস করে যে, খ্রীষ্ট আসবেন, তবে তাদের সেই আশা নিয়ে আনন্দ করা উচিৎ। তাদের ভুলকে এড়িয়ে চলা সম্পর্কে এবং এই বিষয়ে শয়তানের সমস্ত পরীক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে কারণ শয়তান এই বিষয়টি নিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছে। পৌলের এই জোর দেয়া থেকে আমরা বুঝতে পারি,

১. এটা সবচেয়ে নিশ্চিত বিষয় যে, খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর বিচার করবার জন্য আবার আসবেন, তিনি আসার সময় স্বর্গের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং জাঁকজমকের সাথেই আসবেন। আমরা শুধু যা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি এবং যা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সূচনা হয় তা হল তাঁর আসবার সময়। তিনি নিজেই আসবেন এটা ঠিক। এই বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে সকল বিশ্বাসী এবং মণ্ডলীর রয়েছে শুধু তাই নয়, পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদেরও আশা এবং বিশ্বাস ছিল। "আর আদমের সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও এই লোকদের উদ্দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন, "দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র স্বর্গদূতের সঙ্গে আসলেন, যেন সকলের বিচার করেন" (যিহূদা ১৪)।

২. খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় সকল পবিত্র লোক তাঁর কাছে একত্রিত হবে। এই কথার মধ্য দিয়ে দেখা যায়, যেহেতু সব পবিত্র লোক খ্রীষ্টের কাছে একত্রিত হবে, সেহেতু তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, খ্রীষ্ট যিরূশালেম ধ্বংস করতে আসছেন না, বরং তিনি আসছেন শেষ বিচারের উদ্দেশ্যে। পৌল একটি চিরন্তন সত্যই প্রকাশ করেছেন, তিনি কোন কাল্পনিক গল্প বলেননি। পবিত্র লোকদের সম্মেলন সেই দিন খ্রীষ্টের সম্মানের একটি অংশ হবে আর তা পবিত্র লোকদের আনন্দকে পরিপূর্ণ করে তুলবে।

ক. সেখানে সবাই একসাথে জড়ো হবে। সেটা হবে পবিত্র লোকদের একটি সাধারণ সভা, শুধুমাত্র পবিত্র লোকদের। পুরাতন নিয়মের পবিত্র লোক যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করতেন ব্যবস্থার ছায়ার মধ্য দিয়েও এবং নতুন নিয়মের পবিত্র লোক যাদেরকে সুসমাচারে অমরত্ব দেয়া হয়েছে এবং এর পর থেকে যারা নতুন জীবন লাভ করে পবিত্র পোশাক পরিধান

করেছে। তারা সকলে একত্রিত হবে। তারা পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে, বাতাস থেকে, যে যেখানে আছে সেখান থেকে, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে শেষ সময় পর্যন্ত পবিত্র বলে গৃহিত হওয়া সকলে এক সাথে জড়ো হবে।

খ. তারা খ্রীষ্টের কাছে জড়ো হবে। খ্রীষ্ট হবেন তাদের একতার কেন্দ্রবিন্দু। তারা তাঁর কাছে জড়ো হবে তাঁর পরিচারক হবার জন্য, তাঁর পক্ষ হয়ে কাজ করবার জন্য, খ্রীষ্ট এবং পিতা ঈশ্বরের পরিচয়ে পরিচিত হবার জন্য, চিরকাল খ্রীষ্ট তথা ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস করার জন্য এবং চিরকালব্যাপী ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সুখে শান্তিতে জীবন কাটানোর জন্য।

গ. বিশ্বাসীদের জন্য খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং তাঁর কাছে আমাদের সমাবেশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। এটি ছাড়া পৌলের এই শিক্ষা অবান্তর হয়ে পরে। আমাদের এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমরা এই বিষয়গুলো শুধু বিশ্বাসই করবো না, আমাদেরকে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণও করতে হবে এবং আমরা যে ক্ষণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি সেই মহাক্ষণের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত: এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পৌল থিষলনীকীয়দের বিশেষভাবে সাবধান করে দেন যেন তারা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে কোন বিষয় নিয়ে প্রতারিত না হয়। "মনের স্থিরতা থেকে বিচলিত হয়ো না বা ভয় পেয়ো না"। লক্ষ্যণীয়: আমাদের মনের ভুলে আমাদের বিশ্বাসের ভীত নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে এবং আমাদের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। আর এ রকম নড়বড়ে বিশ্বাস এবং সমস্যাসঙ্কুল হৃদয় সহজেই প্রতারিত হয় এবং প্রতারকদের ফাঁদে আটকা পড়ে।

১) প্রেরিত পৌল তাদের প্রতারিত হতে দিতে পারেন না: "তোমাদেরকে যেন কেউ কোন মতে ভুল পথে নিয়ে না যায়" (৩ পদ); অনেকেই আছে যারা প্রতারণা করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং তাদের প্রতারণার জন্য বিভিন্ন উপায়ও আছে। তাই আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। কোন কোন প্রতারক ভান করবে যে, তারা নতুন গুপ্ত তথ্যের সন্ধান পেয়েছে, কেউ কেউ পবিত্র বাক্যের ভুল ব্যাখ্যা দেবে, অত্যন্ত চালাকীর সাথে সবাইকে বোকা বানানোর জন্য তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করবে। কাজেই আমাদেরকে যত্নশীল হতে হবে যাতে কোন লোকই আমাদেরকে কোনভাবে প্রতারিত করতে না পারে। পৌল বিশেষভাবে একটি বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করে বলেন যে, তারা যেন এই কথা মনে না করে যে, প্রভুর দিন একদম কাছে চলে এসেছে। প্রেরিতের সময়ে অনেক বিশ্বাসী এমনই মনে করতো। যদিও এটি নিছকই একটি ভুল ছিল এবং তা মণ্ডলীর জন্য খারাপ ফল বয়ে নিয়ে এসেছিল। তাই,

২) তিনি তাদের সাবধান করে দেন এবং তাদেরকে বলেন যেন তাদের অন্তর বিচলিত না হয় এবং তাদের মনে যেন ভয় না জাগে।

[১] তিনি তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল হতে দিতে পারেন না। আমাদের খ্রীষ্টের আগমনের উপর গভীরভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে। কিন্তু সেই বিশ্বাসের মধ্যেও থিষলনীকীয়দের জন্য বিপদ

ছিল, যদি তারা মনে করে যে, খ্রীষ্টের আগমন একবারে দ্বারপ্রান্তে, তবে তারা সেই বিশেষ মুহূর্তের সন্ধান করতে থাকবে এবং এই বিষয়ে যারা প্রতারণা করছে তাদেরকে সম্মানের স্থানে বসাবে। এতে করে তারা খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে ভাববাদীরা যা বলে গিয়েছেন, যার উপর আশা এবং বিশ্বাস রেখেছিলেন সে বিষয়ে ভুল করে বসবে। মিথ্যা মতবাদ বাতাসের মত। তা পানির মত গড়িয়ে চলে এবং তা মানুষের অন্তরকে বিচলিত করে দিতে পারে।

[২] পৌল তাদের অন্তরের সান্ত্বনাকেও কমে যেতে দিতে পারেন না পাছে তারা অস্থির হয়ে পড়ে এবং ভণ্ড সংকেত শুনে ভয় পায়। সম্ভবত খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন তখনকার বিশ্বাসীদের মধ্যে খুবই ভয়ানকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। তারা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। তাদের জানানো হয়েছিল খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন অনেক বিপদকে সাথে করে আসবে। কিন্তু তা তো পুরো সত্য নয়, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসীদের জন্য আশা এবং আনন্দের বিষয়। আমাদের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিৎ এবং জেগে থাকা উচিৎ, খ্রীষ্টের আগমন নিয়ে নিরুৎসাহিত বা অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই।

২ থিষলনীকীয় ২:৪-১২ পদ

উপরের পদগুলোর দ্বারা পৌলের সাবধানবাণীর বিরুদ্ধে উচ্চারিত সমস্ত অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন, খুব তাড়াতাড়ি খ্রীষ্টের আগমন না ঘটার কিছু কারণও তিনি তুলে ধরেছেন। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে কিছু ঘটনা ঘটবে সেসব ঘটনার বিষয় তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন–

১. সাধারণ ধর্মবিরোধী কথা: সেই দিন আসার পূর্বে ঈশ্বরর বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্রোহ হবে (৩ পদ)। এই বিষয়টি তিনি ৫ পদে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের বলেছেন যখন তিনি তাদের সাথে ছিলেন তখন তিনি এমনভাবে বলেছেন যেন তারা কোন বিরোধিতা করতে না পারে বা এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ না হয়। আর আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, খ্রীষ্টীয় সুসমাচার এ জগতে রোপন করতে না করতেই খ্রীষ্টান মণ্ডলীতে দলত্যাগ করা শুরু হয়েছে। পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীগুলোতেও একই অবস্থা ছিল, বর্তমানে যেখানে কোনভাবে ধর্মের বিকাশ ঘটেছে সেখানেই বিভাজন শুরু হয়েছে: যখনই ঈশ্বরের সাথে কোন প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তখনই বিদ্রোহ শুরু হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ; যখন মানুষ ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করেছে তখন থেকেই জাগতিক কামনা তাদেরকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছে– নোহের সাথে সদাপ্রভু চুক্তি করার পরপরই বাবিলের লোকেরা স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছানের লক্ষ্যে উঁচুঘর নির্মাণ করতে শুরু করল যা ঈশ্বর পছন্দ করেননি, অব্রাহামের সাথে চুক্তির পরই মিশরে তাঁর নৈতিকতার পতন ঘটে, ইস্রায়েল জাতিকে কনানে নিয়ে স্থাপন করার পরে প্রথম প্রজন্ম শেষ হবার সাথে সাথেই তারা আবার ঈশ্বরকে ত্যাগ করে বালের সেবা করা শুরু করে। সদাপ্রভুর সাথে চুক্তি করার পর তার সন্তানগণ তার বিরোধিতা করে অন্য দেবতার

উপাসনা করেছে, ইষ্রা, নহিমিয়া শাস্ত্র অনুযায়ী বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবার পরপরই লোকদের জীবনে ধর্মীয় অধঃপতন ঘটেছিল, তাই একইভাবে এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে স্থাপন করার পর থেকেই তার ভাঙ্গনেরও চেষ্টা চলছে।

২. সেইদিন অবাধ্যতার পুরুষ সেই নারকীয় পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে (৩ পদ)। সেইদিন সেই খ্রীষ্ট বিরোধী জেগে উঠবে। তারপর, তিনি সেই অবাধ্যতার পুরুষ প্রকাশিত হবার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তার ধ্বংসের জন্য তিনি তার সকল অবাধ্য ও মন্দতাকে একত্রিত করবে। এখানে সে তার প্রকাশের বিষয়ে কথা বলতে দেখা যায়, এটা হবে তার উল্লেখিত ধর্মভ্রষ্টতার কাজের দ্বারা সমস্ত মিথ্যা মতবাদ ও নৈতিক কলুষতা তাকে কেন্দ্র করেই আশ্রয় গ্রহণ করবে। এই অবাধ্যতার পাপ-পুরুষও ধ্বংসের উপযুক্ত। তার মরণে এক বিতর্কের সৃষ্টি হবে; আর যদি তা সত্যিই না হয়, তাহলে সেই বিনাশযোগ্য ও মন্দ ক্ষমতা হবে মাত্র বাইরে দেখানো বিষয়, যদিও এটি সুস্পষ্ট, এখানে যা বলা হয়েছে তা অবশ্যই সেখানে করা হবে। তাই লক্ষ্য করি−

৩. সেই পুরুষের নাম তার অবস্থা ও ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তার চরম খারাপী তুলে ধরার জন্য তাকে বলা হয়েছে পাপের বা অবাধ্যতার পুরুষ, সে শুধু নিজেই অবাধ্য বা নরকের নয় কিন্তু সে পাপ ও মন্দতাকে অন্যের মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি করার জন্য শ্রম ও আদেশ নির্দেশ দেয়; আর সে হল নরকের সন্তান, কারণ তিনি নিজেই নিজেকে নির্ধারিত ধ্বংসের জন্য নিয়োজিত করেছে, আর সে হল অনেক দেহ ও আত্মাকে নাশ করার যন্ত্রস্বরূপ। এই কারণগুলোর জন্য তার রাজ্যের পতনে সে রাজি থাকার জন্য এই নাম যথার্থ ভাবেই কাজে লেগেছে।

৪. এখানে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে (৪ পদ)।

(১) ঈশ্বর বলে যা কিছু আছে আর সেই সমস্তের বিরুদ্ধে আর উপাসনা করবার মত সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে বড় করিয়ে দেখাবে। এইজন্য রোমের বিশপগণ শুধু ঈশ্বরের ক্ষমতাকেই অস্বীকার করেননি। বেসামরিক শাসকগণ, যাদের প্রভু বলে সম্বোধন করা হত যারা নিজেদের জাগতিক রাজ্যপাল ও ঈশ্বরের উপরে মনে করতো। তারা নিজেদের এমন দাবী করতো যে, তাদের আদেশই হল ঈশ্বরের আদেশ, তাদের আদেশই বিচারকর্তার আদেশ।

(২) এমন কি ঈশ্বরর মন্দিরয় বসে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করে। যেহেতু পূর্বে ঈশ্বর মন্দিরে বাস করত, সেখানে তার উপাসনা করা হত, এখন অন্তরে ও মণ্ডলীর সদস্য সকলের সাথে তার উপাসনা করা হয়। তাই এখানে খ্রীষ্ট বিরোধীরা অবাধ্যতার পুরুষ, খ্রীষ্টান মণ্ডলীতে ঈশ্বরের অধিকারকে অন্যায়ভাবে হরণ করার বিষয়ে বলেছেন, যে সদাপ্রভু হল সম্মানের অধিকারী; রোমের বিশপদের উপরে কে এটি প্রয়োগ করতে পারবে? কার উপর ঈশ্বরের নিন্দা করার মত পদবী থাকবে? যেন Dominus Deus noster papa - পোপই হল আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, Deus Alter in terra- পৃথিবীতে বাসকারী আর

এক ঈশ্বর তিনি, Dei et papa সদাপ্রভুর ও পোপের ক্ষমতা কি প্রকৃতপক্ষে এক?

৫. তার প্রকাশের বিষয় উল্লেখ করা আছে (৬,৭,৮ পদ)। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা দু'টি দিক পর্যবেক্ষণ করবো:

(১) সেখানে এমন কিছু ছিল যা বাঁধা দিয়ে রেখেছে যেন ঠিক সময়ের আগে তা প্রকাশিত না হতে পারে। এটা সম্ভবত রোমান সাম্রাজ্যকে বুঝানো হয়েছে, যে বিষয়টি ঠিক এই সময়ে পৌল উল্লেখ করা ঠিক মনে করেননি; আরও খারাপ বিষয় হল যখন এই শাসন চলছিল তখন রোমের বিশপদের চরম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ করেছিল।

(২) এই অবাধ্যতার গুপ্তশক্তি ক্রমেই এর চরম পর্যায় পোঁছেছিল; যার ফলে বিশ্বের ভ্রান্ত মতবাদ ও উপাসনা ক্রমেই রোমান মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছে, রোমের বিশপদের ক্ষমতা একবারে কিছু নয় কিন্তু ক্রমেই তারা গ্রাস করেছে। এভাবে সহজ অবাধ্যতার গুপ্তশক্তি সহজভাবে বা জোরপূর্বক এটা করেছে, পৌল এটাকে অবাধ্যতার গুপ্ত শক্তি বলেই উল্লেখ করেছেন, কারণ অবাধ্যতার অভিসন্ধি ও কাজ মিথ্যা প্রদর্শনী ও ছলনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তা না হলেও অন্ততঃ লোকদৃষ্টি ও সম্মুখ থেকে লুকিয়ে থাকে। এই অবাধ্যতার শক্তির ফলে ছলনার দ্বারা এবাদত, কুসংস্কার ও মূর্তি পুজা আরও বেড়েছে; আবার সদাপ্রভুর ও তাঁর গৌরবের জন্য আকাঙ্খা করায় গোড়ামী ও নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তিনি আমাদের বলেছেন যে, এই অবাধ্যতার গুপ্ত কাজ শুরু হবে বা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। প্রেরিত পৌল সজাগ থাকার সময়েই শত্রু এসে শ্যামাঘাস বুনে দিয়েছে। তারপর ছিল নিকলায়দের কৃতিত্ব ও অবদান, তারা উচ্চ পদ আশা করেছিল কিন্তু তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। একজন পালকের অহংকার, উচ্চাকাঙ্খা এবং জাগতিক বিলাসিতা দিমিত্রিয়ের মত চরিত্র সৃষ্টি করা ছিল অবাধ্যতার গুপ্ত শক্তির প্রাথমিক কাজ, যেটি ক্রমে ক্রমে চরম পর্যায়ে গিয়েছিল যা রোমান মণ্ডলীগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে।

৬. অবাধ্যতার পুরুষের পতন বা ধ্বংসের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে (৮ পদ), অবাধ্যতার পুরুষের সাম্রাজ্যের প্রধান হল শয়তানের শক্তি বা সেই অবাধ্যতার পুরুষ যে মানুষের ক্ষমতাকে খ্রীষ্টের স্বর্গীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাবে; আর এভাবে যেহেতু সে পাপের অবাধ্য পুরুষ হিসেবে প্রকাশিত হবে, সুতরাং জগতে তার প্রকাশ বা আবির্ভাব হবে তার ধ্বংসের পূর্ব লক্ষণ। প্রেরিত পৌল থিষলনীকীয়দের নিশ্চিত করে বলেছেন যে, প্রভু খ্রীষ্ট অবশ্যই তাকে ধ্বংস করবেন, তার পতন তাকে চুড়ান্ত ধ্বংসে নিয়ে যাবে এবং যীশুও মুখের নিঃশ্বাস, তাঁর মুখের কথার দ্বারা সে ধ্বংস হবে। ঈশ্বরের শক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর খাঁটি বাক্য এই অবাধ্যতার গুপ্ত শক্তিকে বের করবে, আর তাকে ধ্বংসের স্থানে নিক্ষেপ করবেন। সেই সময় তার সম্পূর্ণ ও চুড়ান্ত ধ্বংস হবে আর তার ধ্বংস হবে খ্রীষ্টের আগমনের উজ্জ্বল আলোর দ্বারা। লক্ষ্য করিন্থীয় যে, খ্রীষ্টের আগমন তাঁর মহা গৌরবের জাঁকজমক ও উজ্জ্বলতার দ্বারা মন্দতাকে ধ্বংস করবে। সেই সময় তার সম্পূর্ণ ও চুড়ান্ত ধ্বংস হবে আর তার ধ্বংস হবে খ্রীষ্টের আগমনের উজ্জ্বল আলোর দ্বারা। লক্ষ্য করিন্থীয় যে, খ্রীষ্টের আগমন মন্দতাকে ধ্বংস করবে তাঁর মহা গৌরবের জাক্‌জমক ও উজ্জ্বলতার

দ্বারা।

৭. এই অবাধ্যতার পুরুষের রাজত্ব ও তার নিয়ম সম্পর্কে তিনি আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা পর্যবেক্ষণ করবো:

(১) তার আগমন, শাসন ও কাজের প্রকৃতি: সাধারণভাবে এটা হল শয়তানের দৃষ্টান্ত, আত্মার প্রধান শত্রু, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে বিরোধিতাকারী। সে হল সমস্ত মন্দতা ও মিথ্যার পূর্বপুরুষ, খ্রীষ্ট ও তার ভক্তদের মধ্যে যে সত্যতা রয়েছে সে হল ঐ সত্যতার প্রতিজ্ঞাত শত্রু। আরও ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, এটি শয়তানের শক্তি ও প্রতারণা নিয়ে প্রকাশিত হবে। স্বর্গীয় শক্তি এই রাজ্যকে রক্ষার জন্য প্রচেষ্টায় রয়েছে, আর এটি ঘটবে শয়তানের কাজের পরে। আশ্চর্য ও চিহ্ন, দর্শন ও অলৌকিক কাজ দেখা যাবে, এর জন্য পোপের রাজ্যকে প্রথম স্থান দেয়া হয়েছে যেন তারা সবকিছু ধরে রাখতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদকে সায় দেয়ার মত ভ্রান্ত চিহ্ন রয়েছে এবং আশ্চর্য মিথ্যাবাদী বা ছলনার আশ্চর্য কাজ প্রকাশ করবে যা প্রকৃতপক্ষেই মিথ্যা, ও লোকদের উপর অর্পিত ছলন-ার ফাঁদ; আর অবাধ্যতার পুরুষের নারকীয় ছলনা অবিশ্বাসী রাজ্যের অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলবে। প্রেরিত পৌল একে দুষ্ট ও ছলনাকারী বলে আক্ষা দেন (১০ পদ)। আবার কেউ কেউ প্রতারক সাধুও বলেছেন কিন্তু পৌল বলেছেন "দুষ্ট ছলনাকারী", প্রকৃ তপক্ষে সব ছলনাই হল (সত্য বিরোধী) মন্দ বিষয়। এই পাপের পুরুষ এমন কিছু অস্ত্রের কৌশল ব্যবহার করে যা আমাদের ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয়, আর তার অনেক বিষয় আপাতঃদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হতে পারে যার দ্বারা সে অস্থির আত্মাগুলোকে দুষ্ট মতবাদে আলিঙ্গন করতে প্রলোভিত করার মধ্য দিয়ে জোরপূর্বক দখল করে শাসন শুরু করে।

(২) আর ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাওয়া লোকদের প্রায়ই এই অবস্থা হবে বলে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন (১০ পদ)। কারণ তারা সত্যকে ভালবাসা করেনি, গ্রহণও করেনি (সম্ভবত) তারাই সত্য শুনেছে, কিন্তু সত্যকে ভালবাসা করেনি, তারা আসল মতবাদকে ধরে রাখেনি, ফলে তারা সহজেই মিথ্যা মতবাদের ফাঁদে পড়েছে, সত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল মাত্র, কিন্তু তারা আরও শক্তিশালী ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাই তারা ছলনার স্বীকার হয়েছিল। সত্যকে ভালবাসোলে তাদের উচিৎ ছিল তার সাথে শক্তভাবে লেগে থাকা, আর এই সত্যের মধ্যে সুরক্ষিত থাকা; কিন্তু তারা যদি নতুন কিছুর সাথে যুক্ত হয় যা তারা কোনদিন দেখেনি ও ভালবাসা করেনি তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। আর এই লোকেরা বলে থাকে তারা বিনষ্ট হচ্ছে, হেরে গেছে, তারা পরাজিত হওয়ার দ্বারে আছে এবং চিরতরে বিনষ্ট হবার মত বিপদ তাদের আকড়ে রেখেছে। তারপর–

৮. তারা পাপী এবং অবাধ্যতার পুরুষের ঘোষিত রাজ্যের প্রজা (১১, ১২ পদ),

(১) তাদের পাপ হল: তারা সত্যকে ভালবাসা করেনি এবং তারা গ্রহণও করেনি, যেহেতু তারা সত্যকে ভালবাসা করেনি বলে তারা মন্দ বিষয়ে আনন্দ করতো ও মন্দ কাজ করত, আর মিথ্যা মতবাদে সন্তুষ্ট থাকত।

(২) তাদের ধ্বংসকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ ঈশ্বর তাদের কাছে এমন এক শক্তি পাঠাবেন যা তাদের ভুল পথে নিয়ে যাবে, যেন তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে। এভাবে তিনি মানুষের অবিশ্বাসের, সত্যকে ভালবাসা না করা ও মন্দকে পছন্দ করার জন্য তাদের শাস্তি দিবেন। এমন নয় যে, মিথ্যা সদাপ্রভুর কাছে থেকে আসে কিন্তু তার ন্যায্যতার জন্য তিনি কোন কোন সময় পাপীদের উপর থেকে তাঁর অনুগ্রহ তুলে নেন, যে পাপীদের বিষয় তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন; তিনি তাদেরকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দেন বা ভুল পথে যাওয়ার জন্য তার নিয়োগকৃত উপকরণের হাতে তুলে দেন। হ্যাঁ, মন্দতার চরম পর্যায়ে গিয়ে যেন চিরকালের জন্য তারা ধ্বংস হতে পারে। ঈশ্বর হলেন এমন যিনি আত্মিক বিচার করে থাকেন এবং অনন্তকালের জন্য চূড়ান্ত শাস্তি নির্ধারণ করেন তাদের জন্য যারা সেই সুসমাচারের সত্যকে ভালবাসেনি, যারা বিশ্বাস করেনা এবং সত্যের পথে চলেনা, উপরন্তু ভ্রান্ত মতবাদে পড়ে থাকে এবং কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সেই মন্দতাকে চর্চা করে।

২ থিষলনীকীয় ২:১৩-১৫ পদ

এখানে পর্যবেক্ষণ করি,

১. থিষলনীকীয়দের প্রতি সান্ত্বনাই সম্ভবত তাদেরকে অবাধ্যতার পুরুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে (১৩, ১৪ পদ)। কারণ তাদেরকে পরিত্রাণের জন্য ও গৌরব লাভের জন্য বাছাই করা হয়েছিল। লক্ষ্য করি, যখন আমরা শুনি যে, বিপথগামীদের সংখ্যা অনেক বেশি। তবে এটা খুব আনন্দ ও সান্ত্বনার বিষয় যে, সেখানে সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকে যারা পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হবে: বিশেষভাবে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিৎ যদি ঐ অল্প সংখ্যার মধ্যে আমরা থাকি। পৌল সদাপ্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানানোর দলে তাদের গণনা করেছেন, কারণ তোমাদের জন্য সব সময়ই ঈশ্বরকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ। তিনি প্রায়ই তাদের পক্ষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেন এবং তিনি এখনো তাদের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দ পান; আর এখানে ভাল একটি উপযুক্ত কারণ হল তারা ছিল প্রভুর প্রিয়, কারণ হল তারা ধর্ম ভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। এভাবে তাঁর সাধুদের রক্ষাই তাঁর উদ্দেশ্য−

২. সদাপ্রভুর দয়ায় বেছে নেওয়া এক দিনের জন্য নয় বরং চিরকালের জন্য (১৩ পদ)। এজন্যই তারা সদাপ্রভুর প্রিয় ছিল, কারণ ঈশ্বর তাদের শুরু থেকেই বাছাই করে রেখেছিলেন। তিনি তাদের যে ভালবাসা করেছেন সে ভালবাসা হল অনন্তকালের ভালবাসা। সদাপ্রভুর এই বাছাই প্রক্রিয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা একটু পর্যবেক্ষণ করি−

(১) এটি হল অনন্তকালের জন্য− সূচনা থেকেই করা; সুসমাচারের সূচনা থেকে নয় কিন্তু এই পৃথিবীর শুরু থেকেই, পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই (ইফিষীয় ১:৪)। তারপর,

(২) সেই শেষ সময়ের জন্য তাদের বাছাই করা হয়েছে− পাপ ও পাপের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত

হয়ে চিরকালের পরিত্রাণ লাভ করা, তার সমস্ত ভালো ফল বহন করার জন্য।

(৩) এই শুভ সমাপ্তির জন্য আত্মার পবিত্রতা ও সেই সত্যে বিশ্বাস করা দরকার। যদি আমরা শেষকালের পরিত্রাণের জন্য বাছাইকৃত হয়ে থাকি তাহলে সেই পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাদের পবিত্র থাকার চেষ্টা করতে হবে। সেই পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া হবে পবিত্র আত্মার গভীর কার্যক্রম ও আমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। যেখানে অবশ্যই সত্যের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে। তাছাড়া খাঁটি পবিত্রতা বা অনুগ্রহের অধ্যবসায়; এবং পরিত্রাণ কোনটিই লাভ করা সম্ভন নয়। বিশ্বাস ও পবিত্রতা একই সাথে যুক্ত থাকতে হবে; সেই সাথে পবিত্রতার আনন্দও; এজন্যই আমাদের ত্রাণকর্তা পিতরের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর বিশ্বাসের ভাঙ্গন না ধরে (লূক ২২:৩২) এবং তাঁর শিষ্যদের জন্যও (যোহন ১৭:১৭) প্রার্থনা করেছেন, সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সেই সত্য।

সুসমাচারে সাড়া দেওয়ার ফল (১৪ পদ)। যেহেতু তাদের পরিত্রাণের জন্য বাছাই করা হয়েছে, সেহেতু তাদেরকে সুসমাচারের জন্যই আহ্বান করা হয়েছে, যাদের তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, তাদের তিনি ডাকও দিলেন (রোমীয় ৮:৩০)। ঈশ্বরের বাহ্যিক দর্শন হল তাঁর বাক্য। এটি হল ফলপ্রসূভাবে কার্যকর বাক্য। আর এই বাক্য ফলপ্রসূভাবে কার্যকারিতা লাভ করে পবিত্র আত্মার দ্বারা। লক্ষ্য করি, যেখানেই সুসমাচার আসে সেখানেই সর্বপ্রথম মানুষকে আহ্বান করা হয় গৌরব লাভের জন্য, এটি হল শান্তি ও সম্মানের আহ্বান, যদিও আমাদের গৌরব হল যীশু খ্রীষ্ট, গৌরব তিনি ক্রয় করেছেন আর সেই গৌরব তিনি ধরে রেখেছেন, যেন তিনি ঐ রকম লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে যারা তার উপর বিশ্বাস করেছে ও বাক্যের বাধ্য থেকেছে; খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও একই বিষয় যারা তার গৌরব দেখেছে তারা খ্রীষ্টের সাথে মহিমার ভাগীদার হবে। এখানে তাদের লক্ষ্য করি,

স্থির ও পরিশ্রমী হতে উপদেশ: সেজন্য ভাইয়েরা স্থির থাক (১৫ পদ)। লক্ষ্য করি, তিনি বলেননি যে, "তোমাদের পরিত্রাণ লাভের জন্যই বাছাই করা হয়েছে, সেজন্য তোমরা সজাগ না থাকলেও নিরাপদে থাকবে।" কিন্তু তিনি স্থির থাকতে আদেশ দিয়েছেন। আমাদের প্রতি সদাপ্রভুর দয়ার বাছাই আমাদের নিজস্ব পরিশ্রম দ্বারা লাভ করা সম্ভব ছিল না, তাই আমাদের উচিৎ স্থির ও সতর্ক থেকে আরও বেশি অধ্যবসায়ী হওয়া। এজন্যই যোহন তাঁর পত্রে তাঁর লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে অভিষেক পেয়েছ, তিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন। তোমাদেরও তাঁর মধ্যে থাকতে হবে, আর এই উপদেশটিও যুক্ত করেছেন– তোমরা খ্রীষ্টের মধ্যেই থাক (১ যোহন ২৭, ২৮)। থিষলনীকীয়দের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে স্থির থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছেন, "চিঠি বা কথার দ্বারা যে শিক্ষা তোমাদের দিয়েছি তা ধরে রাখ।" অর্থাৎ পৌল কথা বা তার পত্রের মাধ্যমে সুসমাচারের যে তত্ত্ব তাদের শিখিয়েছেন সেটা যেন তারা মনে রাখে। যদিও পুস্তকের লেখা সমাপ্ত হয়নি, যার কারণে পৌলের প্রভাবের দ্বারা তাদের কিছু জানানো হয়েছিল, যা ছিল সত্যের আত্মার পরিচালনার মধ্য দিয়ে, যা বিশ্বাসীগণ পর্যবেক্ষণ

করে দেখেছিল যে, সদাপ্রভুর কাছে থেকেই এসেছে; সর্বপরি পৌল অন্যান্য বিষয়গুলো তাদের কাছে লিখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেমন ইতিপূর্বে তিনি থিষলনীকীয়দের কাছে একটি পত্র লিখছেন; আর এই চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল পবিত্র আত্মার পরিচালনার মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য করি, আজকাল ঐতিহ্যগত কথ্য ভাষা নিয়ে কারো কোন বিতর্ক নেই, যেহেতু এখন পুস্তকের পুস্তকগুলো লেখা সম্পন্ন হয়েছে পবিত্র লেখনীর অধিকারীদের মধ্য দিয়ে। এই মতবাদ ও দায়িত্বগুলোর ব্যবহারেই পৌল তাদের উৎসাহমূলক শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমাদের অবশ্যই স্থির থাকতে হবে; পবিত্র বাক্যে যে বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে সেগুলো ছাড়া এর থেকে বেশি কোন কিছু যে তারা করেছে তার কোন পরিষ্কার প্রমাণ আমরা দেখতে পাইনা।

২ থিষলনীকীয় ২:১৬-১৭ পদ

এই পদগুলো তাদের জন্য পৌলের আন্তরিক প্রার্থনার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে আমরা পর্যবেক্ষণ করবো যে–

আমরা কার কাছে প্রার্থনা করবো: আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও পিতা-ঈশ্বরের কাছে কি নয়? কিন্তু তা করতে হবে মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে পিতা-ঈশ্বরের কাছে; আবার বলা আছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজের কাছে; আর তাই তা খ্রীষ্টের নামে পিতার কাছে চাইতে হবে; শধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের পিতার কাছে চাইতে নয় কিন্তু তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের পিতার কাছে চাইতে হবে।

তাঁর প্রার্থনার উৎসাহ তিনি কোথা থেকে পেলেন? সদাপ্রভু তাঁর ও লোকদের জন্য যে কাজ করেছেন তা থেকেই তিনি এই উৎসাহ লাভ করেন: পিতা-ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে উৎসাহ লাভ করুন এবং সমস্ত ভাল কাজে ও কথায় তোমাদের স্থির রাখুন। তিনিই আমাদের ভালবাসা করেন (১৬ পদ)। এখানে লক্ষ্য করি,

১) আমাদের ভাল যা কিছু আছে বা যা কিছু আমরা চাই বা আশা করিন্থীয় সদাপ্রভুর ভালবাসাই হল তার উৎসস্বরূপ, আমাদের বাছাই করণ, নিয়োগ, যাচাই, পরিত্রাণ দান ইত্যাদি সবকিছু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, পিতার ভালবাসার কারণে হয়েছে।

২) এই ঝরণার উৎসমুখ থেকেই আমাদের সকল সান্ত্বনা প্রবাহিত হয়। আর সাধুদের সান্ত্বনা দান হল চিরকালের সান্ত্বনা। তাদের সান্ত্বনা শেষ হবার নয়, তাদের মারা যাবার সাথে সাথে এই সান্ত্বনা শেষ হয়ে যাবে না। যে আত্মিক সান্ত্বনা সদাপ্রভু দেন, কেউ তা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না ও সদাপ্রভু আবার তুলে নিবেন না: কারণ তিনি তাদের চিরকালের জন্য ভালবেসেছেন, তাই তারা চিরকালের সান্ত্বনা লাভ করবে।

৩) তাদের সান্ত্বনার মূলে হল অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা। তারা সদাপ্রভুর গৌরবের আশায়

আনন্দ করে, শুধুমাত্র ধৈর্যের সাথে নয় কিন্তু আনন্দের সাথে, কঠোর নির্যাতনের মধ্যেও। আর এই সান্ত্বনার প্রেক্ষিতে কিছু উত্তম বিষয় রয়েছে, কারণ সাধুদের মহৎ আশা ছিল আর তাদের আশার ভিত্তি হল সদাপ্রভুর ভালবাসা, তাঁর প্রতিজ্ঞা। যে শক্তির অভিজ্ঞতা তারা পেয়েছে সেই শক্তি সদাপ্রভুর ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা আর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। সদাপ্রভুর বিনামূল্যের দয়া ও ভালবাসার আশাই তারা করেছিল আর তাদের আশার ভিত্তি তাদের নিজেদের কোন যোগ্যতার বা ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

পৌল তাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে যা চেয়েছেন তা হল: অনুগ্রহের উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ আশ্বাস (১৭ পদ)। ঈশ্বর তাদের আগেই উৎসাহিত করেছেন, কিন্তু তিনি প্রার্থনা করেছেন তা যেন আরও পরিপূর্ণ হয়। অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে যে ভাল আশা তাদের আছে, তা যেন ধরে রাখে, আর তিনি প্রার্থনা করেছেন তাতে যেন ঈশ্বর তাদের স্থির রাখেন: এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল সান্ত্বনা ও স্থির থাকা দুটিকে একসাথে যুক্ত করা হয়েছে। এইজন্য লক্ষ্য করি–

১) সান্ত্বনা হল স্থির থাকার জন্য, পৃথিবীর কাজে, সদাপ্রভুর পথে চলতে আমরা যতটুকু আনন্দ উপভোগ করি, সেক্ষেত্রে আমাদের ততটুকু আনন্দ যেন থাকে।

২) ঈশ্বরের পথে আমাদের স্থির থাকার অর্থ হল তাঁর সান্ত্বনার উদ্দেশ্য, সেখানে আমরা যদি বিশ্বাসে দুলতে থাকি, মনে সন্দেহ থাকে অথবা আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালনে হোঁচট খাই, আর আমরা যদি সদাপ্রভুর ধর্মীয় আনন্দের ভাগীদার না হতে পারি তাহলে আশ্চর্য হবার কোন কারণ থাকবে না। আমাদের ধর্মীয় অস্থিরতা ও নিরাশার মূলে এমন কি বিষয় প্রভাব বিস্তার করছে? সত্যি কথা বলা ও ন্যায্যতার কাজের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি উত্তম কাজে আমাদের নিয়োজিত থাকতে হবে: আমাদের প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি কথার দ্বারা যেন তিনি গৌরবান্বিত হন, যারা খ্রীষ্টে সচেতন তারা উভয়ই চেষ্টা করবে, আর এইসব করার মধ্য দিয়ে যতকাল না তারা পরিপূর্ণ আনন্দ ও পবিত্রতায় না পৌঁছায় ততকাল তারা সান্ত্বনা ও স্থিরতা লাভের আকাঙ্খা করতে পারবে।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শেষের পদগুলোতে পৌল থিষলনীকীয়দের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছেন, আর এখানে তিনি তাদের কাছে থেকে প্রার্থনা কামনা করার পর ঈশ্বরের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস রাখার বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন (১-৫ পদ)। তারপর তিনি থিষলনীকীয়দের বিপথে যাওয়ার যে তথ্য পেয়েছিলেন সে বিষয়ে তাদের আদেশ, উপদেশ ও সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন (৫-১৫ পদ)। সবশেষে তিনি অনুগ্রহের বাণী উচ্চারণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর পত্র সমাপ্ত করেছেন (১৬-১৮ পদ)।

২ থিষলনীকীয় ৩:১-৫ পদ

উক্ত পদগুলো আমরা পর্যালোচনা করবো:

পৌল তাঁর লোকদের কাছে প্রার্থনা কামনা করেছেন: *শেষে বলি ভাইয়েরা, আমাদের জন্যও প্রার্থনা করো* (১ পদ) তিনি সব সময়ের প্রার্থনায় তাদের স্মরণ করেছেন, এবং তিনি চান যেন তারাও পৌল ও তাঁর সহকর্মীদের ভুলে না যান বরং তাদের অন্তরে ধরে রেখে সদাপ্রভুর দয়ার সিংহাসনে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত যেন বহন করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করি,

১) এটি হল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে পৌল সহভাগীতার দ্বারা আমাদের ধরে রেখেছেন, শুধু সম্মিলিত প্রার্থনার জন্য নয় বা একে অপরের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ কামনায় নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরের প্রার্থনার দ্বারা ধরে রেখেছেন যেন তারা পরস্পরের কাছে থাকতে পারে। এভাবে বহু দূরে অবস্থান করা লোকেরাও ঈশ্বরের দয়ার সিংহাসনের সামনে একত্রিত হবে; এভাবে ঈশ্বরের দয়া থেকে বঞ্চিত লোকেরা অনেক বেশি ও মহৎ দয়া লাভ করবে।

২) সাধারণ লোকদের উচিৎ নিজেদের পরিচালকদের জন্য প্রার্থনা করা; শুধুমাত্র তার নিজস্ব পালকের জন্য নয় কিন্তু তার সকল ভাল ও বিশ্বস্ত পরিচালকদের জন্যও করতে হবে।

৩) আর পরিচালক তার লোকদের প্রার্থনা অনেক প্রয়োজন মনে করেছেন। এখানে পৌলের নম্রতা কত আশ্চর্য, তাঁর দৃষ্টান্তও কতটা অনুকরণীয়, তিনি নিজেই প্রার্থনায় অনেক শক্তিশালী কিন্তু তিনি সাধারণ বিশ্বাসীদের প্রার্থনাকে অবজ্ঞা করেন নি বরং আগ্রহের সাথে তাদের প্রার্থনার অপেক্ষা করেছেন। আরও একটু লক্ষ্য করি, তারা যে বিষয়ে প্রার্থনা করতে

আশা করেছিল ও নির্দেশনা পেয়েছিল; যেমন–

(১) প্রভুর বাক্যের ফল যেন উত্তম হয়: যেন প্রভুর বাক্য তোমাদের মধ্যে যেমন তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইভাবে তা ছড়িয়ে পড়তে ও গৌরব পেতে থাকে (১ পদ)। এটিই হল সেই মহান বিষয়, যে বিষয়ে পৌল সব সময় আকাঙ্খা করেছিলেন। তিনি আরও আশা করেছিলেন যেন ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে পড়ে, মূল যেন শক্ত হয়, জগতে ধর্মের চেতনা ও আগ্রহ যেন না কমে বৃদ্ধি লাভ করে, ধীরে ধীরে এগিয়ে না গিয়ে যেন ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যায়। পিছনে শয়তানের সমস্ত শক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে, কম বা বেশি হোক তারা বাক্যের বিরুদ্ধে বাঁধা সৃষ্টি করেছে যেন ঈশ্বরের বাক্যের বিস্তৃতি তারা থামিয়ে দিতে পারে। এজন্য, আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ যেন শয়তান দূর হয়, বাক্য সকল মানুষের হৃদয়ে, কর্ণে ও চেতনায় পৌঁছায় এবং তা মানুষকে পাপের চেতনা দেয় ও পরিবর্তন করে, মিথ্যাকে গ্রহণকারী ও পবিত্র লোকদের আলোচনার দ্বারা যেন গৌরবান্বিত হয়। ঈশ্বর, যিনি নিজেই আইন তৈরি করে তা সম্মানিত করেছেন তিনি সুসমাচারকে গৌরবান্বিত করবেন, সম্মান আদায় করবেন, একইভাবে তাঁর নিজের নামকেও মহিমান্বিত করবেন; পরিচালক ও ভাল বিশ্বাসীগণ অল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট হবে, কিছু থাকুক বা না থাকুক, যেন খ্রীষ্ট প্রকাশিত হন ও সুসমাচার গৌরবান্বিত হয়। প্রেরিত পৌল এখন এথেন্সে বা হতে পারে করিন্থে থেকে তিনি প্রার্থনা চেয়েছেন যেন তিনি থিষলনীকীয়দের মাঝে বাক্যের যে সফলতা দেখেছেন সেইরূপ যেন এখানেও হয়। অর্থাৎ বিষয়টি তাদের মধ্যে সফল হয়েছে একইভাবে যেন অন্যদের মাঝে সাড়া জাগিয়ে তোলে। লক্ষ্য করি, পরিচালকগণ যদি কোন এক স্থানে তবলিগে সফলতা লাভ করে অন্য যেকোন স্থানেও একই সুসমাচারের ক্ষেত্রে এইরূপ সফলতা আশা করেন।

(২) সুসমাচার প্রচারকদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা। তিনি কেবলমাত্র উপরের দিকে যাবার প্রার্থনাই করতে বলেননি, বরং তাদের সুরক্ষার জন্যও প্রার্থনা করেছেন; যেন আমরা অসভ্য ও দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা পাই (২ পদ)। লক্ষ্য করি, যারা বাক্য তবলিগে বাঁধা দেয়, যারা বিশ্বাসীরে অত্যাচার করে তারাই হল দুষ্ট ও অসভ্যলোক। যারা সকল প্রকার নিয়ম-কানুন ও ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাই হল উপহাসকারী ও অধার্মিকতার মূল। শুধু নাস্তিকতাবাদের নীতিতে নয়, অবিনশ্বরবাদ চর্চায় আর নির্যাতনের মাঝে জগতের অনেক অযৌক্তিক, অসামঞ্জস্য ও অধার্মিকতার বিষয়গুলো রয়েছে। এই জায়গায় আত্মিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে সদাপ্রভুর সাধু লোকদের সহযোগিতারও, কারণ এটাই হল প্রকৃত নমুনা, যারা এজন্য সর্বদাই লড়ছে, যারা পরিবর্তীত জগতে খ্রীষ্টের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করছে তাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ। *কারণ সমস্ত লোকেরই যে বিশ্বাস আছে তা নয়:* এর মানে হল অনেকেই আছে যারা বিশ্বাস আনেনি, তারা নিজেরা এটিকে আলিঙ্গন করবে না, সুতরাং তাদের মত বেপরোয় ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী লোকেরা যদি সুসমাচারের বিরোধিতা করে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই; তারা ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের অবিশ্বাস করতে পারে, বাক্য প্রচারকদের অভিশাপ দিতে পারে; আর তাদের বেশির ভাগ লোকেরাই সততাহীন ও সমগোত্রীয় লোক;

আমরা যে তাদের পাশে নিরাপদে থাকতে পারব তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই এই বুদ্ধিহীন ও মানহীন লোকদের পাশে নিরাপদে বসবাস করার জন্য আমাদের প্রার্থনা করা দরকার। কারণ তারা কি করে, বা কি বলে এ নিয়ে তারা কিছুভাবে না। আমরা কোন কোন সময় আমাদের প্রকাশ্য শত্রু বা মিথ্যা বন্ধুদের দ্বারা আরও বড় বিপদের সম্মুখিনও হতে পারি।

পৌল থিষলনীকীয়দেরকে ঈশ্বরত বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর দয়ার জন্য শুধু সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনাই যথেষ্ট নয়; তার দয়ার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে, আর আমরা যা চাই তাহা মিনতির সাথে জানাতে হবে। লক্ষ্য করি,

যা কিছু ভাল আমরা তার দয়ার কাছে সেগুলো চাইতে পারি, আর খাঁটি বিশ্বাসীগণ শয়তান থেকে সুরক্ষা লাভ করার জন্য উপযুক্ত বিশ্বাসীগণ এই সুযোগগুলোই লাভ করতে চায়।

(১) ঈশ্বরই তাদের স্থাপন করবে। পৌল তাদের জন্য এই প্রার্থনা করেছেন (২:১৭), এখন এই সুযোগ লাভের জন্য তাদের আকাঙ্খা রাখতে বলেছেন, আমরা সদাপ্রভুর পরিচালনার বাইরে টিকে থাকতে পারি না। তিনি যদি তাঁর পথে আমাকে পরিচালনা না করেন, তাহলে আমরা নিজ চেষ্টায় হেরে যাব।

(২) ঈশ্বরই তাদের শয়তান থেকে রক্ষা করবে। যে উত্তম কাজ শুরু হয়েছে তার শেষ পর্যন্ত সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই সদাপ্রভুর সাহায্য দরকার। পাপের শয়তান হল সবচেয়ে বড় শয়তান, কিন্তু আরও শয়তান ও মন্দ আত্মা রয়েছে যাদের হাত থেকে ঈশ্বরই তাঁর সাধুদের সুরক্ষ করবেন, হ্যাঁ, তাঁর রাজ্যের জন্য তিনিই সুরক্ষা করবেন।

সদাপ্রভুর দয়ার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করার জন্য উৎসাহ: *প্রভু হলেন বিশ্বস্ত* তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় বিশ্বস্ত, আমাদের প্রভু কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না, তাঁর মুখের বাক্য তিনি কখনো পরিবর্তন করেন না। যখনই কোথাও কোন প্রতিজ্ঞা তিনি করেন, ঠিক তখন থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার কাজ শুরু হয়। তিনি তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারেও বিশ্বস্ত। তিনি বিশ্বস্ত সদাপ্রভু ও বিশ্বস্ত বন্ধু; আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, তিনি মানুষের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করেন তা তিনি রক্ষা করেন। এখন, ঈশ্বরের সাথে আমাদের যে প্রতিজ্ঞা, তার সাথে যে সম্পর্কের কারণে আমরা টিকে আছি সে বিষয়ে আমাদেরও সতর্ক হতে হবে। তিনি আরও বলেন−

ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর প্রতিজ্ঞা যে পূর্ণ করেন তার একটি নিশ্চিত আশা রয়েছে, সেহেতু দেখা যাচ্ছে তাদের যে সকল বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে, সে আদেশগুলো তারা পালন করছে ও করতেই থাকবে (৪ পদ)। তাদের প্রতি পৌলের আত্মবিশ্বাস রয়েছে, তাঁর আত্মবিশ্বাস এসেছে সদাপ্রভুর কাছে থেকে কারণ অন্য কোনভাবে মানুষের প্রতি এত আত্মবিশ্বাস জন্মায় না, পৌল এবং তাঁর সহকর্মীগণ যে আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন থিষলনীকীয়দের বাধ্যতা তারই বাহিঃপ্রকাশ, এটা ঈশ্বরের আদেশের বাইরে অন্য কিছু নয়, ঈশ্বর তাদের যে আদেশ দিয়েছেন তা পালন করতে ও শিক্ষা গ্রহণের আদেশ ব্যতীত পৌল অন্য কোন

আদেশ বা শিক্ষা তাদের দেননি (মথি ২৪:২০)। বিগত সময়গুলোতে যেহেতু পৌল তাদের বাধ্যতার প্রমাণ পেয়েছেন, আগামী দিনগুলোতেও যে তারা তার আদেশ পালন করবে এটি হল তারই প্রমাণস্বরূপ, তাই এটা হল আশার ভিত্তি যে, আমরা যা কিছু চাইব তা সবই তাঁর কাছে থেকে পাব কারণ তিনি যে সকল আদেশ দিয়েছেন সেগুলো আমরা পালন করিখ্রীষ্টীয় (১ যোহন ৩:২২)।

তিনি তাদের জন্য একটি ছোট্ট প্রার্থনা করেছেন (৫ পদ)। এই প্রার্থনা হল আত্মিক আ-শীর্বাদ লাভের প্রার্থনা। দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ আছে–

১) যেন তাদের অন্তর সদাপ্রভুর ভালবাসার অধীনে নিয়ে আসা হয়, ঈশ্বরের ভালবাসার মধ্যে থাকা হল সবচেয়ে চমৎকার ও মধুর জীবন, অন্য যেকোন জীবন যাপন থেকে উত্তম; এটা শুধু আমাদের আনন্দের জন্যই প্রয়োজন নয়, কিন্তু এটা হল আমাদের আনন্দ; এটা হল স্বর্গীয় আনন্দেরই একটি অংশ যেখানে এই ভালবাসা হল প্রকৃত খাঁটি ভালবাসা। আমরা কোন মতেই এর অধীন হতে পারতাম না, যদিনা ঈশ্বও তাঁর দয়ায় আমাদের অন্তরকে সঠিকভাবে পরিচালনা না করতেন, কারণ আমাদের ভালবাসা হল সম্পূর্ণ অনু-পযুক্ত। লক্ষ্য করি, আমাদের চিন্তা-চেতনাকে অনুপযুক্ত স্থানে নিক্ষেপ করার দ্বারা আমরা একটি বড় ক্ষতির অধীন রয়েছি, আর আমাদের আবেগকে ভুল পথে চালানো হল মন্দতা ও পাপের কাজ। যদি ঈশ্বর নিজেই আমাদের ভালবাসাকে তার দিকে আকড়ে ধরে রাখেন, তাহলে আমাদের সকল আবেগের শাপমোচন হবে।

২) যে ধৈর্যসহকারে খ্রীষ্টের আগমনের অপেক্ষা করছে তিনিই সম্ভবত সদাপ্রভুর এই ভালবাসায় যোগ দিতে পারেন। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা ছাড়া সদাপ্রভুর প্রতি আর কোন ভালবাসা নেই। আমাদের অবশ্যই তাঁর আগমনের অপেক্ষা করতে হবে যার অর্থ হল তার প্রতি বিশ্বাস স্থির থাকা, যেন আমরা বিশ্বাস করিখ্রীষ্টীয় যে, তিনি একবার মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলন আবার তিনি গৌরবে আবির্ভূত হবেন; আমাদের অবশ্যই এই দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় থাকতে হবে; প্রস্তুত হওয়ার জন্য জেগে থাকতে হবে; সেখানে অবশ্যই ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা, সাহসের সাথে স্থির থাকা, যেন আমরা সঠিক সময়ে সাক্ষাৎ করতে পারিঃ এবং আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন, আর মাসীহের ধৈর্যকে অনুশীলনের জন্য স্বর্গীয় অনুগ্রহও দরকার, খ্রীষ্টের ধৈর্য হল (কেউ বলে) খ্রীষ্টের জন্য, তাঁর দৃষ্টান্তের জন্য ধৈর্য ধারণ করা।

২ থিষলনীকীয় ৩:৬-১৫ পদ

একটু পূর্বেই পৌল তাদের বাধ্যতার প্রশংসা করেছেন এবং আগত দিনের জন্য তাদের বাধ্যতার উপরে পৌল নিজের আত্মবিশ্বাসের বিষয় উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে বিপথে যাওয়া ও পথভ্রষ্ট হওয়া কিছু অলস লোকের জন্য আদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন। লক্ষ্য করি,

খ্রীষ্টের উত্তম সমাজে কিছু বিপথগামী লোকদের থাকে বা অন্যান্য এমন কিছু বিষয় থাকে যা সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বর্গীয় রাজ্য ছাড়া এ জগতে কোন সম্পূর্ণ নিঁখুত কিছু পাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু ভাল দিক হল মন্দ আচরণগুলোর কারণেই এই জগতের উত্তম আইনগুলো তৈরি হয়েছে। যে বিশৃঙ্খলা থিষলনীকীয়দের মাঝে আছে বলে পৌল শুনতে পেয়েছিলেন তার জন্য এই পদগুলোতে ভাল কিছু নিয়ম দেখা যায়, যে আইন আমরাও ব্যবহার করতে পারি এবং যাদের তিনি উদ্দেশ্য করেছেন তারা সবাই পারে। লক্ষ্য করি,

থিষলনীকীয়দের পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে:

সাধারণত, সেখানে কিছু লোক আছে যারা অলসভাবে জীবন-যাপন করে এবং প্রেরিতদের কাছে থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে তা তারা মেনে চলে না (৫ পদ)। কিছু ভাইয়েরা তাদের অলসতার জীবন দ্বারা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তারা আইন-কানুন মানেনা, খ্রীষ্টীয় নীতির দ্বারা তারা তাদের পরিচালনা করেনা, তাদের ধর্মীয় স্বীকারোক্তির মানে একমত নয়; প্রেরিতগণ যে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষাতেও নয়, তারা যা লাভ করেছিল সেগুলো পালনের ভান করে মাত্র। লক্ষ্য করি, যারা সুসমাচার লাভ করেছে তাদের সকলের জন্যই তা প্রয়োজন, আর যারা নিজ থেকে এটিকে গ্রহণ করেছে তাদেরও, যেন তারা এই সুসমাচার অনুসারেই জীবন-যাপন করতে পারে। যদি তা না করে তবেই তাদেরকে বাজে, অলস লোক বলা যাবে।

পৃথকভাবে বললে, তাদের মধ্যে অলসভাবে চলার কিছু লোক ছিল (১১ পদ)। প্রেরিত পৌলের কাছে তা তথ্য খুব বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের মধ্য দিয়ে পৌঁছেছিল, তাই এই প্রকৃতির লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে আদেশ ও নির্দেশ দেয়ার প্রেক্ষিতে পৌলের যথার্থ কারণ ছিল, তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে, মণ্ডলাই বা তাদের জন্য কি পদক্ষেপ নিবে ইত্যাদি বিষয়ে।

(১) তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অলস, যারা একেবারেই কাজ করছে না বা কোন কাজই তারা করে না। এর মধ্য দিয়ে এটি ধরে নেয়া যায় না যে, তারা পেটুক, মাতাল, কাজ করে না তাই তারা হল অলস ও বিশৃঙ্খলার লোক। তাদের প্রতি এ কথা বলাও ঠিক হবেনা যে, তারা কাউকে আঘাত করে না; কিন্তু এটা সকলের জন্যই কর্তব্য ছিল যে, যেখানেই সদাপ্রভু তাদের রেখেছেন সেখানেই তারা যেন ভাল আচরণ করে। সম্ভবত এই প্রকার লোকদের মাঝে একটি ধারণা রয়েছে যে (গত চিঠির কোন কোন বিষয়ে ভুল বোঝা) খ্রীষ্টের আগমন সন্নিকট, আর এই বিষয়টিতে সাড়া দেয়ার জন্য তারা সমস্ত কাজ কর্ম বাদ দিয়েছে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এটা হল একটি বড় ধরণের ভুল বা ধর্মীয় শিক্ষার অপব্যাখ্যা, যেন তারা অলসভাবে থাকা সহ অন্যান্য পাপের কাজেও লিপ্ত হতে পারে। যদি আমরা জানতাম যে, মহা বিচারের দিন খুবই কাছে এসেছে, তাহলে আমরা কোন মতেই বসে থাকতাম না, এই দিবসের জন্য কাজ করতাম, যেন প্রভু এসে আমাদের কাজে দেখতে পান। সে দাস তার মনিবের আদেশ অনুযায়ী কাজে ব্যস্ত থাকবেন, যেন প্রভু এসে আমাদের কাজে দেখতে পান। যে দাস তার মনিবের আগমনের অপেক্ষায় থাকে

তিনি অবশ্যই তার মনিবের আদেশ অনুযায়ী কাজে ব্যস্ত থাকবেন, যেন প্রভু এসে সবকিছু প্রস্তুত দেখতে পান অথবা এমনও হতে পারে যে, এই কাজে লোকগুলো অন্যদের সামনে এমন ভান করছে যেন খ্রীষ্ট তাদের সকল প্রকার বিষয় থেকে মুক্ত করেছেন, বিশেষ আহ্বানের দ্বারা জগতের সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী থেকে তাদের মুক্ত করেছেন: ঈশ্বর যাকে যে অবস্থায় ডেকেছেন সে সেই অবস্থায় থাকুক (১ করিন্থীয় ৭:২০, ২৪)। আমাদের বিশেষ আহ্বানের মধ্যে পরিশ্রম ও দায়িত্বশীলতা রয়েছে আর এভাবেই আমাদের খ্রীষ্টে আহ্বান করা হয়েছে। অথবা দরিদ্রদের সেবামূলক কাজ বৃদ্ধি করার জন্য কিছু লোক তাদের অলসভাবে থাকার জন্য উৎসাহিত করেছে যেন মণ্ডলী খবর পেয়ে তাদের সাহায্য করে: কারণ যাই হোক না কেন তারা অত্যন্ত দোষের কাজ করেছে।

(২) তাদের মাঝে অন্য জনের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকার কিছু লোক ছিল: এখানে দেখা যায় যে, এক প্রকারের যোগ সম্বন্ধ রয়েছে, যেখানে একই ব্যক্তি অলস এবং অন্যদের নিয়ে ব্যস্তও থাকে। এখানে একটু পরস্পর বিরোধী বিষয় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এটিই প্রকৃত সত্য, এই ধরণের লোকদের নিজস্ব কোন কাজ নেই, কাজ থাকলেও করে না কিন্তু তারা অন্যদের বিষয় নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। যদি আমরা অলস হই তখন শয়তান ও মন্দ আত্মা দ্রুত আমাদের জন্য কিছু কাজ বের করে। মানুষের মানুষিকতাই হল ব্যস্ততার মডেলে গড়া, যদি ভাল কোন কাজে নিয়োগ করা না যায়, তাহলে মন্দ কাজে ব্যস্ত হবে। লক্ষ্য করি, অন্যের বিষয়ে ব্যস্ত ও উদাসীন লোকেরা এমনভাবে ঘোরাঘুরি করে যেন মন্দ বিষয়ে তাদের অনেক আগ্রহ, অপ্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় নিয়ে থাকে যেগুলো তাদের জন্য কোন অর্থ বহন করে না, তাদের নিজেদেরও সমস্যা তৈরি করে অন্যদিকে অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে অন্য লোকদেরও সমস্যার সৃষ্টি করে। পৌল তীমথিকে সাবধান করেছেন (১ তীমথিয় ৫:১৩) যেন এই ধরণের লোকদের থেকে সাবধান থাকে। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অলস হতে শিখে, তারা যে কেবল অলস হয় তা নয় কিন্তু বাজে কথা বলতে ও পরের বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতে শিখে এবং যা তাদের বলা উচিৎ নয় সেই রকম কথা বলে।

সেসব অলস লোকদের জন্য কিছু উত্তম নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছে; যেখানে আমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন–

ঐ আইনগুলো হল সদাপ্রভুর কাছে থেকে পাওয়া পৌলের আদেশ, যা তাদের ও আমাদের প্রভুর নামে দেয়া হয়েছে, বলা যায় যে তিনি নিজেই ঈশ্বরের আদেশ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হয়ে আমরা এই রকম লোকদের আদেশ ও উপদেশ দিচ্ছি (১২ পদ)। পৌল এখানে ক্ষমতা ও শাসনবাণী উচ্চারণ করেছে: যেন অলসতা প্রতিরোধ বা সংশোধন করা হয়। এখানে দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে। খ্রীষ্টের প্রতিনিধিগণ যেন আমাদের বাধ্যতা দেখে আমাদের ভালবাসায় স্মরণ রাখে ও তাঁর দায়া ও অনুগ্রহ যেন আমাদের প্রতি ছুটে আসে।

সেই ভাল আইনের দিকগুলো হল: ঐসব বাজে ও অলস লোকদের আদেশ দিতে গিয়ে পৌল সম্পূর্ণ মণ্ডলীকেই নির্দেশ দিয়েছেন, আর যারা ভালভাবে চলছিল তাদের জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন।

কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি সম্পূর্ণ মণ্ডলীর প্রতিই তাঁর নির্দেশ দিয়েছেন,

[১] তাদের মধ্য থেকে ঐ সব অলস লোকদের সাথে আচার-আচরণ সম্পর্কে বলেছেন– যেখানে তিনি বলেছেন (৬ পদ) যে, তোমরা তাদের সাথে মেলামেশা করো না; যেন তারা লজ্জা পায়। তাদেরকে শত্রু বলেও মনে করো না, কিন্তু ভাইয়ের মত গণ্য করো। প্রেরিত পৌল অলস লোকদের সাথে আমাদের আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। আমাদের অবশ্যই মণ্ডলীর কাঠামো ও মণ্ডলীর নিয়ম-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের যা করতেই হবে তা হল প্রথমত, লক্ষ্য রাখতে হবে কোন্ লোকগুলো ঈশ্বরের বাক্যে সন্দেহ করে ও বিরোধিতা করে বা বাক্যের বিপরীত পথে হাঁটে তাদের নির্ণয় করতে হবে, তারপর তাদের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবার পূর্বে উল্লেখ্যযোগ্য প্রমাণ দরকার হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বন্ধুর মত উপদেশ দিতে হবে, আমাদের অবশ্যই তার পাপ ও তার কাজের বিষয়ে একান্তভাবে তাকে অবগত করতে হবে অর্থাৎ যখন তার পাশে কোন লোকজন না থাকে (মথি ১৫:১৮)। তারপরও যদি সে না শুনে, তৃতীয়ত, আমাদের অবশ্যই তার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে, তার সাথে কোন ওঠা-বসা করা যাবে না। আর এ ধরণের লোকদের সাথে কোন পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্ক না রাখার দু'টি উল্লেখ্যযোগ্য কারণ রয়েছে– যেমন, আমরা তার মন্দ কাজের প্রকৃতি ও ধরণ নাও জানতে পারি যা আমাদের নিজেদের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। যারা এই সকল অলস লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাদের অবস্থাও ঠিক একই রকম হবে। অন্য কারণটি হল তাদের লজ্জা দেওয়া, পুর্নগঠন করা। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের মন্দ আচরণ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা পছন্দ করে না বা তাদের সাথে মিশে না, তখন তারা সুস্থ পথে ফিরে আসার জন্য এগিয়ে আসবে। এইজন্য, যারা তোমাদের মন্দ চায় তাদেরকেও ভালবাসতে হবে। যখন আমরা তাদের কন্ঠ শুনতে ঘৃণা করি, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, এমনকি যদি কেউ মণ্ডলীরও বিরোধিতা করে তাদেরকেও শত্রু বলে গণ্য করা ঠিক নয় (১৫ পদ)। কারণ, যদি তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে তাহলে তারা তাদের সম্মান ও সান্ত্বনা ফিরে পাবে এবং ভাই হিসেবে মণ্ডলীরও সকল অধিকার ভোগ করতে দেয়া হবে।

[২] তাদের সাধারণ আচার-আচরণ পূর্বের ন্যায় অনুরূপ হওয়া উচিত, যে উদাহরণ পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের সাথে থাকতে দেখিয়ে ছিলেন: *কিভাবে আমাদের মত করে চলা উচিৎ তা তোমরা জান (৭ পদ)।* যারা তাদের মধ্যে ধর্মের চারা রোপন করেছিল তারা অনেক ভাল দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিল; আর বাক্যের পরিচালকদের আচরণ তার লোকদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকা উচিৎ। এটা শুধুমাত্র প্রেরিতদের প্রথা হিসেবে চালচলন নয় কিন্তু বিশ্বাসী হিসেবে এই আচরণ হল তাদের কর্তব্য। তারা যে মতবাদ তুলে ধরেছেন এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তাদের আরও একটি বিশেষ উদাহরণের কথা উল্লেখ করেছেন তা হল তাদের পরিশ্রমের বিষয়, আর এই বিষয়টিই ঐ সকল বাজে লোকদের মধ্যে মাঝে তুলে ধরা উচিৎ বলে তিনি রক্ষা করেছিলেন; *তোমাদের মধ্যে থাকার সময়ে আমরা অলসভাবে চলি নি (৮ পদ)।* তার চাওয়া ছিল যেন ঐ লোকেরা তাদের কথা শুনে অলসতার জীবন পরিত্যাগ করে, কারণ সুসমাচার প্রচারকদের

প্রকৃত চাওয়া যেন তাদের লোকেরা বাক্য অনুসারে জীবন-যাপন করে। এভাবে লোকেরা প্ররিতের কাছে ঋণী, আর প্রেরিতদেরও চাওয়ার অধিকার রয়েছে যেন তাঁর লোকেরা তাদের মত করে চলে (৯ পদ)। কিন্তু তিনি তাঁর অধিকার নিয়ে কোন জোরাজুরি করেননি কিন্তু তারা যেন প্রেরিতদের মত করে চলে সেজন্য এইভাবে কাজ করে তাদের দেখানো হয়েছিল (৯ পদ)। যেন তারা জানতে পারে কিভাবে সময় ব্যবহার করতে হয় আর সব সময় কাজে লেগে থাকলে কোন এক সময় সে উত্তম বলে প্রকাশিত হয়।

তিনি অলস লোকদের উদ্দেশ্যে আদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা পরিবর্তীত হয় ও নিজেদের কাজে ফিরে যায়। পৌলের শাসনের উদ্দেশ্যই হল এটি এবং এর জন্যই তাদের সাথে থাকার সময় তিনি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন: তোমাদের সাথে থাকার সময়েই আমরা তোমাদের আদেশ দিয়ে বলেছিলাম, যে কেউ কাজ করতে না চায়, তবে সে যেন না খায় (১০ পদ)। যিহূদীদের মধ্যে এই কথাটি পরবর্তীতে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল যে, "যে কাজ করবে না, সে খাবে না"। যে কাজ করে সে খাবার পাওয়ার যোগ্য: কিন্তু অলসতা কিসের যোগ্য? মহান ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রত্যেক লোকের জীবনেই আহ্বান আছে, এই আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, আহ্বানের উদ্দেশে কাজ করতে হবে এই পৃথিবীতে কারো পক্ষে অলস্য জীবন যাপন করা উচিৎ নয়। এই লোকেরা ঈশ্বরের এই বাক্যের বিরোধিতা করতেই অলস সময় কাটায়: যেখানে সদাপ্রভু বলেছেন, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাদের আহার যোগাবে। এটা পৌলের কোন তোষামুদে বাক্য নয়, তিনি নিজেই একজন কর্মঠো ব্যক্তি ছিলেন আর এই কারণে তিনি সকলকেই কর্মঠো দেখতে চেয়েছেন, আবার আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদেশ হল তারা যেন শান্তভাবে কাজ-কর্ম করে নিজেদের খাবার নিজেরা জোগায় (১২ পদ)। মানুষকে অবশ্যই তাদের খাবার যোগাড়ের জন্য পরিশ্রম করতে হবে, অন্যথায় তারা খেতে পারবে না। পর্যবেক্ষণ করি, অলসতার বিপরীত হল কাজ বা পরিশ্রম করা; আবার অন্য লোকদের ব্যপারে বেশি মাথা না ঘামানোর বিপরীতে শান্তভাবে থাকতে হবে। আমরা অবশ্যই নিজের কাজ করার মধ্য দিয়ে শান্ত থাকতে শিখেছি। নিজে পরিশ্রমী হওয়া ও অন্যের ব্যাপার নিয়ে বেশি ব্যস্ত না হওয়ার অত্যন্ত ভাল একটি বিষয়। কিন্তু এটি বর্তমানে দুর্লভ, তবুও আমাদের নিজের কাজে পরিশ্রমী হতে হবে এবং অন্যের ব্যাপারে নিজেদের ব্যস্ত রাখা যাবে না।

যারা ভাল কাজ করছে তাদের তিনি ক্লান্ত না হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন (১৩ পদ); এর অর্থ তিনি বলতে চেয়েছেন, "যাও কাজ কর এবং সফল হও, যখন আপনি প্রভুর সাথে থাকেন তখন প্রভুও আপনার সাথে থাকেন।" এখানে দেখি, আমরা যা কিছু ভাল মনে করি, সেখানে আমাদের অধ্যবসায়ী হতে হবে। আপনার লক্ষ্য ধরে রাখুন এবং শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যান। কখনো লক্ষ্য ছেড়ে দেওয়া বা পরিশ্রান্ত হওয়া উচিৎ নয়। যখন স্বর্গে যাবেন তখন বিশ্রামের জন্য অনেক সময় থাকবে। যে চিরকালের বিশ্রাম সদাপ্রভুর লোকদের জন্য অনেক আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছে।

২ থিষলনীকীয় ৩:১৬-১৮ পদ

পত্রের শেষ অংশে আমরা থিষলনীকীয়দের জন্য পৌলের আশীর্বাদের প্রার্থনা লক্ষ্য করছি। সেগুলো যেন আমাদের ও আমাদের বন্ধুদের জীবনেও পূর্ণ হয়। তাদের জন্য তিনটি অনুগ্রহ তিনি চেয়েছেন–

সদাপ্রভু যেন তাদের শান্তি দান করেন। লক্ষ্য করি,

১) শান্তি হল আশীর্বাদের বাণী বা আশা। শান্তির দ্বারাই বুঝা যায় যে, আমরা আমাদের জীবনের সর্বস্তরে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের সাথে শান্তির সম্পর্ক, অন্তরে শান্তি, তাদের পরস্পরের মাঝে শান্তি এবং সকল লোকদের মাঝে শান্তি।

২) এই শান্তিই তাদের জন্য চাওয়া হয়েছে, সব সময় ও সমস্ত রকমে প্রভু যেন তাদের শান্তি দেন।

৩) সব রকমে শান্তির অর্থ: যেহেতু তারা সদাপ্রভুর অনুগ্রহ উপভোগ করেছে, সেহতু তারা সব রকমে শান্তির অর্থ বুঝতে পরেছে। শান্ত লাভ করা প্রায়ই কষ্টের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, এজন্য এই শান্তি সর্বদাই কাম্য, সদাপ্রভু অবশ্যই এই শান্তি দিবেন, তিনিই হলেন ভালবাসা ও শান্তির প্রভু। আমরা নিজেদের চেষ্টায় শান্তির বিন্যাস ঘটাতে পারিনা, বা আমাদের সাথে শান্তিতে বাস করার যোগ্য লোক ও পেতে পারিনা যদিনা ঈশ্বর নিজে আমাদের দেন।

প্রভু যেন তাদের সঙ্গে থাকেন: প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। ঈশ্বরের উপস্থিতি ব্যতীত আমরা কোন কিছুতেই নিজেদের নিরাপদ ও সুখী রাখতে পারি না এবং আমাদের ও আমাদের বন্ধুদের জন্য উত্তম কিছু আশাও করতে পারি না। তিনিই আমাদের বাইরে যাওয়া ও ভিতরে আসা রক্ষা করবেন। এ হল ঈশ্বরের উপস্থিতি যিনি স্বর্গে রাখার জন্য স্বর্গ নির্মাণ করেন এবং যিনি এই পৃথিবীকেও স্বর্গের রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা কোথায় আছি, কে বা কারা আমাদের সাথে আছে, কোন কোন লোক আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে সেসব কোন বিষয় নয় যদি সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের সাথে থাকেন।

যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তাদের উপর থাকে। প্রেরিত পৌল থিষলনীকীয়দের কাছে লেখা প্রথম পত্রেও এই একই আশীর্বাদ করেছেন; আর এটি হল সেই অনুগ্রহ যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আসে যেন, আমরা সহজেই সদাপ্রভুর কাছে অনুগ্রহ আশা করতে পারি এবং তার উপস্থিতি উপলব্দি করতে পারি, কারণ যে দূরত্ব ছিল সে দূরত্বকে তিনিই সন্নিকট করেছেন। এই অনুগ্রহই হল আমাদের সুখী করার জন্য যথেষ্ট। পৌল সকল ক্ষেত্রে এটিকেই গুরুত্ব দেন ও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন আর এতেই তিনি আনন্দিত হন। এই আশীর্বাদের বাণী তিনি নিজের হাতে লিখেছেন (অন্যান্য পত্রগুলো যেখানে পৌলের কাছে শুনে অন্য জন লিখতেন), যেন এটিই সমস্ত পত্রের মূল বিষয়। তার লেখা মণ্ডলীগুলোর

প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন যেন তারা ভ্রান্ত ভাববাদীদের দোষ ধরতে পারে, আর পৌল জানতেন যে এরা বড় ধরণের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

এই পরিপূর্ণ পত্রের জন্য আমাদেরও উচিৎ সেই শক্তির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যিনি হাজার হাজার বছর পরও অত্যন্ত খাঁটি ও নির্ভুলভাবে সেই চিঠি রক্ষা করেছেন, যেন কেউ এই চিঠির সাথে কিছু যোগ করতে বা এখান থেকে কিছু বাদ দিতে সাহস না পায়। আসুন, আমরা সেই আশ্চর্য ও আসল পবিত্র বাক্যের উপর বিশ্বাস করি, একইভাবে বিশ্বাস করি ও আমাদের জন্য উপযুক্ত মনে করে সেই নিয়ম-কানুন অনুসারে জীবন-যাপন করি; আর এই পবিত্র শাস্ত্রগুলোই তোমাকে খ্রীষ্ট যীশুর উপর বিশ্বাস করবার মধ্য দিয়ে পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার জ্ঞান দিতে পারে।